উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অসুস্থ ধনকর, আরোগ্য কামনা মোদির » ৭

আবাসে দেরি, শোকজ ডিএম-দের
বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা পেয়েও উপভোক্তাদের একটা বড় অংশই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেনি। কারণ জানতে চেয়ে ডিএম-দের শোকজ করল পঞ্চায়েত দপ্তর। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৪°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	১৭°	১৬°	১৭°	১৬°

মার্কিন পণ্যে শুল্ক হ্রাসের ইঙ্গিত দিল্লির » ৭

শিলিগুড়ি ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 March 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 290

নীল বসন্ত

কিউয়ি-বধ সাঙ্গ।। *রবিবার দুবাইয়ে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাতে টিম ইন্ডিয়া।*

নিউজিল্যান্ড-২৫১/৭
ভারত-২৫৪/৬ (৪৯ ওভারে)
৪ উইকেটে জয়ী ভারত

দুবাই, ৯ মার্চ : মরু শহরে নীল সমুদ্র!

আর সেই নীল সমুদ্রের মেজাজে উৎসব। ক্রিকেট উৎসব।

উৎসবের নির্যাস কাঁটে কা টক্কর! কখনও টিম ইন্ডিয়া, আবার কখনও বা নিউজিল্যান্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের মঞ্চে পেন্ডুলামের মতো দুলছিল ম্যাচের ভাগ্য। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন চতুর্ভুজের দাপটের পরও শেষ দশ ওভারে ৭৯ রান করে ম্যাচে ফিরেছিল নিউজিল্যান্ড। কিউয়িদের ২৫১/৭-এর চ্যালেঞ্জের সামনে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার (৭৬) ব্যাটিং আগ্রাসনে জয়ের ভিত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপরও নাছোড় নিউজিল্যান্ড ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়নি। সীমিত স্পিন দক্ষতা নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ে চাপ তৈরি করেছিলেন মিচেল স্যান্টনাররা। শেষপর্যন্ত চাপ কাটিয়ে ধৈর্য ও ক্রিকেটীয় স্কিল দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে টিম ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন করলেন লোকেশ রাহুল (অপরাজিত ৩৪) ও রবীন্দ্র জাদেজা (অপরাজিত ৯)।

প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই মায়াবী ক্রিকেট উপহার দিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। টানা চার ম্যাচ জিতে ভারত ফাইনালে। আর সেই ফাইনালের মঞ্চে গ্যালারির রং নীল হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। গ্যালারির সেই উৎসবের আমেজ দুই দফায় পূর্ণতা পেল সাফল্যে। প্রথম দফা, যখন টসে হেরে ফিল্ডিং করতে নেমে বরুণ চক্রবর্তী (৪৫/২) ও কুলদীপ যাদবের (৪০/২) ঘূর্ণির শো দেখল ক্রিকেট সমাজ। 'ব-কুল' শোয়ের পর এল দ্বিতীয় দফা। যখন ব্যাট হাতে ভারত অধিনায়ক রোহিত দেখালেন দুবাইয়ের বাইশ গজ মন্থর হতেই পারে। কিন্তু সেই মন্থর পিচে ব্যাটিং কত সহজ, অনায়াস ব্যাপার। শর্ট এক্সট্রা কভারে শুভমান গিলের (৩১) অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে গ্লেন ফিলিপস ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন কিউয়িদের। বিরাট কোহলি (১) রান পাননি। পরে স্টেপ আউট করতে গিয়ে হিটম্যান ফেরার পর ভারত রীতিমতো চাপে পড়েছিল। সেই চাপ কাটিয়ে অক্ষর প্যাটেল (২৯) ও শ্রেয়স আইয়াররা (৪৮) দলকে ভরসা দেওয়ার কাজ করেছিলেন। কিন্তু তারপরও একসময় দিল্লি বহুত দূর বলে মনে হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত রাহুল-জাড্ডুর জুটিতে এল স্বপ্নপূরণের রাত। স্বস্তি পেলেন কোচ গৌতম গম্ভীরও।

ড্যারিল মিচেল (৬৩) ও ফিলিপসের (৩৪) ব্যাটে ভর দিয়ে ভারতীয় স্পিন চতুর্ভুজ সামলে সামান্য স্বস্তি ফিরেছিল কিউয়ি শিবিরে। পরে মাইকেল ব্রেসওয়েল (অপরাজিত ৫৩) নিউজিল্যান্ডের রানটা ২৫১/৭-এ নিয়ে যান। কিন্তু তখন আর কে জানত, হিটম্যানের মনের অন্দরে কী চলছে। রান তাড়া করতে নেমে রোহিত শুরু থেকেই টপ গিয়ারে ব্যাটিংয়ের এমন আগ্রাসন দেখালেন, যার কোনও জবাব স্যান্টনারের দলের কাছে ছিল না। ওপেনিং জুটিতে শুভমানের সঙ্গে ১০৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ম্যাচের ভাগ্য প্রায় চূড়ান্ত করে দিয়েছিলেন হিটম্যান। কিন্তু তারপরও অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে অনেক ওঠাপড়া বাকি ছিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরু থেকে টিম ইন্ডিয়ার বিজয়রথ যতই এগিয়েছে, ভারত অধিনায়ক রোহিতের অবসর জল্পনাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। গত সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাঝে রোহিত, কোহলি ও কোচ গৌতম গম্ভীরের মাঠের বৈঠক হিটম্যানের শেষের কবিতার সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিল প্রবলভাবে। রোহিত আজ ব্যাট হাতে প্রমাণ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেটীয় বারুদ ঠাসা। যে বারুদে বিস্ফোরণ ঘটলে কী হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পেল নিউজিল্যান্ড। পঁচিশ বছর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত ক্রিস কেয়ার্নসের তাণ্ডবের সামনে মাথা নীচু করে মাঠ ছেড়েছিল। দুবাইয়ে আজ কেন উইলিয়ামসন (১১), রাচিন রবীন্দ্রদের (৩৭) কেয়ার্নস হয়ে ওঠার সুযোগই দেননি ভারতীয় স্পিন চতুর্ভুজ। বিশেষ করে বরুণ, কুলদীপরা। চায়নাম্যানের যে গুগলিতে বোল্ড হলেন রাচিন, তেমন ডেলিভারি নিশ্চিতভাবেই আগে খেলেননি কিউয়ি ব্যাটার।

বরুণও কিসি সে কম নেহি। বাইশ গজে জমে গিয়ে সতীর্থ মিচেলের সঙ্গে ৫৭ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ফেলার পর ফিলিপসকে যে গুগলিতে ফেরালেন বরুণ, প্রতিযোগিতার সেরা ডেলিভারি বললেও ভুল হবে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবিষ্কার বরুণকে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখতেই পারে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। পাশাপাশি নিউজিল্যান্ডকেও ভাবতে হবে সর্বোচ্চ মঞ্চে ফাইনালে পৌঁছানোর পরও ট্রফি জিততে না পারার রোগের দাওয়াইয়ের কথা। রোহিত টানা ১২ ম্যাচে টস হেরে নয়া রেকর্ড গড়ার পর ফিল্ডিংয়ের সময় শ্রেয়স-শুভমান-মহম্মদ সামিরা চারটি ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য যা মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

এরপর আটের পাতায়

যুগলবন্দি।। *উইনিং স্কোরের পর রবীন্দ্র জাদেজা ও কেএল রাহুল।*

জয়ের পাঁচ কারণ

১. রোহিত শর্মার আগ্রাসী ব্যাটিং ভারতের ওপর থেকে আস্কিং রেটের চাপ সরিয়ে দেয়

২. স্পিনারদের বিরুদ্ধে ঝুঁকি না নিয়েই লোকেশ রাহুলের স্কোরবোর্ড চালিয়ে নিয়ে যাওয়া

৩. শ্রেয়স আইয়ারের ক্যাচ মিস করে উইল ইয়ংয়ের ওভার বাউন্ডারি দেওয়া

৪. ২ ওভারের ব্যবধানে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের দুই বড় ভরসা রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসনকে তুলে নেন কুলদীপ যাদব

৫. ভারতের স্পিন চতুর্ভুজের ৩৮ ওভারে মাত্র চারটি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা দেওয়া

বন দখলের লড়াইয়ে হেরে মৃত্যু মাকনা হাতির। রবিবার।

দাঁতালের আঘাতে মৃত্যু মাকনার

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৯ মার্চ : ৬ ঘণ্টা টানা লড়াইয়ের পর অবশেষে দাঁতালের কাছে হার মানল মাকনা। সঙ্গিনীর জন্য বন দখলের লড়াইয়ে হার মেনে মৃত্যু হল মাকনা হাতির। ভোর ৪টা থেকে লড়াই বাধে একটি দাঁতাল ও একটি মাকনা- এই দুই মর্দা হাতির মধ্যে। অবশেষে রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ মৃত্যু হয় মাকনা হাতিটির। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'দুটি মর্দা হাতির মধ্যে বন দখলের লড়াইয়ে মাকনা হাতির মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর হাতিটির শেষকৃত্য করা হবে।' অন্যদিকে, এদিন সকালেই বামনপুকুড়ি রেঞ্জের লামাগুম্বা বনে একটি হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দেহটিতে পচন ধরায় মনে করা হচ্ছে ক'দিন আগেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। ডিএফওর বক্তব্য, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।'

তবে কী কারণে দুই হাতির লড়াই বাধল? বন বিভাগের বক্তব্য অনুযায়ী, বন দখলের জন্যই হয়তো হাতি দুটি একে অপরের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, ভোর ৪টা থেকে হাতি দুটির লড়াই বাধে। প্রথমে বাগডোগরা জঙ্গলের সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তির কাছে লড়াই শুরু হলেও, পরে লড়াই করতে করতে প্রায় ২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় হাতি দুটি। এরপর সিংহীঝোরা চা বাগানের পিছনে জঙ্গলের হুরুলিয়া ব্লকে চলে আসে। হুরুলিয়ায় বেশ কিছুটা বনভূমিজুড়ে একে-অপরের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। যে স্থানে লড়াই হয়ে সেখানকার গাছপালা ভেঙে যায়। হাতি দুটির আওয়াজে বনকর্মীরা সেখানে গেলেও কাছাকাছি যাবার সাহস পাননি।

দাঁতাল হাতিটির দাঁতের আঘাতে মাকনাটির দেহের বিভিন্ন জায়গা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পুরো জায়গা রক্তে ভরে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই মাকনাটির মৃত্যু হয়।

এরপর আটের পাতায়

মস্তির জের

- বাগডোগরা জঙ্গলে সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তির কাছে ভোর ৪টে নাগাদ লড়াই বাধে
- লড়াই করতে করতে মাকনা ও দাঁতাল হাতি প্রায় ২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়
- সিংহীঝোরা চা বাগানের পেছনে দুই হাতির লড়াই চরমে ওঠে
- সকালে বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছালেও কাছাকাছি যাওয়ার সাহস পাননি

সময়ের কথা

উত্তরের চিকিৎসায় বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি

ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত

সরকারি চিকিৎসায় চাহিদা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যবধান দীর্ঘদিনের আলোচনার বিষয়। তত্ত্ব ও তথ্যের গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণে মানুষ সচরাচর প্রভাবিত হন না। তাঁরা চান, হাসপাতালে গিয়ে কী পেলাম, রোগের উপশম হল কি না ইত্যাদি।

২০১১ সালে রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এ রাজ্যে অনেকগুলি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্ম। যা জনগণের মধ্যে প্রবল উচ্ছাশা তৈরি করে। কয়েক বছরের মধ্যেই অবশ্য মোহভঙ্গ হল। নেই আর নৈরাজ্যের এই হাসপাতালগুলির কয়েকটির পরিকাঠামো তো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমতুল্য। উত্তরবঙ্গের অবস্থা তো আরও খারাপ। এমনিতেই উত্তরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সংখ্যায় কম। বিশেষজ্ঞ পরিষেবা, অধিকাংশেই অমিল। তদুপরি, প্রতি লক্ষ মানুষ পিছু হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও প্রতি হাজার মানুষ পিছু চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যার নিরিখে দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গ অনেক পিছিয়ে। ফলে বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার প্রবণতা উত্তরবঙ্গে বেশি।

আর একটা উদাহরণ দিই, জলপাইগুড়ি- কোচবিহার তো দূরস্থান, এখানকার প্রাচীনতম কলেজ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আজও কোনও ক্যাথ ল্যাব নেই। হৃদরোগের সর্বজনগ্রাহ্য চিকিৎসা পদ্ধতির এই সামান্য সুযোগটুকুও উত্তরবঙ্গের কোনও সরকারি হাসপাতালে মিলবে না। অথচ শিলিগুড়িতে এক ডজনেরও বেশি বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে, ক্যাথ ল্যাবের সুবিধা পাওয়া যায়। কাজেই উচ্চ ও মধ্যবিত্তের গন্তব্যস্থল বেসরকারি হাসপাতালগুলি। যেখানকার মূলমন্ত্র, ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। ফলে গরিব মানুষও ঘটিবাটি বিক্রি

এরপর আটের পাতায়

সিরিয়ায় নিহত হাজারের বেশি

লাটাকিয়াতে সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের ঘনিষ্ঠ বাহিনীর সদস্যরা।

দামাস্কাস, ৯ মার্চ : আসাদ বাহিনীর প্রত্যাঘাত। পালাবদল সত্ত্বেও সিরিয়ায় আবার অশান্তি। ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ দেশে নেই বটে। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে সংঘাতকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। গত দু'দিনে সিরিয়ায় হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বাহিনীর নিশানায় সরকারি আধিকারিকরা। তবে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ার প্রাণ যাওয়ার প্রবাদ সত্য করে বৃহস্পতিবার থেকে ৭৪৫ জন সাধারণ নাগরিকের প্রাণ গিয়েছে সিরিয়ায়। এই তথ্য রবিবার সকালের। তারপর মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে। এছাড়া ১২৫ জন সরকারি ও নিরাপত্তা আধিকারিকের জীবন গিয়েছে এই হামলায়। ক্ষমতাসীন বাহিনীর পালটা আক্রমণে আসাদের ১৪৫ জন অনুগামীরও মৃত্যু হয়েছে।

তাহরির আল শাম এবং জইশ-আল-ইজ্জর নামে দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট দামাস্কাসের দখল নেওয়ার পর প্রাণভয়ে আসাদ রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠরা যে সহজে ছেড়ে দেবেন না, এই ঘটনায় তা স্পষ্ট। ফলে সিরিয়ায় শান্তি ফেরার আপাতত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আসাদ বাহিনীর এই তৎপরতাকে প্রতিশোধ হত্যা বলা হচ্ছে। সিরিয়ায় সদ্য ক্ষমতাসীন বিদ্রোহী জোটও ছেড়ে কথা বলছে না। ফলে গোটা দেশ তপ্ত।

হামলা আসাদ অনুগামীদের

আসাদ পরিবারের শক্তঘাঁটি বলে পরিচিত জাবলেহ শহরে বৃহস্পতিবার একজনকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের বাহিনী। সেই অভিযানে আসাদ অনুগতরা বাধা দিলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সংঘর্ষ ছড়ায় দেশজুড়ে। জাবলেহতে সরকারি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সরকারপক্ষ বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করলেও সরকারি আধিকারিকদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চলছে।

এরপর আটের পাতায়

কেউ রং ছড়ালেন, কেউ চোখের জলে ভাসলেন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : হাতে আবিরের প্যাকেট ধরা ছিল সুমিতা রায়ের। সারা মুখ হলুদ, গোলাপিতে মাখামাখি। ছেলের সঙ্গে আনন্দে নাচছিলেন তিনি। আশপাশ দিয়ে যাঁরাই যাচ্ছিলেন, আনন্দের ভাগ দিতে তাঁদের গালে আবির লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। তবু সুমিতার মুখে উজ্জ্বল হাসি। বললেন, 'আজ আমরা সবাই খুশি। ভারত জিতে গিয়েছে।'

সুমিতারা যখন হাসমি চকে আনন্দস্রোতে ভাসছিলেন, তখন রাতের আকাশে রং ছড়াচ্ছিল একের পর এক আতশবাজি। আবির ও আতশবাজির গন্ধের মধ্যেই কিছুটা দূরে শোনা গেল ডাক আর তাসার আওয়াজও। হোলির সঙ্গে অকাল দীপাবলি শহরের রাতে যোগ করল নতুন মাত্রা। রবীন্দ্র জাদেজার মারা শট বাউন্ডারি লাইনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই এক নিমেষে বদলে গেল ভেনাস মোড়ের পরিবেশ। শুধু ভেনাস মোড় বললে অবশ্য ভুলই হবে। গোটা শহরই গর্জে উঠল 'ইন্ডিয়া', 'ইন্ডিয়া' ধ্বনিতে। সেই গর্জন ও উন্মাদনা কোথাও কোথাও মাত্রা ছাড়ায়। তাতে দুজনের হাতাহাতিতে একজন জখম হন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। রাত আরও বাড়লে কিছু তরুণকে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে।

এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে কেন্দ্র করে দিন যত এগিয়েছে, বিরাট-রোহিতদের নিয়ে বেড়েছে প্রত্যাশা। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর সেই প্রত্যাশা চূড়ান্ত পর্যায় থাকলেও মনে মনে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল কিউয়িরা। এদিন সকালে তাই জার্সি কেনার সময় বারে বারেই ২০২৩ ফাইনালের কথা মনে পড়ছিল বিকাশ সরকারের। বলছিলেন, 'ওই বিশ্বকাপের মতো এবারেও আমরা আনডিফিটেড। ভবগানের কাছে প্রার্থনা এবারে যেন, মন না ভাঙে।' বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট শুনসান হতে শুরু করে। পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি থেকে ভেসে আসতে শুরু করে ধারাভাষ্যকারের আওয়াজ। ইন্ডোর স্টেডিয়াম রাস্তা থেকে শুরু করে বাঘা যতীন কলোনি, হায়দরপাড়া সহ শহরের বিভিন্ন জায়গাতে লাগানো প্রোজেক্টরের সামনে বাড়তে থাকে ভিড়।

বাঘা যতীন পার্কেও এলআইডি স্ক্রিনে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। বাঘা যতীন কলোনিতে প্রোজেক্টরের সামনে খেলা দেখার সময় অবশ্য প্রথমদিকে কিছুটা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন অশোক দাস। রাচিন রবীন্দ্রর একের পর এক শট দেখে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'ওঁকে যে করে হোক আউট করতেই হবে।' অশোকের চিন্তা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি। রবীন্দ্র আউট হওয়ার সঙ্গেই তিনি বাজনার সঙ্গে নেচে উঠেছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালকে কেন্দ্র করে অবশ্য আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না শহর শিলিগুড়িতে।

পাবগুলিতেও চলছিল খেলা দেখানোর পাশাপাশি ড্রিংকসের ওপর নানা ধরনের অফার। প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর সেবক রোডের একটি পাবে চলে গিয়েছিলেন আদিত্য সরকার। ইন্ডিয়া জার্সিতে হাত দিয়ে তিনি বলছিলেন, 'আমরা এই ম্যাচ জিতবই।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের আনন্দটা অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম থেকেই। শুভমান গিল ও রোহিত শর্মার একের পর এক শট, আনন্দে চিৎকারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনুজ দাস, শুভম দাসদের কাছে। ভিড়ের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কিছুটা নিভৃতেই মোবাইলে খেলা দেখছিলেন তাঁরা।

এরপর আটের পাতায়

হিলকার্ট রোডে আনন্দের স্রোত। রবিবার রাতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

শ্রাদ্ধবাড়িতে এসে দুর্ঘটনা

টোটোর চাকায় পিষ্ট চার বছরের শিশু

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৯ মার্চ : আত্মীয়র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এসে টোটোর চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে তপন থানার চকসাথিহার এলাকায়। এদিকে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এছাড়াও ঘাতক টোটোটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মৃত শিশুর নাম অনুপ কিসকু। তপন থানার আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের পানলাহারে তার বাড়ি। এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দিদার সঙ্গে চকসাথিহার গ্রামে গিয়েছিল। রবিবার তার পরিবারের অন্য সদস্যদের আসার কথা ছিল। রবিবার সকালে এলাকারই এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তা পারাপার হচ্ছিল অনুপ। সেইসময় বালুরঘাটগামী একটি টোটো ধাক্কা মারে অনুপকে। সঙ্গে থাকা বন্ধু অল্পের জন্য রক্ষা পায়। ঘটনায় যাত্রীভর্তি টোটোর চাকায় পিষ্ট হয় অনুপ। মাথায় আঘাত লাগে। বিষয়টি নজরে আসতে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।

এদিকে ঘটনায় এদিন বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ভিড় করতে শুরু করেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ টোটোচালক জুয়েল সরকারকে আটক করেছে। তার বাড়ি তপনের দাঁড়ালে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় মুর্মু বলেন,'টোটোটি খুব দ্রুতগতিতে ছিল। আর যাত্রীভর্তি ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এনিয়ে আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

> কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা বুঝতে পারছি না। ঘটনার পর শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয়রা তাকে বাইকে করে নিয়ে যান।
>
> **জুয়েল সরকার**
> *অভিযুক্ত টোটোচালক*

এবিষয়ে অভিযুক্ত টোটোচালক জুয়েল সরকার জানান,' কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা বুঝতে পারছি না। ঘটনার পর শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয়রা তাকে বাইকে করে নিয়ে যান। পরে তাদের বাড়ির লোকেদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

এবিষয়ে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'টোটোচালককে আটক করা হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ধৃত রোহিঙ্গা দম্পতি।

কুচলিবাড়িতে ধরা পড়ল দুই রোহিঙ্গা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৯ মার্চ : ভারত হয়ে নেপালে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এক রোহিঙ্গা দম্পতি। সেইমতো বাংলাদেশি পাচারকারীদের ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিল তারা। তবে শেষরক্ষা হল না। খোলা সীমানা দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করলেও শেষপর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির খোলা সীমান্ত দিয়ে ওই রোহিঙ্গা দম্পতি ভারতে ঢুকে পড়েছিল। অবৈধভাবে ভারতে আসা এই দুই অনুপ্রবেশকারীকে রবিবার সকালে ধাপড়া বাজার থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম মোহাম্মদ রেজওয়ান (২৪) ও ফরমিনা আখতার (২৭)।

কুচলিবাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে সীমান্ত টপকে তারা ভারতে এসেছিল। এদিন তারা ধাপড়া বাজার এলাকায় শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য বাস ধরার অপেক্ষা করছিল। তখনই তাদের কথাবার্তায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তারপর কুচলিবাড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাদের শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। বাংলাদেশের কক্সবাজার রোহিঙ্গা শিবিরে তারা বসবাস করত। সম্পর্কে দুজনেই নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে দাবি করেছে।

কীভাবে এবং কী কারণে তারা ভারতে এসেছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায়। এনিয়ে মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি বলেন, 'ধৃতদের সোমবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তারা কেন ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তাদের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ক্যানাল সংস্কার

জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ : আগামী বর্ষার আগে একাধিক ক্যানাল সংস্কারের উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর। মালদা সেচ বিভাগের অধীনে ১টি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর সেচ বিভাগের অধীনে ৪টি ক্যানাল সংস্কার করা হবে। সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, মালদার ক্যানালে ৩ কিমি সংস্কার করতে ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের ৪টি ক্যানাল মিলিয়ে মোট ৬.২০ কিমি সংস্কারে বরাদ্দের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা।

মক টেস্টে প্রস্তুত চা নিলামকেন্দ্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ : জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে সোমবার থেকে অনলাইনে চা নিলাম প্রক্রিয়া বা ই-অকশনের মক টেস্ট শুরু করা হবে। তার আগেই নিলামকেন্দ্রের বৈদ্যুতিন নিলাম প্রক্রিয়ার যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করে ফেলল নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটি।

আগামী ৩১ তারিখ থেকে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, ওয়াঘ বাখরির মতো বড় বড় কোম্পানিগুলি চা নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। এছাড়া কলকাতা ও শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির একাধিক চা ক্রেতা, বিক্রেতা থেকে বড় ব্রোকাররা জলপাইগুড়ি নিলামকেন্দ্রের সদস্য হয়েছে। দীর্ঘ এক দশক পর পুনরায় ওই নিলামকেন্দ্র চালু হতে চলায় সকলেই আশার আলো দেখছেন বলে চা নিলাম কমিটি মনে করছে।

২০০৮ সালে চালু হওয়া ওই জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র চায়ের জোগানের অভাবে ২০১৫ সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তা ফের চালু হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, যে সমস্ত চা ক্রেতা বা বিক্রেতাদের কাছে টি বোর্ডের লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স ও জিএসটি নম্বর আছে তাঁরাই নিলাম কমিটির সদস্য হতে পারবেন। স্পিড পোস্টে এখনও পর্যন্ত ৩৬ জন ক্রেতা ও বিক্রেতা কেন্দ্রের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। আগামী ৩১ মার্চের আগে সদস্যপদের আবেদন আরও বাড়বে বলেই আশা করছে কমিটি। তবে এখানকার নিলামে অধিকাংশই বটলিফ ফ্যাক্টরি অংশ নিতে চাইছে।

এবিষয়ে নিলাম কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সীগুপ্ত জানান, সোমবার থেকে অনলাইনে মক চা নিলাম শুরু হবে। রবিবার সেই সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ শেষ করা হয়েছে। অনলাইনে ই-অকশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত মক নিলাম চলবে। চা নিলাম কমিটির সম্পাদক প্রতাপ রাউত বলেন, 'মক টেস্টে কতজন অংশ নিল সেটাই দেখার। এছাড়া কারা নিলামে আগ্রহী, কোথা থেকে চা নিলাম করতে আগ্রহী সেটাও দেখার মতো বিষয়।' মক নিলাম প্রক্রিয়া থেকেই ক্রেতা, বিক্রেতা বা ব্রোকাররা নিলামকেন্দ্রে থাকার পাশাপাশি অনলাইনেও থাকবেন।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডঃ জয়ন্ত রায় এব্যাপারে বলেন, 'ওই চা নিলামকেন্দ্র চালু করা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অনেক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। পুরো বিষয়টি আমাদের সকলের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এখন যেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জলপাইগুড়ির চা নিলামকেন্দ্রটি যে পুনর্জন্ম পেতে চলেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের অফিস। এখানেই হবে অকশনের মক টেস্ট।

ই-অকশন

- ২০০৮ সালে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল।
- চায়ের জোগান কম থাকায় ২০১৫-তে বন্ধ হয়ে যায়।
- কেন্দ্রটি ফের খোলায় চা ক্রেতা, বিক্রেতা থেকে ব্রোকার সকলেই আশাবাদী।
- সোমবার থেকে চায়ের ই-অকশনের মক টেস্ট হবে।
- আগামী ৩১ মার্চ থেকে নিলাম প্রক্রিয়া শুরু।

বসন্ত বন্দনায়... দোল উৎসবের আগে আবিরে রাঙল জলপাইগুড়ি শহর। জলপাইগুড়ি জেলা ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রবিবার শহরের বাঘা যতীন পার্কে বসন্ত উৎসবে মাতল খুদেরাও। ছবি : মানসী দেব সরকার

রাজ্যপাল আসছেন, জানেন না ডিএম-এসপি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ মার্চ : আগামী ১১ মার্চ মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের টোটোপাড়ায় আসছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনও রাজ্যপাল টোটোপাড়ায় আসছেন। সেখানে এসএসবির ক্যাম্পে একটি অনুষ্ঠানে যাবেন তিনি। এসএসবির ৫৩ নম্বর শিমলাবাড়ি ফালাকাটার কমান্ডান্ট ধর্মেন্দ্র কুমার জানান, ওইদিন হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে প্লেন থেকে নেমে সড়কপথে মাদারিহাট হয়ে টোটোপাড়া যাওয়ার কথা রাজ্যপালের। তিনি সেখানে 'আমার গ্রাম' প্রকল্প পরিদর্শন করবেন বলেও প্রশাসন সূত্রে খবর।

এদিকে রাজ্যপাল যে আসছেন, সেকথা আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা এবং পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানেন না বলে জানান রবিবার। জেলা শাসক বলেন, 'আমাদের এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। সেখানে কী অনুষ্ঠান আছে, আমরা জানি না।' একই কথা বলেন পুলিশ সুপারও। 'আমার গ্রাম' প্রকল্পটি রাজ্য সরকারেরই। তবে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যা সম্পর্ক, তাতে এই প্রকল্পের পরিদর্শনে রাজ্যপালের আসার খবর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের না জানার বিষয়ে খুব একটা বিস্মিত নয় বিভিন্ন মহল।

টোটোপাড়া অবশ্য রাজ্যপালকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। টোটোদের কাইজি (প্রধান পুরোহিত) ইন্দ্রজিৎ টোটো বলেন, 'আমরা রাজ্যপালকে স্বাগত জানাব। তবে তিনি কেন আসছেন, আমরা জানি না।' টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটোর মন্তব্য, '১৯৭৮ সালে অ্যান্টনি ল্যান্সলট ডায়াস নামের একজন রাজ্যপাল এসেছিলেন। এবারও আমরা সুযোগ পেলে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করব। আমাদের সমস্যার ব্যাপারে দাবিপত্র তুলে দেব।'

কিডনি চাই

একটি কিডনি চাই। রক্তের গ্রুপ - B+ (Male)। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দিতে চান তবে যোগাযোগ করুন। M - 7407684638, 7477805707. (B/S)

বিক্রয়

ভক্তিনগর N.J.P পাইপলাইনের পাশে 1½ কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। 7679833688. (C/115610)

কলাবাগান বৃন্দাবন সাহার চৌপথিতে অতিসত্বর 570 Sqft স্টল বিক্রয় হইবে। Ph - 9907555891. (C/114651)

সভা/সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন ১১ই মার্চ ২৫, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০.৩০ মিনিটে এই উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (C/115611)

অ্যাফিডেভিট

আমার স্কুল সার্টিফিকেট নং - 11, মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, কোচবিহার, আধার কার্ড নং 5294 3791 1870 এবং ভোটার কার্ড নং LZL 2394674 নাম ভুল থাকায় গত 06-03-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sisir Dutta এবং Sisir Datta এবং Shishir Dutta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বাইশগুড়ি, নিউ কোচবিহার, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114650)

অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত বাংলাদেশি তরুণ

রায়গঞ্জ, ৯ মার্চ : সীমান্তের কাঁটাতার টপকে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে শনিবার গভীর রাতে বাংলাদেশি এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ তারেক (২৪)। বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার হাবুপাড়া গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ফরেন অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে কাঁটাতার সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করে মহম্মদ তারেক। শনিবার গভীর রাতে করণদিঘি ও ভাটোল সংলগ্ন নোনা নদীর আশপাশে তারেককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ভাটোল ফাঁড়ির নাইট পেট্রলিং ভ্যান। তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জেরায় পুলিশকে সে জানায়, সীমান্তের কাঁটাতার টপকে সে ভারতে প্রবেশ করেছে। তার কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নেই। বাংলাদেশি ও ভারতীয় দালালের মাধ্যমে ১২০০০ টাকার বিনিময়ে সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল, দিল্লি বা হরিয়ানাতে গিয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করা।

জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'বাংলাদেশি এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

কাজের সন্ধানে

- করণদিঘি ও ভাটোল এলাকায় ধৃতকে দেখা যায়
- ধৃত ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দেখাতে পারেননি
- দালালকে ১২০০০ টাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশে সুযোগ
- এদেশে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করার উদ্দেশ্যে পাড়ি

আজ টিভিতে

পরশুরাম রাত ৮.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা: সকাল ৭.০০ সাথী আমার, ১০.০০ নাগপঞ্চমী, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.৩০ বিধিলিপি, রাত ১০.৩০ দাদার আদেশ, ১.০০ গেট টুগেদার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৭.৩৫ মজনু, রাত ১০.১৫ অন্ধবিচার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভগিনী নিবেদিতা

তুই আমার হিরো সন্ধে ৬.০০

চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০

সিরিয়াল দুটি জি বাংলায়

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ছোট বউ

জি সিনেমা : দুপুর ২.২৫ ২.০, বিকেল ৫.২৬ খুঁখার, রাত ৮.০০ ভজে বায়ু বেগম, ১০.৩৯ মায়োঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩৬ খিচড়ি-টু, দুপুর ১.০৮ করণ অর্জুন, বিকেল ৪.৪৭ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ ওম ভীম বুশ, রাত ১০.২৩ দবং-থ্রি

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫৪ দ্য রিয়েল টাইগার, বিকেল ৪.৪৪ শক্তিমান, সন্ধে ৭.৩০ জিগর, রাত ১০.২৮ মজাল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.১৮ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৪.২০ কহানি-টু, সন্ধে ৬.৩১ বধাই হো, রাত ৯.০০ ক্রু, ১১.১৩ জওয়ানি জানেমন

বন্ধন দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

দবং থ্রি
রাত ১০.২৩ অ্যান্ড পিকচার্স

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.০৮ নো টাইম টু ডাই, বিকেল ৩.৩৭ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ

সাবোতাজ রাত ৯.০০ **এমএনএক্স**

হোলির আগে বাড়তি নিরাপত্তা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ মার্চ : হোলির আগে এবং উৎসবের কয়েকদিন মদ ও নানা নেশাসামগ্রী রেলপথে পাচার হয়ে থাকে। তাই স্টেশনে স্টেশনে কড়া নিরাপত্তার দিকে নজর দিচ্ছে আরপিএফ। স্নিফার ডগ ও হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সকল যাত্রীর ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে আরপিএফের তরফে। এদিকে, চাহিদা থাকায় হোলি স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। তবে বিভিন্ন ছোট-বড় স্টেশনে নিরাপত্তার দিকটাই গুরুত্ব দিচ্ছে আরপিএফ।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন আরপিএফ ইনস্পেকটর দিলীপ তিওয়ারি বলেন, 'হোলির জন্য বিভিন্ন রুটে বিশেষ ট্রেন চলছে। একইসঙ্গে এই উৎসবে মদ ও মাদকের পাচারের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। তাই বিভিন্ন স্টেশনে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম চত্বর এমনকি ট্রেনের কামরায় পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি শুরু হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যও একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

বিশেষ করে বিহারের মদ নিষিদ্ধ হতেই অসম, মেঘালয়, অরুণাচলে মদের চাহিদা বেড়েছে। অসম হয়ে সেই মদ, গাঁজা রেলপথে পাচার হয়ে থাকে। অসমগামী বড় অংশের ট্রেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের উপর দিয়ে যাত্রা করে বিহারে পৌঁছায়। ফলে একশ্রেণির পাচারকারী উৎসবের মরশুমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যাত্রী সেজে হোক কিংবা স্কুল, কলেজ পড়ুয়ার মতো পিঠ ব্যাগে সেসব পাচার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় প্যান্ট্রি কার ও শৌচালয়ের অস্থায়ী সিলিংয়ে সেগুলি পাচার হতে দেখা গিয়েছে। অসম ও বিহারের মধ্যে সরাসরি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন যাত্রা করে। আর সেই ট্রেনেই মদ পাচার হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সময় আরপিএফ এবং জিআরপি অবৈধ মদ পাচারের অভিযোগে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। তবে উৎসবের মরশুমে তার বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। এছাড়াও অসম-মেঘালয়ের মদ সহজলভ্য হওয়ায় লাভের অঙ্ক অনেক বেশি। তাই এই রুটে পাচারকারীরা সক্রিয় হয়। বিহারে নিত্যনতুন কৌশলে পাচার চলে। তাই এবার হোলির অনেক আগে থেকেই পথে নেমেছে আরপিএফ।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন, আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ কোচবিহার স্টেশন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে তল্লাশি চলছে আরপিএফের। এখনও পর্যন্ত তেমন মাদকের খোঁজ মেলেনি বলেই জানা গিয়েছে। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনা টিকিটে প্ল্যাটফর্মে যাত্রা করা, অ্যালার্ম চেন টানার অভিযোগে প্রায় ৬৫ জনের বেশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। এতে গত কয়েকদিনে প্রায় ৫৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ নিয়ে অবশ্য ক্ষোভও দেখা দিয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপক দত্ত বলেন, 'আরপিএফ বিনা কারণে প্ল্যাটফর্মে উঠলে মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করছে। এতে রেল পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আরপিএফের অতিসক্রিয়তার ফলে স্টেশন এলাকায় ব্যবসা মার খাচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা রেল কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানাব।'

স্টেশনে তল্লাশি

- হোলির জন্য বিভিন্ন রুটে বিশেষ ট্রেন চলছে
- উৎসবের সময় মদ ও মাদকের পাচার রুখতে উদ্যোগ
- হোলির অনেক আগে থেকেই পথে নেমেছে আরপিএফ
- আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ কোচবিহার প্রভৃতি স্টেশনে বাড়তি তল্লাশি

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার জন্যে দুশ্চিন্তা কাটবে। **বৃষ :** রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বন্ধুকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। **মিথুন :** পেটের অসুখে সমস্যায়। পুরোনো কোনও বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। **কর্কট :** নতুন কোনও চাকরিতে যোগদানের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় বাড়বে। **সিংহ :** অন্যায়ের বিরোধিতা করে সমস্যায়। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অনুশোচনা। **কন্যা :** বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। **তুলা :** অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বেশি কথা বলে বিপদে। **বৃশ্চিক :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতপার্থক্য। **ধনু :** গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। **মকর :** দূরের কোনও বন্ধু উপহার পাঠাতে পারেন। আজ বেফাঁস কোনও কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। **কুম্ভ :** অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবেন। **মীন :** সর্দিকাশিতে ভুগতে হবে। মায়ের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৯ ফাল্গুন, ১০ মার্চ, ২০২৫, ২৫ ফাগুন, সংবৎ ১১ ফাল্গুন সুদি, ৯ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৬, অঃ ৫।৪০। সোমবার, একাদশী দিবা ৯।৫০। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ২।৩১। শোভনযোগ অপরাহ্ন ৪।১। বিষ্টিকরণ দিবা ৯।৫০ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।৪১ গতে বালবকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ২।৩১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।৫০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ৯।৫০ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।২৪ গতে ৮।৫২ মধ্যে ও ২।৪৪ গতে ৪।১২ মধ্যে। শুভকর্ম-নামকরণ নিষ্ক্রমণ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৮।৫২ গতে ৯।৫০ মধ্যে সাধভক্ষণ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৯।৫০ গতে ২।৪৪ মধ্যে নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (আমলকী)। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে অদ্য একাদশীর উপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। দিবা ৯।৫০ মধ্যে গোস্বামীমতে আমর্দ্দকীব্রত ও শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চন। দিবা ৯।৫০ মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীদামোদর দেবের আবির্ভাব তিথি ও পুজো। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ১০।২৬ গতে ১২।৫৩ মধ্যে ও রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ২।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২০ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দোলের আনন্দ। *রবিবার কলকাতা ময়দানে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি কাজে পিছিয়ে

আবাসে দেরি, শোকজ ডিএম-দের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মার্চ : গত বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে মিটিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ৭ মার্চ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, ওই উপভোক্তাদের ৭,৫৬,২৯৬ জন উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজই শুরু করেননি। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ছিল, প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকায় উপভোক্তারা বাড়ির ঢালাইয়ের আগে পর্যন্ত তৈরি করে ফেলবেন।

মে মাসে দ্বিতীয় কিস্তির যে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে, তাতে ঢালাই ও বাড়ির প্লাস্টার, রঙের কাজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু মার্চ মাস পর্যন্ত ওই উপভোক্তারা টাকা খরচ না করায় চিন্তায় পঞ্চায়েত দপ্তর। বাড়ির ঢালাই পর্যন্ত তৈরি না হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া যাবে না। কী কারণে উপভোক্তারা কাজ শুরু করেননি, তা জানতে জেলা শাসকদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিল পঞ্চায়েত দপ্তর। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে এই নিয়ে জেলা শাসকদের পঞ্চায়েত দপ্তরে রিপোর্ট করতে হবে।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'গৃহহীনদের বাড়ি তৈরির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই টাকা দিয়েছে। উপভোক্তারা বাড়ি তৈরি করছেন কি না, তা দেখার দায়িত্ব ব্লক ও পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের। বাড়ি তৈরিতে কোনও সমস্যা হলে সরকারি অফিসার ও জনপ্রতিনিধিরা তা সমাধান করবেন। কিন্তু টাকা নিয়ে ফেলে রাখা যাবে না। যাঁরা বাড়ি তৈরি করেননি, কেন করেননি তা জেলা শাসকদের তদন্ত করে জানাতে হবে।'

বাড়ি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। একইভাবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দুই দিনাজপুর জেলায় মাত্র ৩৭ শতাংশ বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। তুলনামূলক এগিয়ে আছে কোচবিহার জেলা। সেখানে ৭০ শতাংশ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মালদা জেলাতেও ৫৬ শতাংশ বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। টাকা পেয়েও বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে অনীহার কারণ জানতে জেলা শাসকদের নীচু স্তরে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে। এখনও কয়েকটি জেলায় সিন্ডিকেটরাজ চলার কারণে উপভোক্তারা বাড়ি তৈরি করতে পারছেন না বলে নবান্নের কাছে রিপোর্ট এসেছে। তাই ফের তৎপর হয়েছে নবান্ন।

বাংলার বাড়ি

- বাড়ি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা
- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দুই দিনাজপুর জেলায় মাত্র ৩৭ শতাংশ বাড়ির কাজ শুরু হয়েছে
- তুলনামূলক এগিয়ে আছে কোচবিহার জেলা

ঐক্যের চেষ্টা সুকান্তদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মার্চ : দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে এক হয়ে চলার কথা দিয়েও নিরাশ হয়ে বসে আছেন বঙ্গ বিজেপির শীর্ষনেতারা। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই সহমত ও আলোচনার ভিত্তিতে রবিবার পর্যন্ত এরাজ্যে দলের সভাপতির নাম ঘোষণা না হওয়ায় তাঁদের হতাশা বাড়ছে। দলের জেলা সভাপতিদের নামও ঘোষণা হয়নি।

রাজ্যে দলের একাধিক শীর্ষনেতার প্রশ্ন, এখনও সাংগঠনিক নির্বাচন পর্বই সারা হল না, তাহলে আগামী বছর রাজ্য বিধানসভার ভোটে দল লড়াইয়ের ময়দানে কবে নামবে? গেরুয়া শিবিরের খবর, রাজ্য সভাপতি বাছাইয়ের আগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই রাজ্য নেতাদের ঐক্যের বার্তাই সবচেয়ে জরুরি মনে করেছেন। রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণায় দেরি হওয়ার পিছনে এটাই মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপি কার্যত তিন শিবিরে বিভক্ত। রাজ্যে দলের তিন শীর্ষনেতা সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী পরোক্ষে ওই তিন শিবিরের নেতৃত্বে বলেই খবর। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বরাবরই চেয়ে এসেছেন বঙ্গ বিজেপির এই শীর্ষনেতারা এক হয়ে চলুন। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে রাজ্যে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করুন। যদিও এখনও পর্যন্ত বাস্তবে ওই ছবিটা স্পষ্ট হয়নি।

জানা গিয়েছে, দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের এই মনোভাব বুঝেই রাজ্য বিজেপির শীর্ষনেতারা তাঁদের কাছে এক হয়ে চলার বার্তা পাঠিয়েছেন। এটা স্পষ্ট হয়েছে রাজ্যে অতিসম্প্রতি আরএসএসের সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষনেতাদের এক আলোচনায়। সেখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরাও হাজির ছিলেন। সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী সহ দলের আরও কয়েকজন শীর্ষনেতা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সকলের সাক্ষাতেই বঙ্গ বিজেপির ওই তিন শীর্ষনেতা রাজ্যে এক হয়ে চলার ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। সামনে রাজ্যে বিধানসভার ভোট। বৈঠকে শুভেন্দু দিলীপকে বলেন, দ্রুত সাংগঠনিক নির্বাচন পর্ব সেরে আমাদের এক হয়ে মাঠে নামতে হবে।

সভাপতি ঘোষণা এখন মাথাব্যথা

একইভাবে দিলীপ, সুকান্ত এবং অন্যেরা এক হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সহমত পোষণ করেন। তবে এখনই যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন সেরে ফেলা দরকার, সেটাও তাঁরা বলেন। দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের সামনে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিয়ে পরোক্ষে তাঁরা বুঝিয়ে দেন, এখন তাঁরা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে কী চাইছেন।

অভিষেকের সঙ্গে রফার খোঁজে বক্সী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মার্চ : সাংগঠনিক রদবদল নিয়েই শাসকদল তৃণমূলের নেতৃত্বের অন্দরে জট এখনও অব্যাহত। এই নিয়েই নতুন ফর্মুলার খোঁজে নেতৃত্বের লাগাতার প্রয়াস শুরু হয়েছে বলে রবিবার দলীয় সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের মধ্যেই এই বাড়তি বোঝা নিতে হয়েছে তাঁদের। দলনেত্রীর জরুরি নির্দেশে আবার তাঁর আস্থাভাজন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের মতবিনিময় শুরু হয়েছে।

অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, নেত্রীর কথামতো অভিষেক ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে ১৬ মার্চ দলকে নিয়ে বসবেন। তবে সেই সঙ্গে দলকেও সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় হতে হবে।

জানা গিয়েছে, ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে দলের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে আবার দলে কথা হবে। নেত্রীর এই অভিমতের পরই অভিষেকের সঙ্গে এই ব্যাপারে নতুন এক ফর্মুলার খোঁজ শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। নেত্রীর নির্দেশে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে অভিষেকের আবার একান্তে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নয়া ফর্মুলার কোনও হদিস না মিললেও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তৃণমূলের এক প্রবীণ শীর্ষনেতা রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, দলনেত্রী চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব দলের মধ্যে এই জটিলতা ও ধোঁয়াশা কাটুক। তাঁর কাছে, অভিষেকের ভূমিকা দলে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভোটের আগের বছরে দলের কাছে ঝুঁকিপূর্ণই হয়ে উঠবে। ভোটে দলের প্রচারে কেন্দ্র ও বিজেপি বিরোধী ইস্যুকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে অভিষেককে দলের দরকার। এর আগে এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে অভিষেক সাফল্য পেয়েছেন এটা দলনেত্রীও বোঝেন ও মানেন। তাই ভিতরে ভিতরে একটা সমঝোতা হবেই। নেত্রী ও নেতা দুজনেরই তাই বিশ্বাস।

কল্যাণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী রাজীব

কলকাতা, ৯ মার্চ : 'দাদা ভুল হয়ে গিয়েছে, ক্ষমা করে দাও।' রবিবার ছুটির সকালে হুগলির শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হঠাৎই হাজির ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতেই রাগ জল। ভাইয়ের মতো রাজীবকে বুকে টেনে নেন বর্ষীয়ান সাংসদ।

যাদবপুরে বাম উচ্ছেদের ডাক পদ্মের

কলকাতা, ৯ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বামেদের হিন্দু ভোট কাটা রুখতে যাদবপুরের মতো বামেদের লালদুর্গেও মন্দির ভাঙার মতো মেরুকরণের রাজনীতি চায় বিজেপি। রবিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য বাম ও অতি বামদের দুষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ধিক্কার মিছিল করেছে বিজেপি। সেই মিছিলেই যাদবপুর থেকে বাম ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উচ্ছেদ দাবি করে উচ্চমাধ্যমিকের পর এই ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সিপিএম ও বামেদের ভোটকাটুয়া বলে কটাক্ষ করে বিজেপি বলে, ভোট এলেই নো ভোট টু বিজেপি বলে তাদের হিন্দু ভোট কাটে সিপিএম আর অতি বামেরা। বিজেপি বিরোধিতার নামে তৃণমূলকে সুবিধা করে দিতে তাই কখনও টেবিলের তলায় বাম-তৃণমূল বোঝাপড়া, কখনও ফিশ ফ্রাই পলিটিক্স বামেদের অস্ত্র। যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়াতেও সেই বাম-তৃণমূল বোঝাপড়ার দাবি বিজেপির। যাদবপুর কাণ্ডে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু আক্রান্ত হওয়ার পরেও পুলিশ না পাঠানো, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, যাদবপুরের ভিতরে বামেদের পিঠ চুলকে দেয় তৃণমূল, বাইরে তৃণমূলকে পিঠ চুলকে দেয় বামেরা। এই আবহে এদিন ধিক্কার মিছিল করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, ১৬ মার্চ নাগরিক কনভেনশন করে যাদবপুর লোকসভা নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হবে। উচ্চমাধ্যমিকের পর সেই আন্দোলনকে রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বিজেপির দাবি, ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট অতিরিক্ত পেলেই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পারে বিজেপি। সে কারণে, যাদবপুর ইস্যুতে বামেদের প্রাসঙ্গিক করে বিজেপির ওই হিন্দু ভোট বামেদের ঝুলিতে রাখতে চান মমতা। মমতার সেই চাল ভেস্তে দিতেই বামদের হিন্দু ভোট কাটা রুখতে যাদবপুরের মতো বামেদের লালদুর্গেও মন্দির বার্তা দিতে চায় বিজেপি। এদিন শুভেন্দুর ঘোষণা, বারুইপুরে যে মন্দির ভাঙা হয়েছে সেখানে গিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে তাকে পবিত্র করে নতুনভাবে ওই মন্দিরকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
56 A, B.T. Road, Kolkata-700050

Admission Notice: FC/PG/PHD-01/25 **Date: 10/03/2025**

On basis of the decision taken by the Admission Board of the Faculty of Arts, the University invites online applications for admission to the Ph.D. academic programme in deferent subjects under the Faculties of Arts in the academic session 2023-2024 in compliance with the pertinent UGC Regulation 2022 and subsequent university regulation in this regard.

Application Forms can be filled up **Online** on the University Admission/Students portal **https://online.rbu.net.in** from **11/03/2025** to **28/03/2025**.

For further details, please visit the University website. **(www.rbu.ac.in)** and Admission/Students portal **https://online.rbu.net.in**.

Secretary, Faculty Councils

*Terms and conditions apply. #Cashback Offer is available on purchase of any Honda two wheeler model includes 5% cashback upto maximum of ₹5000 on EMI transactions using HDFC bank credit card and IDFC FIRST bank credit card through Pine Labs machines only. #The scheme is available in selected outlets only. #Cashback offer is valid until 31st March 2025. **The finance scheme is at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. **The offers may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. **This scheme is offered by Authorised Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of Activa 110cc and Activa 125cc from Authorised Main Dealers and Associate Dealers. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

টুকরো খবর

৫০ মোষ সহ গ্রেপ্তার এক

নকশালবাড়ি, ৯ মার্চ : স্কুলডাঙ্গি সংলগ্ন টোল প্লাজায় নাকা চেকিংয়ের সময় রবিবার ভোরে একটি কনটেনার আটক করে পুলিশ। সেখানে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ৫০টি মোষ। গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি না থাকায় গ্রেপ্তার করা হয় কনটেনারচালককে। কনটেনারটি বাজেয়াপ্ত করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতের নাম আফতাব খান, সে বিহারের বাসিন্দা। বিহার থেকে অসমে মোষগুলি পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি ঘোষপুকুরে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

নিকাশিনালা নির্মাণ শুরু

খড়িবাড়ি, ৯ মার্চ : মান্যতা পেল দীর্ঘদিনের দাবি। খড়িবাড়ি প্রেতাজোতে শুরু হল নিকাশিনালা নির্মাণ। রবিবার কাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। খড়িবাড়ি উর্দু প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় জল জমত বর্ষাকালে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৫৪ টাকা ব্যয়ে ৫৪ মিটার লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া নিকাশিনালা তৈরি হচ্ছে। নিকাশিনালার ওপরে কংক্রিটের স্ল্যাবের ঢাকনা থাকবে, জানিয়েছেন কিশোরীমোহন। কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

শুরু হল রাস্তার কাজ

চাকুলিয়া, ৯ মার্চ : চাকুলিয়ার দেহটি এলাকায় শুরু হল রাস্তার কাজ। রবিবার কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ। ছিলেন চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমও। বিধায়ক জানান, দেহুটি থেকে গন্ডাল পর্যন্ত রাস্তার কাজ হবে। ১৫ কিমি রাস্তার জন্য প্রায় ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিবির

নকশালবাড়ি, ৯ মার্চ : নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য শিবির হল রবিবার। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে ৩৫২ জন পরিষেবা পেয়েছেন। মোট ১৪ জন চিকিৎসক ছিলেন। বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

আটক চার

মানিকগঞ্জ, ৯ মার্চ : উন্মুক্ত সীমান্ত টপকে বাংলাদেশে প্রবেশের পথে বিএসএফের হাতে ধৃত দুই শিশু সহ চারজন। রবিবার দুপুরের এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংপাড়ায়। রবিবার রাতে ধৃতদের জলপাইগুড়ি মেডিকেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বরাত উপেক্ষা, কাজ অন্য জায়গায়

টেন্ডারে দুর্নীতির প্রমাণ বুড়াগঞ্জে

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ৯ মার্চ : টেন্ডারে নাম আছে এক এলাকার। কাজটি বাস্তবায়িত হয়েছে অন্য এলাকায়। আর এ নিয়েই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের। এনিয়ে প্রধান এবং উপপ্রধান পরস্পরের দিকে আঙুল তুলেছেন। এতে অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে।

প্রধান উপপ্রধানের এই মতবিরোধে গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কাজ থমকে রয়েছে। বিরোধ শুরু হয় বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের এলাকায় এক রাস্তার কাজের টেন্ডার নিয়ে। গত জানুয়ারি মাসে ডাঙরভিটা সংসদ এলাকায় পেভার্স ব্লকের একটা রাস্তার কাজ শেষ হয়। এলাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পঙ্কজ বর্মনের। এই এলাকায় ডাঙরভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএমজিএসওয়াই সড়ক পর্যন্ত একটি পেভার্স ব্লকের রাস্তার টেন্ডার করা হয়। বাজেট ধরা হয় সাত লক্ষ টাকা। কাজ শেষ হলে রাস্তার পাশে কাজের বিবরণী বোর্ডও বসানো হয়।

যা নিয়ে বিবাদ

- ডাঙরভিটা স্কুল থেকে পিএমজিএসওয়াই সড়ক পর্যন্ত রাস্তার টেন্ডার হয়
- পেভার্স ব্লকের একটা রাস্তার কাজ হয় ডাঙরভিটা সংসদ এলাকায়
- কাজ শেষ হলে রাস্তার পাশে কাজের বিবরণী বোর্ডও বসানো হয়
- দেখা যায় কাজের বিবরণী বোর্ডের সঙ্গে রাস্তার কোনও মিল নেই

এতেই চোখ কপালে ওঠে উপপ্রধানের। কারণ কাজের বিবরণী বোর্ডের সঙ্গে রাস্তার কোনও মিল নেই। যে স্কুলে কাজটি হওয়ার কথা সেখানে না হয়ে কাজটি হয়েছে অন্য এলাকায়। এতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। উপপ্রধান পঙ্কজবাবু গোটা ঘটনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গত বছর পুজোর আগে এই রাস্তার কাজের টেন্ডার করা হয়। কাজটি আমার এলাকার ছিল। কিন্তু সেখানে কাজ না হয়ে কাজটি অন্য এলাকায় করা হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'এজেন্সির চাপে প্রধান এই কাজটি করেছেন।' তিনি বলেন, 'এখন আমরা ভুগছি। যে জায়গার নামে একবার ফান্ড বরাদ্দ হয়েছে সেখানে আর দ্বিতীয়বার কোনওদিনই ফান্ড বরাদ্দ হবে না।'

প্রধান অনীতা রায় বলেন, 'টাকা নিয়ে অন্য জায়গায় কাজের নির্দেশ দিয়েছি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সাধারণ মানুষের দাবিমতো কাজটি হয়েছে। প্রথম দিকে সেখানে বাসিন্দারা কাজ করতে দেয়নি। তাই অন্য জায়গায় হয়েছে। উপপ্রধানের নির্দেশেই কাজটি হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'যে এলাকার কাজ, সেই এলাকার সদস্যদের ইশারায় কাজ হয়। প্রধান সেখানে কিছু করতে পারেন না।'

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কাজ হয়েছে। কাজের মান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থও ঠিক আছে। বাকি থাকল অন্য জায়গায় কাজ, সেটা আমি খতিয়ে দেখছি।'

দোলে গরুমারায় লাল সতর্কতা

লাটাগুড়ি, ৯ মার্চ : পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সক্রিয় হয়ে ওঠে একদল চোরাশিকারি। ওইসময় জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের হত্যার খবর মেলে। এই যেমন ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বরের ঘটনা। পূর্ণিমার রাতে গরুমারায় একটি গন্ডার হত্যা করে তার খড়্গ কেটে নিয়ে যায় চোরাশিকারিরা। সামনেই দোলপূর্ণিমা। তাই হোলির আনন্দে যাতে বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তায় কোনও খামতি না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে মাঠে নেমে পড়েছে বন দপ্তর। বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে দিনের পাশাপাশি রাতে জোর টহলদারি চলছে গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলে। হোলির জন্য দুই জঙ্গলেই জারি করা হল হাই অ্যালার্ট। পাশাপাশি জঙ্গলের নিরাপত্তার জন্য বন দপ্তর, পুলিশ, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। ওই দল বিভিন্ন জঙ্গল ও আশপাশ এলাকায় রাতদিন টহল চালাচ্ছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এক আধিকারিক জানান, পূর্ণিমার সময় যেহেতু চাঁদের আলো অনেকটা থাকে, তাই জঙ্গলের আনাচকানাচে পরিষ্কার দেখতে পায় চোরাকারবারিরা। দিনে তো নজরদারি থাকে রাতে নজরদারি কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, গরুমারার বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্ট ও জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে নাকা চেকিংয়ে বসানো হয়েছে। তাছাড়া রিসর্টগুলি থেকে পর্যটকদের সমস্ত তথ্য আনা হচ্ছে। সন্দেহভাজন কাউকে পাওয়া গেলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তৎপরতা

- বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মাঠে নেমে পড়েছে বন দপ্তর
- বন দপ্তর, পুলিশ, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে
- ওই দল বিভিন্ন জঙ্গল ও আশপাশ এলাকায় রাতদিন টহল চালাচ্ছে
- রিসর্টগুলি থেকে পর্যটকদের সমস্ত তথ্য আনা হচ্ছে

হোলি উপলক্ষ্যে আদিবাসীদের শিকার প্রথাও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে। প্রচলিত আছে হোলির সময় আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জঙ্গলে প্রবেশ করে বন্যপ্রাণী শিকার করে। বন্যপ্রাণীর মাংস খেয়ে হোলির আনন্দে মেতে ওঠেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে হোলির আগে নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না বনকর্তারা। সারাদিন বনবস্তি এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছে। কয়েকটি টিম গঠন করে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

মেলা ফিকে

ময়নাগুড়ি, ৯ মার্চ : ব্যবসায়ীদের দাবিমতো দু'দিন সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ দু'দিন জল্পেশমেলা সেভাবে জমল না। রবিবার মেলার শেষ দিনে যতটা আশা করা হয়েছিল ততটা ভিড় হয়নি। সবমিলিয়ে বিক্রি নিয়ে ব্যবসায়ীরা হতাশ। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১০ দিনের জল্পেশমেলা শুরু হয়। শুধুমাত্র গত রবিবার বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলিতে সেভাবে ভিড় হয়নি। তাই মেলা দু'দিন বাড়িয়ে রবিবার পর্যন্ত করা হয়। ধারণা ছিল, শনি ও রবিবার ছুটির দিন থাকায় ব্যবসা জমবে। কিন্তু শনিবার তো বটেই, রবিবারও আশানুরূপ ভিড় হয়নি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হাসিমুখে কাজ।। *আলিপুরদুয়ারের দমনপুর চা বাগানে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।*

বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজাকে চিঠি শিল্পপতির

শিল্পতালুকের গেট বন্ধ নিয়ে আপত্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : ডাবগ্রাম শিল্পতালুকের গেট বন্ধ রাখার নয়া নির্দেশিকা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন সেখানকারই কয়েকজন শিল্পপতি। সীতারাম ডালমিয়া নামে এক শিল্পপতি তো তাঁর আপত্তির কথা মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন।

রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অধিকাংশ গেট ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই বিতর্ক। প্রতিদিন অধিকাংশ গেট খোলা-বন্ধের ওপর নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই শিল্পতালুকে থাকা ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিদের একটা অংশ এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেই সীতারাম সরব হয়েছেন।

ছোট ও মাঝারি ওই শিল্পপতি সীতারামের অভিযোগ, 'রাজ্য সরকারের তরফে শিল্পের প্রসারের কথা বলা হচ্ছে অথচ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেটা পুরোপুরি শিল্প বন্ধের পক্ষে।'

যদিও এই অভিযোগ মানতে রাজি নন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথ। তিনি বলছেন, 'সীতারামই শুধু এই চিঠি পাঠিয়েছেন। আসলে তিনি এই সিদ্ধান্তকে মিস গাইড করার চেষ্টা করছেন।' তাঁর আরও বক্তব্য, '২০১৯ সাল থেকে অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, সন্ধ্যার পর শিল্পতালুকে ঢুকে অনেকেই নেশার আসর বসায়। অসামাজিক কার্যকলাপ করে। তাই আমরা গেট সিস্টেম চালু করেছি। তবে শিল্পতালুকের ভেতর থাকা ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও গাড়ি ৩৬৫ দিনই যে কোনও সময় শিল্প তালুকে ঢুকতে পারবে। সেবিষয়ে নজরদারি করার জন্য নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকবে।'

নয়া নির্দেশিকা

- গেট খোলা থাকবে সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত
- রাত ১১টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা অবধি গেট কিন্তু বন্ধ থাকবে
- ছুটির দিন সবকয়টি গেট খোলা থাকবে না
- দ্রুত গাড়ি ঢোকাতে গেলে আপৎকালীন নম্বরে ফোন করতে হবে

যাবতীয় বিতর্কের সুত্রপাত হয়েছে চলতি মাসের ৩ তারিখ। সেদিন অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একটি নোটিফেশনে দিয়ে বলা হয়েছে, শিল্পতালুকের ১, ২, ৪ ও ৮ নম্বর গেটে রাতে ও ছুটির দিনগুলোতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। পণ্যবাহী গাড়িগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে হবে।

যাতে নিরাপত্তারক্ষীরা গেট দিয়ে গাড়ি ঢোকাতে পারেন। এছাড়াও একটি আপৎকালীন যোগাযোগের নম্বর দেওয়া হবে। খুব দ্রুত যদি গেটে দিয়ে গাড়ি ঢোকানোর প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে ওই যোগাযোগের নম্বরে ফোন করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে গেট খোলা থাকা ও বন্ধ থাকার একটা সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গেট খোলা থাকবে সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। রাত ১১টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা অবধি গেট কিন্তু বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে, রবিবার ও ছুটির দিনগুলোর জন্য একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট ওই গেটগুলো ছাড়া বাকি গেট ছুটির দিনে ২৪ ঘণ্টা বন্ধই থাকবে।

এই নির্দেশিকা নিয়েই আপত্তি তৈরি হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতিদের একটা অংশের। তাঁদের দাবি, গেট এভাবে বন্ধ রাখা হলে চালকদের হেনস্থার মুখে পড়তে হবে। লোডিং-আনলোডিংয়ে সমস্যা হবে। তাছাড়া শিল্পতালুকে থাকা শ্রমিক ও কর্মীদের রাতে শিল্পতালুকে ঢুকতে হয় খাবার জন্য। তাঁরাও সমস্যায় পড়বেন।

নকল চালান, আটক ডাম্পার

বাগডোগরা, ৯ মার্চ : ভোররাতে বেডমিশালিবোঝাই দুটি ডাম্পার আটক করলেন বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা। ডাম্পার দুটি ব্যাংডুবির তাইপু ডিপোতে রাখা হয়েছে। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, নদী থেকে বেডমিশালি নিয়ে বাগডোগরার দিকে যাওয়ার সময় ডাম্পার দুটি আটক করা হয়। সোনমের কথায়, 'চালকের কাছে নকল চালান ছিল। আমরা দুই চালককে বলেছি ডাম্পারের মালিককে এসে আসল চালান দেখাতে হবে।'

এদিকে একটি ডাম্পারের চালক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, 'আমরা বেলগাছির চেঙ্গা নদী থেকে বেডমিশালি নিয়ে যাচ্ছিলাম বাগডোগরা বিমানবন্দরে কাজের জন্য। আমরা লেখাপড়া জানি না। আসল আর নকল চালান বুঝি না। মালিক যেভাবে বলেছেন সেইভাবে কাজ করেছি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মালিক এখনও 'আসল চালান' নিয়ে আসেননি। চালকদের বসিয়ে রাখা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম বাইকচালক

গোয়ালপোখর, ৯ মার্চ : ছোট চারচাকার গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হলেন এক বাইকচালক। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে গোয়ালপোখর পাঞ্জিপাড়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পাঞ্জিপাড়া পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

চারচাকার গাড়িটি কিশনগঞ্জের দিক থেকে ইসলামপুরে যাচ্ছিল। সেই সময় বাইকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। জখম হন চালক। তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের নজরদারির অভাবে প্রায়দিন দুর্ঘটনা ঘটছে এই রাস্তায়। মূলত পুলিশের বিরুদ্ধেই এদিন বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এদিকে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি দুটিকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। চারচাকার গাড়ির চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। নজরদারিতে গাফিলতির বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেনি পুলিশ।

অভিযান

চোপড়া, ৯ মার্চ : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান চালিয়ে শনিবার রাতে নেশার আসর থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, এই আসরগুলিতে মাঝেমধ্যে মাদক বিক্রি হচ্ছে। রবিবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত কমাতে নিয়মিত অভিযান চলবে। কারবারে আর কারা জড়িত, জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

নিয়মিত খেলবে পড়ুয়ারা

উদ্যোগ শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : গোটা বছরে মাত্র কয়েকদিন খেলা নয়। নিয়মিত খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে পড়ুয়াদের। পড়ুয়ারা যাতে গোটা বছর খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকে সেদিকে নজর দিল শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ কর্তৃপক্ষ।

কয়েকদিন আগে প্রাথমিকে রাজ্য স্তরে খেলা হয়েছে। সেখানে ৩৫টি ইভেন্টের মধ্যে মাত্র ২টি ইভেন্টে পুরস্কৃত হয়েছে এখানকার পড়ুয়ারা। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার তরফে সাতটি সার্কেলের প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে নজর দিতে বলা হয়েছে। এদিকে, বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে খেলার মাঠ নেই। সেক্ষেত্রে স্কুলগুলিতে নিয়মিত খেলাধুলো হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় বলেন, 'ওই স্কুলগুলির বারান্দায় যাতে পড়ুয়াদের শরীরচর্চা হয় তা দেখতে বলা হয়েছে। এছাড়াও যে স্কুলগুলিতে খেলার মাঠ নেই, সেই স্কুলগুলি থেকে সপ্তাহে একদিন আশপাশের মাঠে পড়ুয়াদের নিয়ে গিয়ে খেলাধুলো করানোর কথা বলা হয়েছে।' স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আগে বেশিরভাগ স্কুলে পড়ুয়াদের খেলাধুলো করানো হয়। শহরের বেশিরভাগ স্কুলগুলোতে মাঠ না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়।

দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার জানালেন, মাঠের অভাব থাকায় স্কুলের বারান্দাতেই পড়ুয়াদের শরীরচর্চা করানো হয়ে থাকে। ডাঙ্গুজোত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বুজ রাই বলেন, 'আমাদের স্কুলে খেলার মাঠ থাকায় পড়ুয়াদের সেখানে খেলাধুলো ও শরীরচর্চা করানো হয়।' এই উদ্যোগের খবর শুনে খুশি বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারাও।

নিকাশিনালার কাজ পরিকল্পনাহীন

হেলে পড়ল বিদ্যুতের খুঁটি

অম্বিকানগরে নিকাশিনালা নির্মাণের সময় হেলে পড়া বিদ্যুতের খুঁটি।

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরে নিকাশিনালা নির্মাণের সময় হেলে পড়ল বিদ্যুতের খুঁটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনা এবং নজরদারির অভাবেই এমন ঘটনা ঘটেছে। রবিবার অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু হয় খনন। অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া খনন করতে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এতেই হেলে পড়ে একটি খুঁটি। ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের শিলিগুড়ি টাউন ডিভিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অম্বিকানগরে যে এলাকায় খুঁটিগুলো রয়েছে, সেখানে আগে কোনও নিকাশিনালা ছিল না। নিকাশিনালা তৈরির সময় তাঁদের কোনওরকম তথ্য দেওয়া হয়নি। আধিকারিকের কথায়, 'ঠিকাদারের উচিত ছিল আমাদের জানানো। তাহলে আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা নিতাম। আজ যখন খুঁটি হেলে পড়েছে, তখন আমাদের জানানো হয়েছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পৌলোমী দত্ত বলেন, 'আমার এলাকায় নিকাশিনালার কাজ হচ্ছে ঠিকই, তবে কাজের দায়িত্বে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। তাই জেলা পরিষদই বলতে পারবে বিষয়টি।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি খোঁজখবর না নিয়ে কিছু বলতে পারছি না।'

এই এলাকায় যে নিকাশিনালা তৈরি হচ্ছে সেই ব্যাপারে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায়কে কেউ কিছু জানায়নি। এমনটাই দাবি তাঁর। সুনীতার কথা, 'আমি পরে জানতে পারি ওটা জেলা পরিষদের তরফে করা হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

এদিকে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, 'কাজের সময় কোনও ধরনের নিরাপত্তা নেওয়া হচ্ছে না। ঠিকাদারের আরও সচেতন হওয়া দরকার। পরিকল্পনাহীন কাজ হচ্ছে।' স্থানীয়দের দাবি, ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ শুরু করার আগে সঠিক পরিকল্পনা করা দরকার। নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।

ড্রেজিংয়ে ফিরে আসবে মরাতোর্ষার সোনালি দিন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ মার্চ : মরাতোর্ষা অতীতের গৌরব হারিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে নাব্যতা একেবারে নেই বললেই চলে। তবে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে নদীটির হাল ফেরাতে। কোচবিহার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া মরাতোর্ষা নদীর নাব্যতা বাড়াতে ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

সম্প্রতি জেলা শাসকের দপ্তরে বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও হয়েছে। শালবাগান, ডিএম বাংলোর পেছন দিকে যে মরাতোর্ষা নদীটি রয়েছে সেখানে এই ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবমিলিয়ে মরাতোর্ষা নদীর প্রায় ১০ কিলোমিটার এই ড্রেজিং করা হবে। তবে প্রাথমিকভাবে তিন কিলোমিটার এলাকায় সেই কাজ করা হবে। মোট তিনটি ধাপে এই কাজ করা হবে। এরজন্য প্রায় কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পুজোর আগেই এই কাজ শুরু হবে। ঘটনার কথা জানাজানি হতে কোচবিহারের বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিভিন্ন পরিবেশবিদ ও নদী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে।

জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'মরাতোর্ষা নদীটিকে ড্রেজিং করে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মিটিংও হয়েছে।'

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ অরূপ গুহ মনে করেন, এটা খুবই ভালো খবর। এতে এলাকার বাস্তুতন্ত্রের উন্নতি হবে। পাশাপাশি নদীটি আবার প্রবহমান হয়ে উঠলে কোচবিহারে বিভিন্ন যে পাখি রয়েছে, তারা এর থেকে তাদের খাবার খুঁজে পাবে।

তোর্ষা নদী গোটা কোচবিহার শহর ঘিরে রেখেছে। শহরের সবকিছুই মূলত তোর্ষা নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যে কারণে তোর্ষা নদীকে কোচবিহার শহরের লাইফলাইনও বলা হয়। মূল তোর্ষা থেকে দুটি শাখানদী বেরিয়ে কোচবিহার শহরকে ঘিরে বয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে একটি খাগড়াবাড়ি, টাকাগাছ, দর্জিপাড়া হয়ে মূল তোর্ষায় মিশেছে। অপরটি আলিপুরদুয়ার জেলার সোনাপুরের দিক থেকে কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি, ডোডেয়ারহাট, বালাপাড়া, শালবাগান, পিলখানা, সাহেব কলোনি হয়ে মূল তোর্ষায় মিশেছে। দুটি নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪ কিলোমিটার। আর শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া তোর্ষার এই শাখানদী দুটিই মূলত মরাতোর্ষা হিসাবে পরিচিত।

ডোডেয়ারহাট, বালাপাড়া, শালবাগান, বিমানবন্দর, ডিএম বাংলোর পেছন দিয়ে বয়ে চলা তোর্ষা নদীটির অবস্থা একেবারেই খারাপ। নাব্যতার সমস্যা তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে নদীর পাড়ে জনবসতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নদীর জায়গা জবরদখল করা হচ্ছে। নানা কারণে মরাতোর্ষা নদী এখন কার্যত নালায় পরিণত হয়েছে।

অথচ নদীটি আগের অবস্থায় প্রবহমান থাকলে আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোরার আদলে শালবাগানের পাশে মরাতোর্ষায় বোটিং পরিষেবা চালু করা যেত। তাহলে এখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে সেই দাবিও জানিয়ে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের এই ড্রেজিংয়ের উদ্যোগে শহরবাসী খুশি। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক শশাঙ্ক গায়েন বলেন, 'এটা হলে খুবই ভালো হবে। এতে নদী তার নাব্যতা ও প্রবাহ ফিরে পাবে।' আর কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদারও প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

নিস্তরঙ্গ।। *এভাবেই গতি হারাচ্ছে মরাতোর্ষা নদী। ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।*

ধৃত প্রাক্তন মোর্চা নেতা

পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক হত্যা মামলা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : দার্জিলিং থানার পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিক খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা প্রকাশ গুরুংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রকাশ বর্তমানে অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের প্রথম সারির নেতা। অভিযুক্তকে রবিবার দার্জিলিং আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দার্জিলিং আদালতের সরকারি আইনজীবী পঙ্কজ প্রসাদ জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে এই মামলার চার্জশিট আদালতে জমা পড়েছিল। সেই সময় থেকে যারা ফেরার রয়েছে তাদের মধ্যে প্রকাশ অন্যতম। তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। পুলিশ রবিবার ভোররাতে রিম্বিক লোধামার বাড়ি থেকে প্রকাশকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনা নিয়ে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড বলেছেন, 'দল প্রকাশ এবং তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার ওপরে আমাদের ভরসা রয়েছে। প্রকাশ ন্যায়বিচার পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

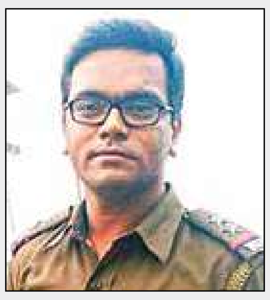

- অমিতাভ মালিক খুনের ঘটনায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা প্রকাশ গুরুং ধৃত
- লোধামা থানা এবং দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ রবিবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করে
- দার্জিলিং আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন
- ২০১৮ সালে খুনের ঘটনার পর থেকে ফেরার ছিলেন প্রকাশ
- গত বছরের ২৪ ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টে যোগ দেন তিনি
- তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে

২০০৭ সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই বিমল গুরুংয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা ছিলেন রিম্বিক লোধামার বাঁশবোটে এলাকার বাসিন্দা, যুব নেতা প্রকাশ। ২০১২ সালে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) নির্বাচনে রিম্বিক লোধামা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রকাশ। কিন্তু বিমল গুরুংয়ের মতোই প্রকাশের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতে গিয়ে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, পথ অবরোধ, মারধর সহ প্রচুর মামলা রয়েছে। ২০১৭ সালের ৮ জুন মোর্চা পৃথক রাজ্যের দাবিতে নতুন করে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করে। প্রচুর মামলায় জড়িয়ে বিমল সহ দলের বেশিরভাগ নেতা আত্মগোপন করেন। বিমল সহ অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ সেই বছরের ১২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সিকিম সীমান্তে হানা দেয়। অভিযোগ সেই সময় অপর প্রান্ত থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। সেই গুলিতেই দার্জিলিং থানায় কর্মরত সাব-ইনস্পেকটর অমিতাভ মালিকের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় বিমল গুরুং, প্রকাশ গুরুং সহ মোর্চার প্রথম সারির প্রচুর নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে পুলিশ ২৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। সেদিনই আদালত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করেছিল। এরপর থেকে দাওয়া শেরপা, সুরজ প্রধান, নবীন রাই, দেওরাজ লেপচা, মহেন্দ্র কামি, শ্যাম কামি সহ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রত্যেকেই ছয়-সাত বছর জেল হেপাজতের পরে উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন। বিমল কিছুদিন আগে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ থেকে জামিন পেয়েছেন। এই মামলায় অন্যতম ফেরার প্রকাশ গুরুংকেও লোধামা থানা এবং দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে রবিবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা আরও ১৫ জন এখনও ফেরার বলে সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন।

দীর্ঘদিনের মোর্চা নেতা প্রকাশ গত বছরের ২৪ ডিসেম্বরে অজয়ের নেতৃত্বে তৈরি ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টে যোগ দেন। তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে।

ছুটির দিনেও নেই ছুটি

রবিবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

রাজনীতির বাইরে থাকতে চান মতুয়ারা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৯ মার্চ : যে কোনও নির্বাচনের সময় মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনীতি হয়। আর এই রাজনীতি দুটি শিবিরে বিভক্ত। ঠাকুরবাড়ি থেকে একটি শিবির বিজেপি অনুগামী, আরেকটি শিবির তৃণমূল কংগ্রেসপন্থী। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি মতুয়াদের নিয়ে এমন রাজনীতির বাইরে থাকতে চায়। আবার রাজনীতির আবহে জেলায় মতুয়াদের ভুয়ো সংস্থাও নাকি গড়ে উঠেছে। রবিবার পলাশবাড়িতে সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্মেলন হয়। সেখানে জেলার নেতারা ভুয়ো সংগঠন নিয়ে সোচ্চার হন। আগামীতে এনিয়ে আন্দোলনে নামার কর্মসূচি রয়েছে বলে জেলার নেতারা জানিয়েছেন। সম্মেলনের পর মতুয়া মহাসংঘের জেলা সম্পাদক নির্মল বালা বলেন, 'আমাদের সংগঠনই হল আসল। অথচ আমাদের সম্প্রদায়ের কেউ কেউ যাঁরা মতুয়া নন তাঁদের নিয়ে এই জেলায় ভুয়ো সংগঠন চালাচ্ছে। এসব আমরা মেনে নেব না। ভুয়ো সংগঠনের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আন্দোলনে নামা হবে।'

> আমাদের সংগঠনই হল আসল। অথচ আমাদের সম্প্রদায়ের কেউ কেউ যাঁরা মতুয়া নন তাঁদের নিয়ে এই জেলায় ভুয়ো সংগঠন চালাচ্ছে। এসব আমরা মেনে নেব না। ভুয়ো সংগঠনের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আন্দোলনে নামা হবে।
>
> **নির্মল বালা**
> *জেলা সম্পাদক, মতুয়া মহাসংঘ*

এদিন মতুয়া মহাসংঘের জেলার সম্মেলন পলাশবাড়ির রণজিৎ বালার বাড়িতে হয়। সেখানে সংগঠনের জেলা সভাপতি অসিত বিশ্বাস, জেলা সম্পাদক নির্মল বালা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধি ছিলেন।

বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন। আলিপুরদুয়ার জেলায় সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যে অন্যতম হল মতুয়া ভোট। এই জেলার আলিপুরদুয়ার-১, আলিপুরদুয়ার-২ ও ফালাকাটা ব্লকে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি। তাই যে কোনও নির্বাচনে মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়ে। আবার আরেক অংশ তৃণমূলের হয়ে ভোটের প্রচারে নামে। এমন দ্বিধাবিভক্ত রাজনীতিতে সাধারণ মতুয়াদের অনেকে দিশাহীন হয়ে পড়েন। কারণ মতুয়াদের ভোট টানার জন্য ঘাসফুল ও পদ্ম শিবির সবরকমের চেষ্টা চালায়। তাই অল ইন্ডিয়া মতুয়া সংঘ চাইছে, রাজনীতির বাইরে থাকতে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক নির্মল বালার কথায়, 'আমাদের সংগঠন পুরোপুরি অরাজনৈতিক। সংগঠনগতভাবে আমরা রাজনীতির মধ্যে নেই। তবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে কোনও রাজনৈতিক দল করতে পারেন। কিন্তু সংগঠন রাজনীতি করে না।' সংগঠন এমনটা দাবি করলেও ভোটের সময় মতুয়াদের অবস্থান কী হয় সেটাই এখন দেখার।

এদিনের জেলা সম্মেলনে ঠাকুরবাড়ির বারুই স্নানের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়। এই জেলা থেকে রেকর্ড সংখ্যক মতুয়া যাতে সেই স্নানের উদ্দেশ্যে এবার ঠাকুরবাড়ি যায় সেই প্রস্তুতি এদিন নেওয়া হয় বলে সংগঠনের প্রতিনিধি মহানন্দ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

নাবালিকাকে বিয়ে, শ্রীঘরে তরুণ

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়। সেখান থেকে প্রেম। এরপর নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে। আর তারই মাশুল হিসেবে শ্রীঘরে যেতে হল তরুণকে। আর প্রেমিককে গারদে যেতে দেখে থানাতেই কান্নায় ভাসাল নাবালিকা প্রেমিকা। সেই নাবালিকা প্রেমিকাকে বোঝাতে রীতিমতো ঘাম ছুটল পুলিশের। রবিবার এমনই দৃশ্য দেখা গেল প্রধাননগর থানায়। ধৃত তরুণের নাম উত্তম সরদার। ধৃতকে এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

নাবালিকা প্রেমিকা প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে হঠাৎ করে ওই নাবালিকা উধাও হয়ে যায়। এরপর তার কোনও হদিস না মেলায় প্রধাননগর থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, ওই নাবালিকার সঙ্গে এক তরুণের সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টা পুলিশকে জানাতেই তদন্ত শুরু করে প্রধাননগর থানা।

এদিকে, মোবাইল ট্র্যাকিং করে পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণ কলকাতার কসবা থানা এলাকায় রয়েছে। এরপর পুলিশের একটি টিম, কসবা এলাকায় গিয়ে ওই তরুণ সহ নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলে নাবালিকা ও তরুণ। এদিন দুজনকেই থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরে ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করা হয় বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি পুর এলাকার এক নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও হদিস না পেয়ে পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ করে। শনিবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্যোগ

চোপড়া, ৯ মার্চ : ঝাড়খণ্ডের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্থানীয় একটি ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে চোপড়া হাইস্কুলের একটি রুমে স্মার্ট ক্লাস চালু করার জন্য প্রোজেক্টর সহ যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করবে বলে জানা গিয়েছে। চোপড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রশান্ত বসাক বলেন, 'ইতিমধ্যে দু'দফায় ওই সংগঠন থেকে তারা এ ব্যাপারে স্কুলে পরিদর্শন করেছে। স্কুল থেকে এনওসি দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল মাসের মধ্যে একটি রুমে স্মার্ট ক্লাস চালু হওয়ার কথা রয়েছে।'

বৈঠক

চোপড়া, ৯ মার্চ : সদর চোপড়ায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের ব্লক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল রবিবার। বৈঠক শেষে দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় বুথভিত্তিক ভুয়ো ভোটার খোঁজের অভিযান চলছে। এদিন বৈঠকে এ ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক খোঁজ নেওয়া হয়।' তবে কয়েকদিনে এলাকায় কোনও ভুয়ো ভোটার পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানান।

গোরু উদ্ধার

চোপড়া, ৯ মার্চ : শনিবার রাতে চোপড়া থানা এলাকা থেকে একটি গোরুবোঝাই গাড়ি আটক করে পুলিশ। পাচারের উদ্দেশ্যে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে ছয়টি গোরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ছাড়া পাওয়ার পর গভীর জঙ্গলের দিকে রওনা। রবিবার।

ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি, পরে মুক্তি

ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা, ৯ মার্চ : অবশেষে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। সম্প্রতি, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মতিধর চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় এক চা শ্রমিক জখম হন। স্থানীয়দের দাবি মেনে, কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জ গত ৫ তারিখ ছাগলের টোপ দিয়ে সংশ্লিষ্ট চা বাগানের ১৪ এবং ১৫ নম্বর সেকশনের মাঝে খাঁচা পাতে। রবিবার সেটিতেই বন্দি হয় একটি চিতাবাঘ। পরে, বন দপ্তরের কর্মীরা চিতাবাঘটি উদ্ধার করে বাগডোগরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ছেড়ে দেয়।

এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চিতাবাঘের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। বাগানে কাজ করতে গিয়ে আতঙ্কেই থাকতেন চা শ্রমিকরা। বিভিন্ন সময়ে বন দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছিল চা বাগান কর্তৃপক্ষ। চলতি মাসের ৪ তারিখ বেল লাইনের বাসিন্দা সুশীলা বেক বাগানের ১ নম্বর সেকশনে কাজ করতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলার শিকার হন। গুরুতর জখম ওই মহিলার চিকিৎসা চলছে।

বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'চিতাবাঘটিকে বাগডোগরা বনের গভীরে একটি স্থানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়িতে খাঁচাবন্দি করে নিয়ে আসার পরে খাঁচার ঢাকনা খুলতেই এক লাফে বনে গভীরে চলে যায়।' তবে একটি চিতাবাঘ ধরা পড়লেও, আতঙ্ক কাটেনি বাগানে। স্থানীয়দের দাবি, এদিন সংশ্লিষ্ট চা বাগানের চন্দন ডিভিশনের ৮ এবং ৯ সেকশনে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে।

নালায় পড়ে তিনটি চিতাবাঘ শাবক

বাগডোগরা, ৯ মার্চ : মা চিতাবাঘ এসে কখন নিয়ে যায় সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনতে হচ্ছে বাগডোগরার বনকর্মীদের। তবে তিনদিন হয়ে গেলেও এখনও মায়ের দেখা নেই হাঁসখোয়া চা বাগানে। কিন্তু কেন চা বাগানে আসবে মা চিতাবাঘ? বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার চা বাগানের ৮ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার সময় তিনটি চিতাবাঘের শাবককে নিকাশিনালায় পড়ে থাকতে দেখেন কয়েকজন চা শ্রমিক।

শ্রমিকদের কথায়, বাগানে মাঝেমধ্যেই চিতাবাঘের দেখা মেলে। আগেও ৭ এবং ৮ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল। বাগানের জলাধারে চিতাবাঘ পড়ে গিয়েছিল।

এদিকে বাগানের নিকাশিনালায় চিতাবাঘের শাবক পড়ে থাকার খবর পেয়ে বাগডোগরা থেকে বনকর্মীরা ওই এলাকায় যান। তবে চিতাবাঘের শাবকগুলিকে তাঁরা এখনও হাত দেননি। কেননা তাঁরাও আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন, যদি মানুষের ছোঁয়া পেলে মা চিতাবাঘ শাবকগুলিকে আর গ্রহণ না করে। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'গত ৩ দিন ধরে ওখানে নজর রাখা হয়েছে। আপাতত মা চিতাবাঘ এসে শাবকগুলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

তালাবন্ধ প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্র

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ৯ মার্চ : গত চার বছর ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্রটি। নয়ের দশকে এই প্রাণীসম্পদ বিকাশ কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল। আগে এখানে চিকিৎসক থাকলেও, ২০২১ সালের পরে কোনও প্রাণী চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে সেসময় থেকেই প্রাণীসম্পদ কেন্দ্রটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর এতেই সমস্যায় পড়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। খড়িবাড়ি ব্লক প্রাণীসম্পদ কেন্দ্রটি এখান থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় কোনও অসুস্থ গোরু বা ছাগল সেখানে নিয়ে যাওয়া অনেকটা সমস্যার বলে এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন। ফলে বেসরকারি পশু চিকিৎসকদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের।

বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২টি সংসদে গ্রামের সংখ্যা ৭৭টি। ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে ১৪৫টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য অনুযায়ী, এখানে মুরগির খামার রয়েছে ১৩৭টি, গোরুর খামার প্রায় ৮৯টি, এছাড়াও শুয়োরের খামার ৪০টি। গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ পরিবার গোরু, ছাগল পালন করে। বুড়াগঞ্জের খাটাল ব্যবসায়ী রাজকুমার মাহাতো বলেন, 'খাটালে ৮টি গোরু রয়েছে, তাছাড়া মোষ রয়েছে চারটি। কোনও অসুখ হলে, কিংবা টিকাকরণ, প্রসবের জন্য সমস্যায় পড়তে হয়। বাইরে থেকে পশু চিকিৎসককে মোটা টাকা দিয়ে গোরু, মোষগুলির চিকিৎসা করাতে হয়।' আরও এক বাসিন্দা উমা সিংহয়ের কথায়, 'গোরু, ছাগল পালন করেই সংসার চালাই। ক'দিন আগে একটি ছাগলের ঠান্ডা লাগায় সেটি মারা যায়।'

> খড়িবাড়ি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণীসম্পদ কেন্দ্রগুলির এমন অবস্থা। সবক'টিই কর্মীর অভাবে বন্ধ রয়েছে।
>
> **দেবাশিস মহন্ত**
> *প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক, খড়িবাড়ি ব্লক*

এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' এদিকে খড়িবাড়ি ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক দেবাশিস মহন্ত বলেন, 'খড়িবাড়ি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণীসম্পদ কেন্দ্রগুলির এমন অবস্থা। সবক'টিই কর্মীর অভাবে বন্ধ রয়েছে। সব দপ্তরে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি ওপর মহলে জানিয়েছি। সেখান থেকে নিয়োগ হলেই এই কেন্দ্রগুলি পুনরায় চালু করা সম্ভব।'

শান্তি বৈঠক

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : বসন্ত উৎসব ও রমজান শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য রবিবার এনজেপি থানার উদ্যোগে একটি বৈঠক করা হয়। এই বৈঠকে ফুলবাড়ি-১ এবং ফুলবাড়ি-২ এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান, সকল পঞ্চায়েত সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই বৈঠকে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে উৎসব দুটি পালনের অনুরোধ করা হয়।

দোল উৎসব উপলক্ষ্যে রবিবার চোপড়া থানা চত্বরে একটি শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি রাহুল বর্মন, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক প্রমুখ। পুলিশ প্রশাসনের তরফে শান্তিপূর্ণভাবে দোল উৎসব পালনে সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়।

অন্যদিকে, আসন্ন দোল উৎসব উপলক্ষ্যে রবিবার চাকুলিয়া থানায় শান্তি বৈঠক করল পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন ডালখোলার এসডিপিও রবিরাজ আবস্তি, চাকুলিয়া থানার আইসি রাজু সোনার প্রমুখ। ছিলেন জনপ্রতিনিধিরাও। উৎসবে এলাকার শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে সকলেই সহমত পোষণ করছেন।

রিপোর্ট পেতে টাকা দিচ্ছে পুলিশও

সুপারের অফিসে তোলাবাজি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ নিয়ে গেলে পুলিশের কাছেও মোটা টাকা দাবি করেন সেখানকার কর্মীরা। এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার খোদ মেডিকেল সুপারের অফিসে বসেই তোলাবাজির অভিযোগ উঠছে। 'ইনজুরি রিপোর্ট' নিতে প্রতিদিন বিভিন্ন থানা থেকে আসা কর্মীদের কাছে রিপোর্ট পিছু ৩০০-৫০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। কেউ কম টাকা নিয়ে এলে সেখানকার কর্মী বলছেন, 'টাকা একটু বাড়াতে বলুন। এই টাকায় আজকাল কী হয়?'

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর যুক্তি, 'এমন অভিযোগ আমার কাছে কেউ করেনি। কোনও থানার তরফে আমাকে বিষয়টি জানানো হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ময়নাতদন্ত করাতে গেলে মৃতের পরিবারের কাছে মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ বরাবর রয়েছে। অর্ধেক ময়নাতদন্ত করেই বাইরে এসে টাকা দাবি করা, টাকা না দিলে মরদেহ সেলাই না করে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এমনকি পুলিশের কাছেও নিয়মিত টাকা নেওয়া হয়। বিভিন্ন থানা এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেলেও টাকা ছাড়া সেই দেহে হাত দেন না সেখানকার কর্মীরা।

এবার খোদ মেডিকেলের সুপার অফিসেই তোলাবাজির অভিযোগ পুলিশের। বিভিন্ন থানার পুলিশ সূত্রের দাবি, ইনজুরি রিপোর্টের জন্য মেডিকেলে প্রতিদিন টাকা দিতে হচ্ছে। সুপার অফিসে চিন্ময় নামে এক কর্মী থানার রিপোর্টগুলি দেখেন। তিনি কেস প্রতি ৩০০-৫০০ টাকা করে দাবি করেন। টাকা না দিলে একটি রিপোর্টও তিনি বের করে দেন না।

বিভিন্ন সময় আসামির শারীরিক পরীক্ষা করাতে মেডিকেলে নিয়ে যেতে হয়। অনেকের শরীরে আঘাতও থাকে। চিকিৎসকরা সেই আসামিকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট তৈরি করেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মামলার চার্জশিট পেশের সময় আদালতে সেই ইনজুরি রিপোর্টও জমা দিতে হয়। মেডিকেলে এই রিপোর্ট নিতে বিভিন্ন থানা থেকে প্রতিদিন পুলিশকর্মীরা আসেন। আগেই তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, টাকা এনেছেন কি না। কেউ ২০০ বা ৩০০ টাকা নিয়ে এলে বলা হয়, 'এখন এই টাকায় কিছু হয় না। থানায় ফোন করে টাকা বাড়াতে বলুন। কথা হয়ে গেলে আমার কাছে আসবেন।' আবার বাইরে এসে সেই কর্মীরা থানার আধিকারিককে ফোন করে সেই কথা বলেন। পরিস্থিতি বুঝে গিয়ে থানার আধিকারিক টাকা বাড়িয়ে রিপোর্ট নিতে বাধ্য হন।

> এমন অভিযোগ আমার কাছে কেউ করেনি। কোনও থানার তরফে আমাকে বিষয়টি জানানো হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব।
>
> **ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক**
> *হাসপাতাল সুপার*

প্রশ্ন উঠছে, একটি সরকারি অফিসে আর একটা সরকারি অফিসের কাছে কেন টাকা নিচ্ছে? সুপারের অফিসে এসব দীর্ঘদিন ধরে চললেও কেন এর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না? এর উত্তর অবশ্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে মেলেনি।

বন্যায় বিচ্ছিন্ন হয় বাংলার 'শ্রীলঙ্কা'

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৯ মার্চ : গ্রামের একমাত্র রাস্তাটিতে কোনওদিন পাথর পড়েনি। কাঁচা রাস্তাটা বর্ষাকালে কাদায় ভরে যায়। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের কলোনি চামটা অনেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। তাই গ্রামবাসী গ্রামের নাম দিয়েছেন শ্রীলঙ্কা। এবার অন্তত রাস্তাটা পাকা হোক, চাইছেন সকলে। তুফানগঞ্জ শহর থেকে দু'কিলোমিটার দূরেই রয়েছে এই গ্রামটি। শহর ঘেঁষা হলেও কেন এখনও তৈরি হয়নি গ্রাভেল বা পাকা রাস্তা? এই প্রশ্ন পুরো এলাকার। ষাটোর্ধ্ব খুকিবালা অধিকারী বলেন, 'এত বয়স হয়ে গেল। কিন্তু ছোটবেলা থেকে গ্রামের কোনও উন্নয়ন দেখছি না। এখনও পর্যন্ত রাস্তায় কোনও পাথর পড়েনি। পাকা হওয়া তো দূর অস্ত।'

স্বাধীনতার পর কেটে গিয়েছে সাত দশকেরও বেশি। এখনও ধুলোমাখা রাস্তাই একমাত্র ভরসা এলাকার। প্রায় রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা। বন্যার সময় গোটা গ্রাম থাকে জনমানবশূন্য হয়ে যায়। দুয়ারে প্রদীপ দেওয়ারও লোক থাকে না। নবম শ্রেণির পড়ুয়া মণিকা বর্মন রোজ ওই মাটির রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়। তার কথায়, 'শীতকালে ধুলো মেখে স্কুলে যেতে হয়। আর বর্ষাকালে কাদাজলে জুতো পরে স্কুলে যাওয়া যায় না। বন্যার সময় অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়। তখন পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়। রাস্তাটি পাকা করা হোক।'

নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯/২০৯ নম্বর বুথের এলাকাটি আর পাঁচটা এলাকা থেকে আলাদা। এলাকার জনসংখ্যা আড়াইশোর মতো। সেখানে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা আজও মাটির। শুখা মরশুমে ধুলোর দাপটে রাস্তা দিয়ে চলা দায় হয়ে পড়ে। স্কুলে যাতায়াতের সময় পড়ুয়াদের জামাকাপড় ধুলোমাখা হয়ে থাকে। সাইকেলের চাকা ধুলোয় বসে গেলে আর এগোয় না। আর বর্ষাকালে মাটির রাস্তায় জলকাদায় পিছলে পড়তে হয়। এই ভোগান্তি রোজকার।

এই রাস্তাটি একমাত্র ভরসা গ্রামবাসীর। কলোনি চামটায়।

শুধু রাস্তা নয়, পরিস্রুত পানীয় জলও মেলে না এই গ্রামে। দু'বছর আগে এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হলেও আজও একবিন্দু জল আসেনি। পাশেই রয়েছে রায়ডাক নদী। নদীর বাঁধ না থাকায় নদীর জলস্তর বেড়ে গেলে হুহু করে জল ঢুকে গ্রাম তলিয়ে যায়। সেসময় তড়িঘড়ি এক কোমর জল পেরিয়ে আশ্রয় নিতে হয় পলিটেকনিকে। এমনটাই জানালেন স্থানীয় পরিতোষ রায়, কৃষ্ণ দাস, খগেন বর্মনরা। খগেন বলেন, 'ভোটের আগে নেতারা ভোট চাইতে আসেন। কিন্তু এলাকার সমস্যার কথা শুনে আজ পর্যন্ত কোনও সুরাহা করতে পারলেন না। বিভিন্ন মহলে সমস্যার কথা জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই আমরা গ্রামের নাম রেখেছি শ্রীলঙ্কা।'

বর্ষাকালে যাতায়াত করা যায় না। বন্যার সময় বিছানার ওপরে জল উঠে যায়। সরকারের কাছে দাবি, রাস্তাটি পাকা করলে একটু স্বস্তি মিলবে, জানালেন স্থানীয় মনসা বর্মনের। নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কোহিনুর খাতুন অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি নজরে রয়েছে। এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯০ সংখ্যা, সোমবার, ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১

মার্কিন আত্মকেন্দ্রিকতা

‘আমেরিকাকে ফের এক নম্বর’ করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন সব কাণ্ডকারখানা শুরু করেছেন, যাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মানচিত্রটাই বদলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ট্রাম্পের রাশিয়া-প্রীতি বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি ওভাল অফিসে ট্রাম্প, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কির বাগযুদ্ধ হল। ২০২২-এ যে ন্যাটোয় কিভের অন্তর্ভুক্তির দাবি ঘিরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সূচনা, সেই ন্যাটোর অস্তিত্বই এখন প্রশ্নের মুখে।

জেলেনস্কির ‘অপরাধ’ হল, ভান্সের কথামতো বৈঠকে ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পুতিনের নিন্দা এবং ইউক্রেনের হাজারো সমস্যা উত্থাপন। ঠিক ছিল, ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তির প্রসঙ্গ তুলবেন জেলেনস্কি। নিজের মতো তা তাঁর বলে যাওয়াই কাল হল। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে কার্যত বৈঠক ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়।

যদিও ট্রাম্পের মুখের ওপর কথা বলার সাহস, ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বিশ্ববাসীর প্রশংসা-করতালি কুড়িয়েছেন জেলেনস্কি। ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ বহু দেশ ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে শান্তিপ্রস্তাবও ওই দেশগুলি তৈরি করেছে। রাশিয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করতে পারে বলে খবর।

দেরিতে হলেও জেলেনস্কি বুঝেছেন, বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে তাঁর ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। তাই ট্রাম্পকে চিঠি লিখে আমেরিকার প্রতি তাঁর চিরকৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিতে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের কথাও লিখেছেন। চিঠি পেয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট খুশি বলে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ট্রাম্পের রাগ তো পড়েনি, বরং বেড়েছে। ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য করা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানও বন্ধ করে দিয়েছেন। ওভাল বৈঠকের ঘাতপ্রতিঘাত যে এতদূর গড়াবে, তা কেউ অনুমান করেননি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জেলেনস্কিকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমার ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। চলতি সপ্তাহেই সৌদি আরবে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি আছে ইউক্রেনের।

ট্রাম্প আসলে কী চাইছেন, বোঝা কঠিন। প্রেসিডেন্ট হয়ে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন তিনি। তার অনেকগুলি ইতিমধ্যে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। বিচারকরা তাঁর একাধিক সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দিয়েছেন। চমক দিতে দিতে কোথায় থামবেন, ট্রাম্প নিজেও জানেন না। আর আছেন তাঁর পারিষদরা! ‘বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ।’

গত দেড় মাসে ট্রাম্পের বিভিন্ন ঘোষণার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর পারিষদদের। সমাজমাধ্যমে ট্রাম্পপন্থী এক প্রভাবশালী গুন্থের ইগলম্যান লিখেছেন, ‘ইটস টাইম টু লিভ ন্যাটো অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড নেশনস।’ প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর, মন্ত্রীসভায় সতীর্থ এলন মাস্ক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ইগলম্যানের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। ইগলম্যানের বক্তব্য, এখনকার পরিস্থিতিতে উপকৃত হচ্ছে ইউরোপের অন্যান্য দেশ। বরং ন্যাটোতে থেকে আমেরিকার কোনও লাভ হচ্ছে না।

রিপাবলিকানদের মধ্যেও এই ধারণা দানা বাঁধছে। একই কারণে রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকেও আমেরিকার বেরিয়ে আসা উচিত বলে রিপাবলিকান কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে জনমত গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও যুক্তি হল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এতে উপকৃত হলেও আমেরিকার লাভের লাভ কিছু হয় না। রিপাবলিকান সেনেটর মাইক লি’র সাফ কথা, এ ধরনের সব সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে আমেরিকার নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

ট্রাম্পের মসনদে বসার এখনও দু’মাস হয়নি। এর মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুটা কমেছে। ট্রাম্প এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের ‘কল্যাণে’ থরহরিকম্প অবস্থা এখন গোটা বিশ্বের। আগামী চার বছরে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা সহজে অনুমেয়।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

র‌্যাংকিংয়ের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় উধাও

শুধুমাত্র যুদ্ধ ও প্রেম নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে র‌্যাংকিং সহ সব প্রতিযোগিতায় ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম সীমারেখা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে।

শুভঙ্কর ঘোষ

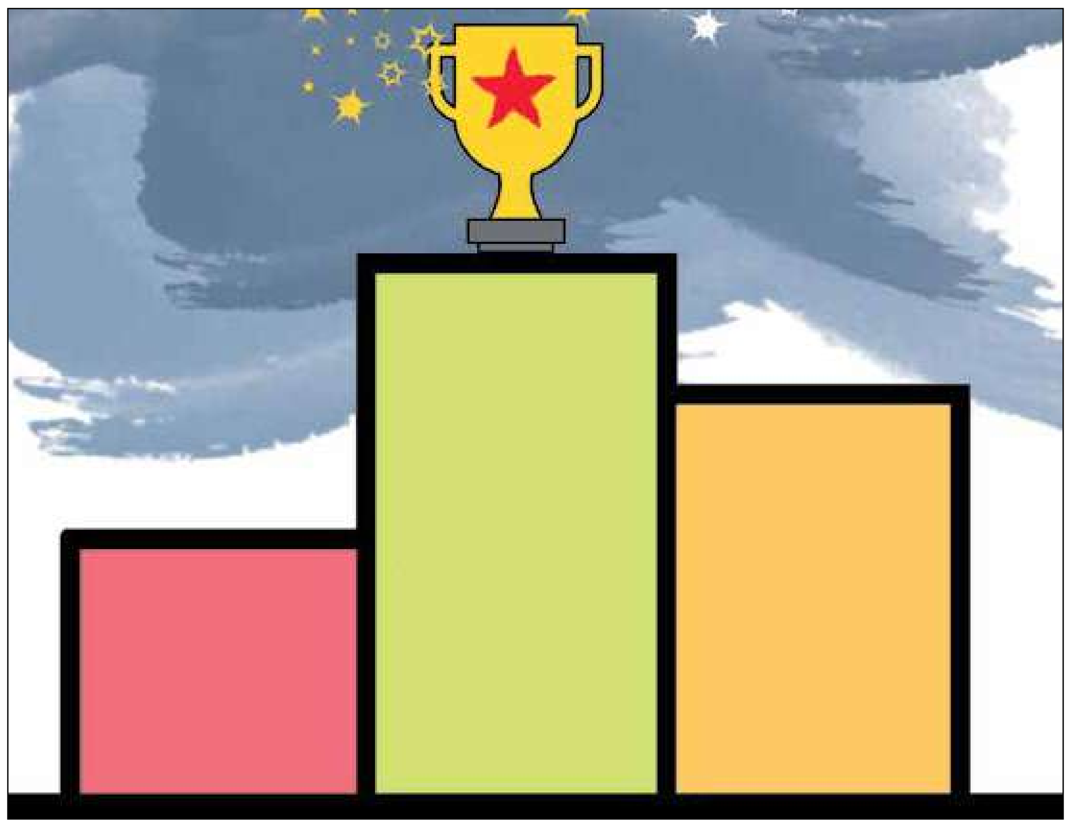

এখনও এমন ঘটে, চিরকালই ঘটবে। নামীদামিদের পাশে হঠাৎ করে উঠে আসে কোনও অখ্যাত অনামী ব্যক্তি, উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায় চারপাশ। কখনও গান, কখনও অভিনয়, কখনও খেলার জগতে এমনটি হামেশাই ঘটে। শিক্ষাঙ্গনে যখন এমন হয়, কোনও নতুন বা স্বল্পখ্যাত প্রতিষ্ঠান পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়ে, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না সহজে।

খেলা, গানবাজনার মতো শিক্ষা জগতেও টি টোয়েন্টি, সারেগামাপাপা এমন অনুষ্ঠানের প্রতীকী উত্তেজনা থাকছে- ফলাফল বেরোলে সেটি ব্রেকিং নিউজ। ন্যাক, এনআইআরএফ, টিএইচই, কিউএস-- এমন কত সব পরীক্ষায় শিক্ষাঙ্গনের আসর জমজমাট। কখনও বেঙ্গালুরুর প্রসিদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান আইআইএসসি’র পাশাপাশি নাম চলে আসছে অল্পখ্যাত ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের। একটিও ইট না গেঁথে বিখ্যাত শিল্পগোষ্ঠীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত সম্ভাবনার তকমা জুটে যাচ্ছে। আবার ভালো লাগছে যখন সুন্দরবনের কিংবা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকার অনামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশ ভালো র‌্যাংকিং করে চমকে দিচ্ছে।

গত দুই দশক ধরে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্ব মেতে আছে তৈলাক্ত দণ্ড বেয়ে বাঁদরের ওঠানামার মতো র‌্যাংকিং নিয়ে প্রতিযোগিতায়। স্বাভাবিকভাবেই এযুগে শুধুমাত্র যুদ্ধ আর প্রেম নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে র‌্যাংকিং সহ সব প্রতিযোগিতাতেও ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম সীমারেখা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। সম্প্রতি দুর্নীতির দায়ে জেলে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘটনা মনে করিয়ে যাচ্ছে এক দশক আগে ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের প্রধান চিকিৎসক মহোদয়ের কুকীর্তির পুনরাবৃত্তি।

মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কাণ্ডের স্মৃতি এখনও টাটকা। ২০১৭ সালে ৬৩৪ জন চিকিৎসকের ডিগ্রি বাতিল হয়েছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশে। সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার কথা বলি। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাক মূল্যায়নে প্রত্যাশিত গ্রেড পেতে বিপুল অঙ্কের উৎকোচ দেয়। সিবিআই পরে গ্রেপ্তার করে পরিদর্শক দলের প্রধান আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্য সদস্যদের।

এটাই প্রথম নয়। ২০২১ সালে করোনা অতিমারির মধ্যে মিথ্যা তথ্যদানের জন্য ন্যাক তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং রাজস্থানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করে।

সময়টি ছিল বিশ্বায়নের দশক। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় দু’দশক পরে সেটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয়েছে আইনসভায়। পরবর্তীকালে কিছু সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিকতায় সেটির পরিমার্জন পরিবর্ধন সংযুক্ত হয়ে ১৯৯২ সালে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়। শিক্ষা জগতের নীতি নির্ধারকরা আগেই লক্ষ করেছেন, আমেরিকা ইউরোপ সহ উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির গুণমান ধরে রাখতে মূল্যায়ন সহ র‌্যাংকিং প্রদান অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠছে।

আমেরিকাতে আশির দশকে ইউএস নিউজ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মান যাচাই শুরু করে। পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে চিনের সাংহাই জিয়াও টং বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে আসে বিশ্বের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের র‌্যাংকিং তৈরি করতে। এই সময় ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের ছত্রছায়ায় সাধারণ ডিগ্রি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাই করতে ১৯৯৪ সালে এনএএসি বা ন্যাক নামক সংস্থা গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন এবং প্রত্যায়ন পরিষদ। এটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা- প্রধান দপ্তর অবস্থিত বেঙ্গালুরু শহরে।

প্রথম প্রথম এটির মূল্যায়ন ও র‌্যাংকিং সাড়া ফেলে দেয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। শুরুতে হোটেল ব্যবসার মতো তারা ভিত্তিতে পাঁচতারা চারতারা চালু করে। সাতটি বিভাগ মিলিয়ে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেলে তবেই পাশ অর্থাৎ অ্যাক্রিডিটেড। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত নয় পয়েন্ট স্কেল ধরে মূল্যায়ন হয়। পরে বিভিন্ন বিভাগে মোট মার্কস ফলাফল বিচার করে সিজিপিএ চালু হয়। ৪ এর মধ্যে ৩.০১-এর উপর হলে এ, ২.০১-৩.০০’এর মধ্যে বি, ১.৫১-২.০০’এর মধ্যে সি আর ১.৫০-এর নীচে ডি অর্থাৎ অকৃতকার্য হওয়ার শামিল। শুধু আবার এ নয়, ৩.২৫-এর উপর নম্বর পেলে এ প্লাস আর ৩.৫০-এর উপর এ ডাবল প্লাস। কয়েক বছরেই ইঁদুর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল এ বা প্লাস প্লাস পেতে- যেনতেনপ্রকারেণ মার্কস চাই। তথ্য সাজানো শুধু নয়, কারচুপির অবতারণা ঘটল কখনও আড়ালে কখনও প্রকাশ্যে। এল উৎকোচ উপঢৌকনের নোংরামি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের র‌্যাংকিং নিয়ে দুর্নীতি শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। আগেই বলেছি ইউএস নিউজ এবং সাংহাই-এর কথা। এর সঙ্গে যোগ দেয় আরও দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা- টাইমস হায়ার এডুকেশন সংক্ষেপে টিএইচই এবং কোয়াককোয়ারেলি সিমন্ডস বা কিউএস। টিএইচই এবং কিউএস র‌্যাংকিং নিয়ে তীব্র বিশ্বায়ত প্রতিযোগিতা। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ফলাফল নিয়ে বিতর্ক প্রতিনিয়ত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই র‌্যাংকিং নিয়ে দুর্নীতি শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। আগেই বলেছি ইউএস নিউজ এবং সাংহাই-এর কথা। এর সঙ্গে যোগ দেয় আরও দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা- টাইমস হায়ার এডুকেশন সংক্ষেপে টিএইচই এবং কোয়াককোয়ারেলি সিমন্ডস বা কিউএস। এই মুহূর্তে টিএইচই এবং কিউএস র‌্যাংকিং নিয়ে তীব্র বিশ্বায়ত প্রতিযোগিতা। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ফলাফল নিয়ে বিতর্ক প্রতিনিয়ত। তথ্যসূত্র এবং সেই সংক্রান্ত মূল্যায়ন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। ফলাফলের বিচারে অর্থনৈতিক লাভক্ষতি আছে, জড়িয়ে যাচ্ছে শাসক সরকার এবং রাজনৈতিক রং।

স্বাভাবিকভাবে সব দেশে এইসব দুর্নীতি কীভাবে দূর করা হবে, তা নিয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। ভারতবর্ষে কম্প্রিহেনসিভ প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট বা সিপিসিএ আইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৮ সালে। তাতে কী যায় আসে? সুরাহার কথা ভেবে চিকিৎসাবিদ্যার স্বয়ংশাসিত পুরোনো এমসিআই সংস্থা ভেঙে গঠিত হয়েছিল নতুন করে রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বিজ্ঞান আয়োগ- এনএমসি। গত বছরেই ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে ব্যাপক কারচুপি ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট আয়োগ বা আধিকারিকদের কাছে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিয়ে প্রায়ই নানা অভিযোগ ওঠে। সঠিক পরিকাঠামো নেই, কিন্তু লাভজনক প্রতিষ্ঠান যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এবং ব্যবসাশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে সহজেই অনুমোদন মিলে যায়।

পুনর্মূল্যায়ন কখনো-কখনো একই রকম বিতর্ক টেনে আনে। ন্যাকের মূল্যায়ন তাই আবার পরিবর্তিত হচ্ছে রাধাকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশকে মান্যতা দিয়ে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন কাঠামো ঘোষিত হয়েছে- বেসিক বা বাইনারি এবং এমবিজিএল অর্থাৎ ম্যাচিউরিটি বেসড গ্রেডিং লেভেল। আরও বজ্রকঠিন নাগপাশে মূল্যায়ন ও প্রত্যায়নকে বেঁধে ফেলে ভুয়ো তথ্য এবং অর্থ-উৎকোচ-উপঢৌকনের বিষাক্ত পরিসরকে দূর করবে। কিন্তু এও জানি, এই নতুন পদ্ধতির ফাঁকফোকর বেরিয়ে আসবে- শুরু হবে কোন অজানা নতুন খেলা। ফার্স্ট বয় কে না হতে চায়- যেনতেনপ্রকারেণ।

(লেখক কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষক)

আজ

১৯৪৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার।

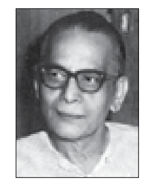

১৯৮০

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

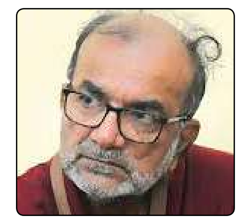

সৌগতবাবুরা যে এখন আরএসএসের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন, এটা স্পষ্ট। যত মানুষের আন্দোলন বাড়বে, তত ওঁদের মুখোশ খুলে পড়বে। যাদবপুর মেধাচর্চার কেন্দ্র। ওঁরা সেখানে এই কাজ (হামলা) করার চেষ্টা করলে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়বেন।

- বিকাশ ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

দিল্লির মোহন গার্ডেনে এক মহিলার কীর্তি সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। মহিলাটি মাঝরাস্তায় বাস থামান। বাসের সামনে গিয়ে দু’হাতে গায়ের জোরে ঠেলতে থাকেন। পরে রাস্তার মাঝে শুয়ে পড়েন। তাঁর সেই আচরণে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

ভাইরাল/২

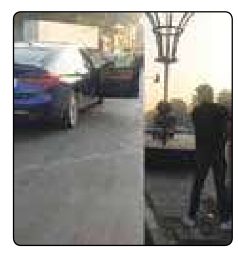

রাস্তার মাঝে দাঁড় করানো নীল রঙের বিএমডব্লিউ। গাড়ির ভিতরে বিয়ারের বোতল নিয়ে বসে একজন। আরেকজন গাড়ি থেকে নেমে জনসমক্ষে প্রস্রাব করছেন। এক পথচারী ভিডিও করলে তাঁর দিকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন ওই তরুণ।

জনমন জনমত

সম্মান কি শুধু নারী দিবসে?

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ৮ মার্চ সকাল বা বলা ভালো ৭ মার্চ রাত বারোটা থেকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সহ বিভিন্ন সমাজমাধ্যম নানা ধরনের ছবি, ইমোজি, ওয়ালপেপারে ভরে গিয়েছিল। ক্যাপশন ছিল একটাই - ‘হ্যাপি উইমেন্স ডে’। কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন মিম বানিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ৮ মার্চ সকাল থেকে এসবের মাতামাতি দেখে মনে হয় নারী যেন সবার চোখে কত না শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার, সম্মানের পাত্রী। কিন্তু আদতে সে গুড়ে বালি। ওই একটি দিনে সবাই বা বলা ভালো বেশিরভাগই পারলে নারীকে গাছের মগডালে বসিয়ে দেন। আর তারপর দিন মই কেড়ে নেন। এবার নারী তুমি বোঝো, কীভাবে গাছ থেকে নামবে। তখনই ভালোবাসা, সম্মানের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শতকরা ৬০ জন নারী স্বাধীনভাবে নিজের মর্জিমতো চলতে পারলেও বাকি ৪০ জন নারী আজও পরাধীন, শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আজও তাকে বাড়ির লোকের অনুমতি নিয়েই সব কাজ করতে হয়। পরিবারের সবার ইচ্ছেমতো চলতে হয়। আর তারপর তো নারীর কপালে জোটে কত না গালমন্দ! এসব ছাড়াও নারী যখন কোনও ধর্ষকের বলি হয়, তখন মনে হয় শুধু শুধু এই তারিখটা পালন করার কী অর্থ?

যেদিন অভয়ার সুবিচার হবে, অভয়ার মতো মেয়েরা সমাজের পরোয়া না করে মাথা উঁচু করে চলবে, কোনও নিয়মশৃঙ্খলার জালে আবদ্ধ না রেখে মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়তে পারবে, যেদিন পুরুষের বিকৃত কামের বলি হতে হবে না - সেদিনই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সার্থকতা আসবে, তার আগে নয়।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

দৃষ্টিহীনদের খবরের জন্য ধন্যবাদ

৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত ‘দৃষ্টিহীনদের স্কুলে দৃষ্টি নেই কারও’ শীর্ষক খবরটি জনমানসে অত্যন্ত আলোড়ন তৈরি করেছে। এত তথ্যসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ খবর প্রকাশ করার জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। একইসঙ্গে সাহস করে খবরটি করার জন্য কোচবিহারের প্রতিনিধি তন্দ্রা চক্রবর্তী দাসকেও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, যদি ধারাবাহিকভাবে দৃষ্টিহীনদের সমস্যাগুলি উপস্থাপন করা যায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহলে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করা যাবে।

শুধু দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারেই নয়, দুঃস্থ অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরও খবর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করে এই পত্রিকা। আমি নিজে কয়েকজন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। অত্যন্ত যত্ন সহকারে ওদের খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের রাষ্ট্রনায়করাও দৃষ্টিহীন তথা বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তাঁদের কাছে দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য পৌঁছায় না। আমার বিশ্বাস, এই খবরটিও যদি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে তাহলে তিনি অবশ্যই যথার্থ পদক্ষেপ করবেন।

বিপদতারণ দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পর্যটনে অতিনির্ভরতায় নষ্ট ভারসাম্য

উন্নয়নের পাশাপাশি দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের বাসিন্দাদের বড় উদ্বেগ স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা নিয়ে।

রুদ্র সান্যাল

পাহাড়ে ঘুরতে গেলে একটা কথা নিয়মিত শোনা যায় স্থানীয় মানুষের মুখে, ‘আমরা উন্নয়ন চাই। তবে আমরা চাই না, আমাদের পরিচয় হারিয়ে যাক।’

দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং পাহাড়ে সর্বত্র এক ছবি। এই বক্তব্য শুধু এক স্লোগান নয়, বরং এটি তাঁদের দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। উন্নয়ন প্রত্যেক সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার সঙ্গে যদি স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতিগত পরিচয় বিলীন হয়ে যায়, তাহলে সেই উন্নয়ন প্রকৃত অর্থে কোনও সম্প্রদায়ের কল্যাণ বয়ে আনে না। বাংলার পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ ঠিক এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে!

দার্জিলিং পাহাড়ের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বেড়াতে গেলে যে কেউ বুঝবেন, এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান এখনও অনেক পিছিয়ে। পর্যটন এই অঞ্চলের প্রধান আয়ের উৎস হলেও, এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট করছে। ফলে তরুণরা বাধ্য হচ্ছেন সমতলে শহরমুখী হতে।

উলটোদিকে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প ও বড় বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগ এলেও, সেগুলোর বাস্তবায়নে পাহাড়ের মানুষের চাহিদাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছোচ্ছে কম, আর বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা সুবিধাভোগী হয়ে উঠছেন।

পাহাড়ে বেড়াতে গেলে একটা কথা বোঝা যায়। উন্নয়নের পাশাপাশি দার্জিলিং-কালিম্পংবাসীর সবচেয়ে বড় উদ্বেগ, তাঁদের স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। গোর্খা, লেপচা, ভুটিয়া, শেরপা- এই জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদের ভাষা, ঐতিহ্য, পোশাক ও জীবনধারা ধরে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে এই পরিচয় রক্ষার লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে আছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো এই আন্দোলনকে কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ খুব কমই নেওয়া হয়েছে।

ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণও এখানে বড় চ্যালেঞ্জ। দার্জিলিংয়ের প্রধান ভাষা নেপালি, যা সংবিধানের স্বীকৃত হলেও সরকারি নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার চাপে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। একইসঙ্গে, বহিরাগতদের ক্রমবর্ধমান বসতি স্থাপন ও ব্যবসার বিস্তার স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, উন্নয়নের নামে যদি এই বহিরাগত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তবে স্থানীয় জনগণের আত্মপরিচয় একসময় মুছে যেতে পারে।

এর পাশাপাশি চোখে পড়ে, পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উন্নয়নের পথকে জটিল করে তুলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধের কারণে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদি সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। আন্দোলন ও ধর্মঘট পাহাড়ের অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলেছে, যার ফলে তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থান সংকটে পড়ছে।

পাহাড়ি মানুষ উন্নয়ন প্রত্যাশা করেন, তবে সেই উন্নয়ন যেন তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি, কিন্তু তা যেন তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিনিময়ে না হয়। কোনও জাতির প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তা তাদের ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে একীভূত হয়।

সরকার ও স্থানীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব হল এমন একটি নীতি গ্রহণ করা, যেখানে উন্নয়ন ও সংস্কৃতি একসঙ্গে টিকে থাকবে। পাহাড়ের মানুষ তাঁদের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সঠিক নেতৃত্ব এবং সচেতন নাগরিক অংশগ্রহণ। দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ সেই ভারসাম্য রক্ষা করেই উন্নয়নের পথ দেখতে চান।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। আইন, বিধি ৪। খেজুর ৫। হাবলা, বোবা ও কালা ৭। প্রতিকারের কোনও পথ নেই এমন, নিরুপায়, অসহায় ৮। আধ পাকা, ভিতরে কাঁচা কিন্তু বাইরে পাকা ৯। বৃত্তিমূলক কাজে সুখ্যাতি, দক্ষতার খ্যাতি ১১। প্রকৃত, যথার্থ ১৩। আপস, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত ১৪। দিন, সারাদিন ১৫। বোনা, তাতে কাপড় বোনা।

উপর-নীচ : ১। ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা ২। পশুপাখির তীক্ষ্ন নখ ৩। নিন্দা, অপবাদ, অখ্যাতি ৬। ছোট বাগান, উপবন ৯। তীক্ষ্ন দাঁতওয়ালা হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ ১০। শরৎকালের চাঁদ ১১। ইন্দ্র ১২। কথাবার্তা, কথন।

সমাধান ■ ৪০৮৪

পাশাপাশি : ১। তটভূমি ৩। জহর ৫। ককবরক ৭। নোটন ৯। পামর ১১। কালভৈরব ১৪। মকুব ১৫। দলাদলি।

উপর-নীচ : ১। তড়পানো ২। মিশুক ৩। জবাব ৪। রসিক ৬। রক্তিম ৮। টহল ১০। রসকলি ১১। কালাম ১২। ভৈরব ১৩। বরদ

বিন্দুবিসর্গ

কুম্ভের জল, বদলে গেল দূষণ রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সঙ্গমে সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভের জলে মারাত্মক দূষিত পদার্থ, ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতির কথা জানিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)। ওই রিপোর্ট নিয়ে হইচই শুরু হলেও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাতে কর্ণপাত করেননি। বরং তিনি দাবি করেছিলেন, স্নান তো বটেই, ত্রিবেণি সঙ্গমের জল পানেরও যোগ্য। এবার নিজেদের আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও জানিয়েছে, ত্রিবেণি সঙ্গমের জল মহাকুম্ভের সময় স্নানের উপযুক্তই ছিল। তাতে বিপজ্জনক ব্যাকটিরিয়াও ছিল না। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালকে দেওয়া এক রিপোর্টে সিপিসিবি জানিয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম তথ্য উঠে আসছে। তাই নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সার্বিকভাবে গোটা সঙ্গম এলাকার হিসাব ধরলে জলের মান ঠিকই ছিল। স্নানেরও উপযুক্ত ছিল।

১২ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহে দু-বার করে গঙ্গার পাঁচটি স্থানে এবং যমুনা নদীর দুটি জায়গা থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে সার্বিকভাবে ওই জল স্নানের উপযুক্ত বলে জানানো হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছিল। ৭ মার্চ গ্রিন ট্রাইবিউনালের ওয়েবসাইটে তা আপলোড করা হয়েছে। মহাকুম্ভ মিটতেই কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে কেন নতুন করে রিপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এমএনএস নেতা রাজ ঠাকরে সরাসরি মহাকুম্ভের জল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মহারাষ্ট্রের মহায্যুতি সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালেও তিনি গঙ্গার দূষিত জলে স্নান করাকে কুসংস্কার বলে সরাসরি তোপ দেগেছেন।

স্নানের যোগ্য জল, ভোলবদল কেন্দ্রীয় পর্ষদের

শনিবার দলের ১৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ ঠাকরে বলেন, 'আমাদের দলের নেতা বালা নন্দগাঁওকর আমার জন্য মহাকুম্ভের খানিকটা জল নিয়ে এসেছিলেন। ওঁকে আমি সাফ বলেছি, ওই জলে আমি স্নান করব না। ওই জল কে পান করবেন? করোনা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মানুষ ২ বছর ধরে মুখে মাস্ক পরে ঘুরছিলেন। আর এখন তাঁরাই মহাকুম্ভে গিয়ে স্নান করেছেন। ওই গঙ্গায় কে পুণ্যস্নান করবেন?' গঙ্গার দূষণের প্রসঙ্গ তুলে বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো বলেন, 'আস্থার অর্থ থাকা উচিত। দেশের একটিও নদী স্বচ্ছ নয়। অথচ আমরা সেগুলিকে আমাদের মা বলি। বিদেশে নদীকে মা বলা হয় না। অথচ সেগুলি পুরোপুরি স্বচ্ছ। আমাদের সমস্ত নদী দূষিত। হয় কেউ স্নান করছেন, নয়তো কাপড় কাচছেন।' রাজ বলেন, 'আমি রাজীব গান্ধির সময় থেকে শুনছি গঙ্গা পরিষ্কার করা হবে। অথচ এখনও পর্যন্ত তা হল না। মানুষের উচিত, কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে বুদ্ধি খাটানো।'

গোধূলিবেলায় পাখিদের ঘরে ফেরা দেখতে পর্যটকদের বোটযাত্রা। রবিবার প্রয়াগরাজে।

অসুস্থ ধনকর, আরোগ্য কামনা মোদির

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : গুরুতর অসুস্থ উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। বুকে ব্যথা অনুভব করায় রবিবার তাঁকে নয়াদিল্লির এইমসের কার্ডিয়াক বিভাগে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। ধনকরের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এইমসে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এইমসে গিয়েছিলাম। আমি ওঁর সুস্বাস্থ্য এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' ধনকরকে দেখতে যান বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাও। সোমবার থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যসভার চেয়ারম্যান অসুস্থ থাকায় তিনি আগামী কিছুদিন রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন না।

জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত ৪

মুম্বই, ৯ মার্চ : জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন ৫ কর্মী। সেখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। একজনকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে নাগপদ এলাকায় ৫ শ্রমিক জলের ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন। অনেক্ষণ পরেও তাঁরা বের না হওয়ায় সন্দেহ হয় অন্যদের। ডাকাডাকি করেও ট্যাংকে নামা শ্রমিকদের সাড়া মেলেনি। খবর যায় দমকলে। দমকলকর্মীরা ৫ জনকে অচৈতন্য অবস্থায় বার করে আনেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ৪ শ্রমিককে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের নাম হাসিপাল শেখ (১৯), রাজা শেখ (২০), জিয়াউল্লা শেখ (৩৬) এবং ইমান্দু শেখ (৩৮)। হাসপাতালে পুরহান শেখ (৩১) নামে এক শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে।

বাংলাদেশে একের পর এক ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। রবিবার।

পরপর ধর্ষণে উত্তাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ মার্চ : 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শহর, শহরতলি রাত জেগেছিল এই স্লোগানকে সামনে রেখে। এবার তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল পদ্মাপারের একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পালিত রাতদখল কর্মসূচিও। মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া এক আট বছরের শিশু সহ সারা দেশে একাধিক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাঠি হাতে মিছিল করেন পড়ুয়ারা। তাঁদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও। রাজু ভাস্কর্য থেকে শুরু করে ভিসি চত্বর, নীলখেত, কাঁটাবন, শাহবাগ মোড় ঘুরে মিছিলটি আবার রাজু ভাস্কর্যে শেষ হয়।

মিছিলে স্লোগান ওঠে, 'জান-মালের নিরাপত্তা দে, নইলে গদি ছেড়ে দে'। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর অপসারণ, দ্রুত ট্রাইবিউনালে সমস্ত ধর্ষণ কাণ্ডের বিচার সহ মোট নয় দফা দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন লেখক নিগার সুলতানাও। শনিবার মধ্যরাতেও পড়ুয়ারা ধর্ষণ কাণ্ডের বিচার চেয়ে একটি সমাবেশ করেছিলেন। ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ, সমাবেশ করে। সেই প্রতিবাদ সমাবেশেও স্লোগান ওঠে, 'আমার সোনার বাংলায় ধর্ষকদের ঠাঁই নাই'।

বিচারের দাবিতে পথে পড়ুয়ারা

মাগুরা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ধর্ষণের ঘটনায় সুর চড়িয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ধর্ষকদের কোনও স্থান নেই। ধর্ষণের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে।' অপরদিকে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, '১৫ দিনে তদন্ত শেষ করে ৯০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের মামলার বিচার সম্পন্ন করা হবে।' এদিকে বিক্ষোভের কারণে মাগুরার ঘটনায় ধৃতদের এদিন আদালতে হাজির করতে পারেনি পুলিশ। মাগুরা সরকারি হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি কলেজ থেকে মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মাগুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মূল ফটকের সামনে জড়ো হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁরা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

ঝড় ওঠার সম্ভাবনা ট্রাম্প, ওয়াকফ নিয়ে বিতর্কে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। এই পর্বে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক বার্তা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষেই সুর চড়ানোর কৌশল নিয়েছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। মণিপুরে নতুন করে যে অশান্তি শুরু হয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা চাইতে পারে বিরোধীরা। সেই রাজ্যে অবশ্য এখন রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে। তাই রাজ্যের জন্য পৃথক বাজেটের অনুমোদন চাইতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সিদ্ধান্ত সংসদে অনুমোদন করাতে চান শা। সোমবার থেকে শুরু হয়ে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ চলবে।

বিরোধীরা অবশ্য সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, ত্রিভাষা নীতির মতো একাধিক ইস্যুকে এবার হাতিয়ার করেছে। ভুয়ো এপিক নম্বর বরাদ্দ করা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধতে চাইছে তৃণমূল। এই ইস্যুতে অন্য বিরোধী দলগুলিকেও পাশে পেতে মরিয়া রাজ্যের শাসকদল। ইতিমধ্যে তৃণমূল, কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী দলের চাপে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, যাঁদের নকল এপিক কার্ড আছে তাঁদের তিন মাসের মধ্যে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। পাশাপাশি নতুন ভোটারদেরও ওই কার্ড দেওয়া হবে। তৃণমূলের অভিযোগ, বহিরাগত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকাতেই কারচুপি করা হয়েছে। ভূতুড়ে ভোটার তাড়াতে রীতিমতো কোমর বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল।

বাজার মাতাচ্ছে ফরাসি ফ্যাশন ব্র্যান্ড কোম্পানির নতুন সৃষ্টি ওয়ান লেগ জিনস। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জিনসে একটি পা ঢাকা। অন্যটি হাফপ্যান্টের ধাঁচে কাটা। জিনসের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৩৮ হাজার টাকা।

অশান্তি থামলেও থমথমে মণিপুর

ইম্ফল, ৯ মার্চ : নতুন করে অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি ঠিকই। কিন্তু মহাসড়কগুলিকে অবরোধমুক্ত করার শাহি নির্দেশ ঘিরে হিংসার জেরে রবিবারও থমথমে থাকল মণিপুর। কুকি-জো গোষ্ঠীর তরফে রবিবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধের ডাক দেওয়া হয়। তার জেরে কাংপোকপি জেলার স্বাভাবিক জন-জীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়। শনিবার কাংপোকপি জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১ জন প্রতিবাদী মারা যান। মহিলা এবং নিরাপত্তাকর্মী সহ ৪০ জনেরও বেশি আহত হন। এদিন গামঘিপাই এবং জেলার অন্য এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ইম্ফল-ডিমাপুর মহাসড়কে যাতে যান চলাচলে কোনওরকম বাধাবিঘ্ন তৈরি না হয় সেজন্য বাহিনীর টহলদারিও ছিল চোখে পড়ার মতো। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত বাহিনীর সঙ্গে কুকিদের দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে। কুকি-জো কাউন্সিলের ডাকা বনধকে সমর্থন জানায় আইটিএলএফ। এক বিবৃতিতে তারা বলে, 'গতকাল কুকি-জো এলাকার মধ্যে দিয়ে মেইতেইদের যাতায়াতের যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে, তার প্রতিবাদেই আন্দোলন শুরু হয়েছে কাংপোকপিতে। নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিবাদীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে। যাঁরা গতকাল প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে আমরা সম্মান করি।' এদিকে মণিপুর পুলিশ বলেছে, কুকিদের হামলায় ২৭ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান আহত হয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় আক্রান্ত হিন্দু মন্দির

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৯ মার্চ : কানাডার পর এবার আমেরিকায় আক্রান্ত হল হিন্দু মন্দির। সম্প্রতি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার চিনো হিলসে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় স্থান বিএপিএস শ্রী স্বামী নারায়ণ মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মন্দির তছনছ করার পাশাপাশি একাধিক জায়গায় ভারত বিরোধী স্লোগান লিখেছে তারা। আমেরিকায় বসবাসকারী হিন্দুদের ভারতে ফিরে যেতে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। কোনও গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার না করলেও ঘটনার পিছনে খালিস্তানপন্থীদের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মন্দিরে ভাঙচুরের জেরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। বিষয়টি নজরে আসার পর কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকও। মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে লিখেছেন, 'ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের কথা জানা গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে। সব ধর্মস্থানকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রশাসনের কাজ।'

প্রতিবাদ জানিয়েছে আমেরিকায় হিন্দুদের যৌথ মঞ্চ 'কোয়ালিশন অফ হিন্দুজ ইন নর্থ আমেরিকা'। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'হিন্দু সম্প্রদায় ঘৃণার বিরুদ্ধে অবিচল রয়েছে। চিনো হিলস তথা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেন। আমরা এখানে কখনোই ঘৃণাকে শিকড় ছড়াতে দেব না। মন্দিরে হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে এফবিআই প্রধান কাশ প্যাটেল, গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর তুলসী গাবার্ড এবং চিনো হিলস পুলিশ বিভাগকে তদন্তের অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

নিন্দা ভারতের

> ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের কথা জানা গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে। সব ধর্মস্থানকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রশাসনের কাজ।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

কাঠুয়া হত্যাকাণ্ড
নেপথ্যে কি সন্ত্রাস যোগ

জম্মু, ৯ মার্চ : কাঠুয়া জেলার বিলাওয়ার তহশিলে তিনজন নাগরিককে খুনের ঘটনায় সন্ত্রাসবাদী যোগ থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। একই মত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনেরও। শনিবার মালহার এলাকার ইসু নালা থেকে বরুণ সিং (১৫) নামে এক কিশোর, ও তার কাকা যোগেশ সিং (৩২) এবং দর্শন সিং (৪০)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা থমথমে রয়েছে। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'তিন নাগরিককে এভাবে হত্যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। একটি শান্তিপূর্ণ এলাকার পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য গভীর চক্রান্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব নিজে জম্মুতে যাচ্ছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন রবিবার। লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। তিন নাগরিকের হত্যাকাণ্ডের জেরে বানি, বিলাওয়ার এবং কাঠুয়া সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বনধ পালিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রমুখ এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন।

যোগী-রাজ্যে খুন সাংবাদিক

লখনউ, ৯ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে গুলি করে খুন করা হল এক সাংবাদিক তথা আরটিআই কর্মীকে। শনিবার সীতাপুরে লখনউ-দিল্লি হাইওয়েতে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। নিহতের নাম রাঘবেন্দ্র বাজপেয়ী। জানা গিয়েছে, বাইকে সওয়ার দুষ্কৃতীরা প্রথমে তাঁর পিছু নেয়। তারপর তারা সোজা রাঘবেন্দ্রের বাইকে ধাক্কা মারে। তিনি বাইক থেকে পড়ে গেলে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি চালানো হয়। প্রথমে এই ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু জখম অবস্থায় ওই সাংবাদিককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি মৃত বলে জানিয়ে দেন চিকিৎসকেরা। ৩৫ বছরের রাঘবেন্দ্রর কাছে শনিবার দুপুরে একটি ফোন আসে। ফোন পেয়েই তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। তার কয়েকঘণ্টা পর বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তবে কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড, সেই সম্পর্কে এখনও ধন্দে পুলিশ। কোনও এফআইআরও দায়ের করা হয়নি। সীতাপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবীণরঞ্জন সিং বলেন, রাঘবেন্দ্রের কাঁধে এবং বুকে গুলি লেগেছিল। খুনের পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় আততায়ীরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বালুচিস্তানে হত মুফতি মীর

কোয়েটা, ৯ মার্চ : অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন কুলভূষণ অপহরণের মাস্টারমাইন্ড। বালুচিস্তানের মৌলবাদী নেতা মুফতি শাহ মীরের মৃত্যুর খবরে স্বস্তিতে ভারত। গতবছরও দু-বার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে নমাজ সেরে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আততায়ী একের পর এক গুলি চালায়। গুরুতর জখম মুফতিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাক পুলিশ।

২০১৬ সালের ৩ মার্চ গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ যাদবকে গ্রেপ্তার করে পাক সেনা। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেপ্তারিতে মুফতির বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, মানব পাচার ও ভারতে সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশেও মুফতির যোগ ছিল। এমনকি বালুচিস্তানে হেপাজতে থাকা কয়েকজন তরুণকে অপহরণ ও হত্যাতেও নাম জড়ায় তাঁর।

হোয়াইট হাউসের কাছে গুলির লড়াই

ওয়াশিংটন, ৯ মার্চ : পরপর গুলির শব্দে কেঁপে উঠল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউস চত্বর। শনিবার মাঝরাতের ঘটনার পর হোয়াইট হাউসের আশপাশের এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, একজন বন্দুকবাজ হোয়াইট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। ওই ব্যক্তিকে আটকানোর চেষ্টা করেন সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মীদের দেখে গুলি চালাতে শুরু করে বন্দুকবাজ। পালটা গুলি চালায় সিক্রেট সার্ভিস। গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে হামলাকারী। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বন্দুকবাজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি। ঘটনার সময় হোয়াইট হাউসে ছিলেন না ট্রাম্প।

বন্দুকবাজ ইন্ডিয়ানা রাজ্যের বাসিন্দা। তার সম্পর্কে আগেই সিক্রেট সার্ভিসকে সতর্ক করেছিল স্থানীয় পুলিশ। হোয়াইট হাউস থেকে মাত্র একটি ব্লক দূরে গাড়ি পার্ক করার সময় তাকে দেখতে পান সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তাকর্মীরা। সন্দেহ হতেই নিরাপত্তাকর্মীরা তার দিকে এগিয়ে যেতেই শুরু হয় গুলির লড়াই। কী কারণে ওই ব্যক্তি হোয়াইট হাউসের কাছে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দা বিভাগ।

মার্কিন পণ্যে শুল্ক হ্রাসের ইঙ্গিত দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ : আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর থেকে শুল্কের পরিমাণ কমাতে চলেছে ভারত। সম্প্রতি একথা জানিয়ে কৃতিত্ব দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও রবিবার পর্যন্ত ভারত সরকারের তরফে সরকারিভাবে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। কেন্দ্রের একটি সূত্রে আমেরিকার পণ্যের ওপর কর কমানোর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, কোনও দেশের পণ্যে শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। ভারত নিজের স্বার্থে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। কূটনৈতিক চাপ এক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি উড়িয়ে দিয়ে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি থেকেই বাণিজ্য ইস্যুতে কেন্দ্রের নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিদেশে ভারতের রপ্তানি বাড়াতে এবং এদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে আমেরিকার জিনিসপত্রের ওপর কর কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। অতীতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সুইৎজারল্যান্ড এবং নরওয়ে থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ কমানো হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে আমেরিকা। ট্রাম্প সরকার ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। দিল্লিকে চাপে ফেলে শুল্ক হ্রাসে বাধ্য করেছেন বলে ট্রাম্প যে দাবি করেছেন সরকারি সূত্রে তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'ভারত আমাদের ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপিয়েছে। আপনারা ভারতে কিছুই বিক্রি করতে পারেন না। যাই হোক, এবার ওরা একমত হয়েছে। এখন ভারত শুল্কের হার অনেক কমাতে চাইছে। কারণ, কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে।' ট্রাম্পের মন্তব্যের রেশ ধরে কেন্দ্রের কাছে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস।

আইফায় সেরা চমকিলা

জয়পুর, ৯ মার্চ : ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (আইফা)-এ সেরা ছবির শিরোপা পেল অমর সিং চমকিলা। এই ছবির সুবাদে সেরা পরিচালকের তকমা পেয়েছেন ইমতিয়াজ আলি। শনিবার জয়পুরে আয়োজিত আইফা ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ অমর সিং চমকিলার পাশাপাশি নজর কেড়েছে দো পাত্তি, সেক্টর ৩৬-এর মতো ছবি। দো পত্তিতে দুরন্ত অভিনয়ের জন্য সেরা মুখ্য চরিত্র অভিনেত্রী হয়েছেন কৃতি স্যানন। সেরা মুখ্য চরিত্র অভিনেতা হয়েছেন বিক্রান্ত মাসে (সেক্টর ৩৬)। সিরিজ ক্যাটিগোরি বিভাগে সাড়া ফেলেছে পঞ্চায়েত ওয়েব সিরিজের তৃতীয় সংস্করণ। পঞ্চায়েত সিজন থ্রিতে অভিনয় করে সেরা মুখ্য চরিত্র অভিনেতা হয়েছেন জিতেন্দ্র কুমার।

বাকিদের খোঁজে জারি তল্লাশি
তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে উদ্ধার ১ মৃতদেহ

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চ : দীর্ঘ ১৬ দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে রবিবার তেলেঙ্গানার নাগারকুর্নুলের এসএলবিসি সুড়ঙ্গ থেকে একজন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করল উদ্ধারকারী দল। বাকি সাতজনকে উদ্ধারে এখনও জারি রয়েছে তল্লাশি। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ওই সুড়ঙ্গের একটি অংশ আচমকা ধসে পড়ে। সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়াররা। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্ধারে নামানো হয় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। বিশেষ এক ধরনের রোবটও ব্যবহার করা হয়। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনা সহ ১২টি উদ্ধারকারী দলের মোট ৭০০ জন সদস্য উদ্ধারকাজে নেমেছেন। যে অংশে শ্রমিকরা আটকে পড়েছিলেন, তার অনেকটাই কাছে পৌঁছে গিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা একজনের মৃতদেহ যন্ত্রের মধ্যে আটকে থাকতে দেখেছি। তাঁর শুধুমাত্র হাত দেখা যাচ্ছিল। উদ্ধারকারী দল ওই যন্ত্রটি কেটে মৃতদেহ উদ্ধার করে।' উদ্ধারকাজে সবরকমের সাহায্য করছে তেলেঙ্গানা প্রশাসন।

প্লাস্টিকের জলের বোতলে না বিয়েবাড়িতে

তিরুবনন্তপুরম, ৯ মার্চ : বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান মানেই দেদার খাওয়া-দাওয়া। আর সেই ভোজন বিলাসিতার অপরিহার্য অঙ্গ হল প্লাস্টিকের বোতলে পানীয় জল। অনুষ্ঠান শেষে সেইসব বোতলের স্তূপ নজরে আসে। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহারে রাশ টানতে এবার সক্রিয় হল কেরল হাইকোর্ট। সম্প্রতি পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত একটি মামলার পর্যবেক্ষণে আদালত জানিয়েছে, বিয়ের মতো অনুষ্ঠানে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার অনুচিত। কীভাবে এর ব্যবহার আরও কমানো যায় তা খতিয়ে দেখতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সরকারি, বেসরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে প্লাস্টিকের ছোট জলের বোতল ব্যবহার বন্ধ করার পক্ষেও অবস্থান স্পষ্ট করেছে আদালত।

রাজ্যপালের নামে ফেক প্রোফাইল

কলকাতা, ৯ মার্চ : সমাজমাধ্যমে খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নাম করে ফেক প্রোফাইল তৈরি করে টাকা তোলা শুরু হল। দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষ অভিযোগ করছেন, তাঁদের নামে ফেসবুক সহ বিভিন্ন জায়গায় ফেক প্রোফাইল তৈরি করে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। রবিবার রাতে রাজভবন থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের নাম করেও এরকম ফেক প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ওই ফেক প্রোফাইলকে ব্যবহার করে নানা সরকারি সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা চাওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজভবন থেকে জালিয়াতদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, যদি এখনই এই কাজ বন্ধ না হয় তাহলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে একইসঙ্গে রাজভবন থেকে জানানো হয়েছে, আইনি পদক্ষেপ শুরু হওয়ার পর আগের তুলনায় জালিয়াতিমূলক কাজকর্ম কিছুটা কমেছে। সাইবার অপরাধ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ নতুন দুটি পদ সৃষ্টি করতে চলেছে। এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই সার্কুলার জারি করা হবে। তার আগে খোদ রাজ্যপালের নাম ব্যবহার করে এভাবে সমাজমাধ্যমে সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ।

নীল বসন্ত

প্রথম পাতার পর

ক্যাচ মিসের রোগ কিউয়ি ফিল্ডিংয়ের সময়ও দেখা গিয়েছে। মিচেল, কাইল জেমিসনদের ক্যাচ হাতছাড়া হওয়া ম্যাচের ভাগ্যনির্ধারণে বড় ভূমিকা নিয়েছে নিশ্চিতভাবেই।

জাড্ডুর ব্যাট থেকে জয়ের শটটা আসার পর ফিল্ডিংয়ের এই হতাশা পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। কারণ, মরু শহরের নীল গ্যালারিতে তেরঙা ঝড় উঠেছে যে।

বিকল্প জাতীয় সড়ক হবে দুই লেনের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : সেবক থেকে গ্যাংটক, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক টু লেন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আগেই। এবার নীতিন গড়করির সড়ক পরিবহণমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিল, পেডং থেকে লাভা পর্যন্ত সংকীর্ণ অথচ বিকল্প ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক টু লেন করা হবে। কেন্দ্রের তরফে এর জন্য প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৮.৬ কিলোমিটার রাস্তাটির কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে আড়াই বছর।

যে সংস্থা এই রাস্তা নির্মাণের বরাত পাবে, কাজ শেষ হওয়ার পর আগামী পাঁচ বছর রাস্তাটি মেরামতের দায়িত্ব থাকবে তাদের। মন্ত্রক একটি নির্দেশিকায় এ কথা জানিয়েছে। এই রাস্তাটি যাতে চওড়া করা হয়, তার জন্য অনেকদিন ধরে তদ্বির করছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। রবিবার তিনি বলেন, 'পেডং থেকে লাভার রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় প্রায়দিনই যানজট তৈরি হয়। টু লেনের কাজ শেষ হলে এই সমস্যা মিটবে। কালিম্পং, ডুয়ার্সের পাশাপাশি শিলিগুড়ি এবং সিকিমের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন।'

এদিকে বর্ষা যত এগিয়ে আসছে ততই ভীতি বাড়াচ্ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কেননা, বর্ষার সময় দিনের পর দিন সড়কটি বন্ধ থাকার নজির রয়েছে। গত বছরের ভোগান্তি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যায়। সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিকল্প ৭১৭ এ জাতীয় সড়কেও। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় সিকিম, কালিম্পংয়ের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বিকল্প সড়ক দিয়ে। কিন্তু একেই ঘুরপথ, তার মধ্যে লাভা ও পেডংয়ের রাস্তাটি সংকীর্ণ হওয়ায় সমস্যা চরমে পৌঁছায়। শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যেতে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যেত। কালিম্পংয়ে যেতেও সময় লাগত ছয়-সাত ঘণ্টা। টু লেন করলে এই সমস্যা মিটবে

পেডং থেকে লাভার রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় প্রায়দিনই যানজট তৈরি হয়। টু লেনের কাজ শেষ হলে এই সমস্যা মিটবে। কালিম্পং, ডুয়ার্সের পাশাপাশি শিলিগুড়ি এবং সিকিমের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন।

রাজু বিস্ট
সাংসদ, দার্জিলিং

বলে আশাবাদী পরিবহণমন্ত্রক।

চলতি বছর বর্ষার আগেই টু লেনের কাজ শুরু হবে। কিছুদিনের মধ্যে সেবক-গ্যাংটকের রাস্তায় কাজ শুরু হওয়ার কথা। তবে কাজ শেষ হতে যেহেতু কয়েক বছর সময় লাগবে, তাই এবছর বর্ষাতেও ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে যাত্রীদের। উল্লেখ্য, দুটি রাস্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনএইচআইডিসিএল'কে।

বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

কলকাতা, ৯ মার্চ : পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়নগড়ে বিজেপির এক মহিলা সদস্যকে দলীয় কার্যালয়ে ডেকে এনে ধর্ষন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চক সভাপতি লক্ষ্মী শীটের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা মহিলা বর্তমানে মেদিনীপুর জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপি।

অভিযোগ, নারায়ণগড় বিধানসভার তেঁতুলমুড়ি এলাকায় রবিবার সকাল ১০ টা নাগাদ মক্রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং ১নং অঞ্চলের সভাপতি তৃণমূল নেতা লক্ষ্মী শীট ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতা শান্তি ভুইঞাঁ ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার প্রাক্তন এক সদস্যা-কে স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ে ডেকে তিনি 'বিজেপি করেন না' এমন একটি মুচলেকা লেখার জন্য চাপ দেন। মুচলেকা দেওয়ার পরেও ধর্ষণ করা হয়। পরে ওই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে,স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মক্রামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে পরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদিকে, নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে ও ও তার পরিবারকে দীর্ঘদিন ধরে শাসক দলের নেতা কর্মীদের অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছিল। এমনকি তাদের ব্যবসা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে শাসক দলের নেতারা। এই ঘটনায় অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে জেলা বিজেপি।

ই-রিকশায় মদ পাচার

কিশনগঞ্জ, ৯ মার্চ : কোচাধামন থানার পুলিশ রবিবার সকালে মস্তান চকে একটি ই-রিকশা থেকে ৯০.১৩৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। মদ পাচারের অভিযোগে মহম্মদ মনজর আলম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মনজর উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা। এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দোকানে আগুন

কিশনগঞ্জ, ৯ মার্চ : তেঘরিয়া বালুবস্তিতে রবিবার ভোরে একটি দোকানে আগুন লাগে। দোকানের প্রায় সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগে বলে জানা যাচ্ছে। বস্তিবাসী ভোরবেলায় বন্ধ দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় মালিককে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশে থাকা দোকানগুলি অল্পের জন্য রক্ষা পায়। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

মৃত্যু মাকনার

প্রথম পাতার পর

মাকনা হেরে যাওয়ার পর দাঁতালটি সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর বনকর্মীরা মৃত হাতিটির কাছে পৌঁছান। যদিও বনকর্মীরা মনে করছেন দাঁতাল হাতিটি আশপাশেই রয়েছে। পাশাপাশি যে সঙ্গিনীর জন্য দুটি হাতির লড়াই বাধল সেই হাতিটিও এই এলাকাতেই থাকতে পারে বলে বনকর্মীদের অনুমান। বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'হাতি দুটির লড়াইয়ের সময় বনকর্মীদের দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না। মৃত্যুর পর এডিএফও, প্রাণী চিকিৎসকরা হাতিটির শারীরিক পরীক্ষা করেন।'

দুটি হাতির লড়াই নিয়ে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন নেচার হেল্প অর্গানাইজেশনের সম্পাদক সন্দীপ সরকারের বক্তব্য, 'সঙ্গিনীর জন্য দুই মর্দা হাতির মধ্যে বিরোধ বাধাটা স্বাভাবিক। মাকনা দুর্বল ছিল বলেই তাকে লড়াইয়ে হার মানতে হয়েছে।' সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের ভারতীয় প্রতিনিধি ঋকজ্যোতি সিংহ রায়ের কথায়, 'হয়তো দাঁতালটির মস্তি হয়েছিল। সেজন্য সঙ্গিনী নিয়ে দুজনের লড়াই বাধে।'

স্বাগতম।। কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শা-র অপেক্ষায় সমর্থকরা। রবিবার। -পিটিআই

সীমান্তে গোরু পাচার

কর্তব্যে গাফিলতিতে দুই জওয়ান সাসপেন্ড

হেমতাবাদ, ৯ মার্চ : কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে বিএসএফের ৬৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের এক কনস্টেবল ও এক এএসআইকে সাসপেন্ড করা হল। আর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সেই নির্দেশিকায় এই দুজনের এক মাসের বেতন কেটে নেওয়ারও কথা বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাকরহাট সীমান্ত দিয়ে সম্প্রতি কাঁটাতারের বেড়া কেটে গোরু পাচারের ঘটনা ঘটেছে। সেটার তদন্তেই দুই জওয়ানের কর্তব্যে গাফিলতির বিষয়টি উঠে আসে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত পাচারকারী রয়েছে, তাদের নাম নথিভুক্ত করে তল্লাশি চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বিএসএফ। ইতিমধ্যে গোরু ও মাদক পাচারে যুক্ত ১৬ বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে রায়গঞ্জ জেলা আদালত। তাদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ এবং বিএসএফ। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক আধিকারিক বলেন, 'রাতের অন্ধকারে ফের পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। গত বুধবার মাঝরাতে মাকরহাট সীমান্তের কাঁটাতারে লাগানো সাইরেন বেজে ওঠে। বিএসএফ ছুটে গিয়ে দেখে কাঁটাতারের কিছু অংশ কাটা। কোনও পাচারকারী এই কাঁটাতার

দিয়ে অবৈধ কারবার করেছে বলে অনুমান করে বিএসএফ। পরদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দা গনেশচন্দ্র বর্মন হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ করে জানান, তাঁর দুটি গোরু চুরি হয়েছে। বিএসএফের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে পুলিশের পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। ইতিমধ্যে কাঁটাতার মেরামত করা হয়েছে। চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দুলালচন্দ্র বর্মন বলেন, 'বিএসএফ আধিকারিকরা এসে স্থানীয় বাসিন্দারা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছেন। এলাকায় কারা পাচারের সাথে যুক্ত রয়েছে, সেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। আরও নজরদারি বাড়াতে হবে।'

পাচারে মদত, মন্ত্রীর তোপে বিএসএফ

দিনহাটা ও কোচবিহার, ৯ মার্চ : চোরাচালানে মদত দিচ্ছে বিএসএফ। রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর পোস্ট করা এক ভিডিওকে ঘিরে বিএসএফের বিরুদ্ধে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। সেই পোস্টে উদয়ন লিখেছেন, 'আমি অনেকদিন থেকে বলে আসছি, সীমান্তে অনুপ্রবেশই বলুন বা পাচার বিএসএফ-এর মদত ছাড়া হতেই পারে না। এই ভিডিও আমার দাবির সত্যতাকেই প্রমাণ করে।' এদিন তাঁর এই পোস্টের পরই জেলা রাজনীতিতে হইচই পড়ে যায়।

ভিডিওতে বামনহাট-২ এর আটিয়ালডাঙ্গার সীমান্তে জনৈক ব্যক্তি চাষের জমিতে জল দিতে গিয়ে ভিডিওটি করেছেন। সেখানে দেখানো হচ্ছে, পাচারকারী কীভাবে বিএসএফের সহযোগিতায় জিরো সীমান্তের ওপারে পাচার করছে। সেই পাচারকারীর সাইকেল ও সামগ্রীও দেখায় ওই ব্যক্তি। এদিন নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই ব্যক্তি জানান, তাঁরা জমিতে চাষাবাদের কাজ করতে গেলে যেভাবে বিএসএফ অতি সক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু পাচারকারীদের প্রতি তাদের যে দুর্বলতা রয়েছে তা তাদের আচরণ ও কাজকর্মে বোঝাই যায়। আর এ কাজে বিএসএফ জওয়ানদের একাংশের যে মদত রয়েছে তা স্পষ্ট।

মন্ত্রীর কথায়, 'ঘটনাটি আমার বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যেই। আমি বরাবরই বলে এসেছি, বিএসএফের মদত ছাড়া কোনওরকম পাচারের কাজ করা সম্ভব নয়। অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রেও বিএসএফের মদত রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককের আরও বেশি করে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।' বিষয়টি নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, 'তিনি যে ভিডিও পোস্ট করেছেন, তাতে শুধু দেখা যাচ্ছে একটা সাইকেল, দুটো ব্যাগ আর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ায় গেট খোলা রয়েছে। তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে? কারণ, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও ভারতের বাসিন্দাদের চাষের জমি রয়েছে। তাঁরা সেগুলি চাষাবাদ করতে যান। সেজন্য বিএসএফ মাঝেমধ্যে গেট খোলা রাখে।' সুকুমারবাবু আরও বলেন, 'আসলে উদয়ন গুহর কাজই হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার জন্য যাঁরা দিনরাত জেগে থেকে সীমান্ত পাহারা দেন, তাঁদের যে কোনওভাবে যে কোনও মূল্যে বদনাম করা।'

প্রেমে মানা, তরুণীকে গৃহবন্দি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ : সদ্য শনিবারই নারী দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি শহর সহ জেলাজুড়ে। অথচ সেই শহরের একেবারে লাগোয়া পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল এক তরুণীকে। অন্য কেউ নয়, নিজের বাবা-মায়ের বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর মেসেজ পেয়ে কাকতালীয়ভাবে নারী দিবসের দিনই তাঁকে উদ্ধার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শনিবার থেকে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের দায়িত্বেই ছিলেন সেই তরুণী। যদিও তিনি সাবালিকা, তবুও তাঁকে বাড়িতে 'ফিরিয়ে নিয়ে যেতে' রাজি হননি তাঁর বাবা।

কী ঘটেছিল? গত ৭ তারিখের ঘটনা। সেদিন কোতোয়ালি থানার পুলিশের মোবাইল নম্বরে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে মেসেজ আসে। সেই মেসেজে তরুণী নিজের পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করেন যে, পরিবারের তরফে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে বাড়ির একটি ঘরে। পুলিশ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে। বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন হল, মেয়েটিকে বাড়িতে আটকে রাখা হল কেন? থানা সূত্রে খবর, এর পিছনে রয়েছে সেই ভালোবাসার সম্পর্কের গল্প। এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে সেই তরুণীর, যা তাঁর পরিবারের পছন্দ নয়। সেকারণেই এই 'ফিল্মি' পদক্ষেপ পরিবারের।

কোনও সাবালিকাকে কি এভাবে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা যায়? আইনের দিক থেকে দেখলে, যায় না। তার ওপর সেই তরুণী উচ্চশিক্ষিত। তিনি নাগরাকাটার একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। বাড়িতে আটকে রাখার ফলে তিনি স্কুলেও যেতে পারছেন না। তবে কতদিন ধরে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। কারণ সেই তরুণী বা তাঁর পরিবারের কেউই সংবাদমাধ্যমের কাছে এসব নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার পর তরুণী জানিয়েছেন, মানসিকভাবে তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। যেহেতু তাঁকে কর্মক্ষেত্রেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই তিনি আরও ভেঙে পড়েছেন।

পুলিশের কাছে তরুণীর কাতর অনুরোধ, তাঁকে যেন স্কুলে যেতে দেওয়া হয়। মেসেজ পাওয়ামাত্রই শনিবার মেয়েটির বাড়িতে টিম পাঠায় পুলিশ। মেয়েটিকে থানায় নিয়ে আসার পর, তাঁর বাবাও পুলিশের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তরুণী জানিয়েছেন, তাঁর বাবা স্কুলের শিক্ষক। একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন ঘটনা ঘটায় অবাক পুলিশও। কোতোয়ালি থানার আধিকারিকরা চাইছেন, পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে

যা ঘটেছে

- পাহাড়পুরের তরুণীর সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক
- সেই সম্পর্কে আপত্তি মেয়েটির পরিবারের
- তাই তাঁকে বাড়িতে আটকে রাখা হয়
- পুলিশের দ্বারস্থ হন সেই তরুণী
- পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে

যাতে সমস্যা মেটে। সেই তরুণী আবার বাড়ি ফিরতে পারেন।

শনিবার মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর সেই রাতে তাঁকে রাখা হয়েছিল ওয়ান স্টপে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রয়েছে সেই ওয়ান স্টপ। কোনও নাবালিকা বা সাবালিকাকে পুলিশ উদ্ধার করার পর তাঁদের প্রাথমিকভাবে সেখানেই রাখা হয়। পরে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলা দায়রা আদালতে জানানো হয়েছে। এছাড়াও ওই তরুণী যাতে শিক্ষকতা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।

ঘটকালি করে বিপদে ঘটক

শীতলকুচি, ৯ মার্চ : ঘটকালি করে বিপাকে পড়লেন ঘটক। রবিবারের ঘটনাস্থল শীতলকুচি ব্লকের মধ্য মধুসূদন গ্রাম। এদিন ওই গ্রামে জামাইয়ের বাড়িতে এসে কনেপক্ষের কাছে মার খেলেন সাঙ্গারবাড়ির নাসিরউদ্দিন মিয়াঁ।

ঘটনার সূত্রপাত বছরখানেক আগে। মধ্য মধুসূদন গ্রামের এক্রামুল মিয়াঁর মেয়ের গত বছর বিয়ে দিয়েছিলেন নাসিরউদ্দিন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হওয়ায় এক বছরের মধ্যে বিয়ে ভেঙে যায়। পরে ফের ঘটকের উপস্থিতিতেই দেনা-পাওনা ফিরিয়ে নেয় কনেপক্ষ। শনিবার নাসিরুদ্দিন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মধ্য মধুসূদন গ্রামে জামাইয়ের বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, 'রবিবার এক্রামুলের বাড়ির লোকজন আমার জামাইয়ের বাড়িতে এসে হামলা চালায়। মারধর করা হয় জামাই, মেয়ে, স্ত্রী এবং নাতিকে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এক্রামুলের ভাই আজিজুল মিয়াঁ। তাঁর দাবি, তাঁর দাদার মেয়ের সঙ্গে নাসিরুদ্দিন নিজের এক আত্মীয়র বিয়ে দেন।

সিরিয়ায় নিহত

প্রথম পাতার পর

সংঘর্ষের জেরে লাটাকিয়া প্রদেশে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় দু'পক্ষের গুলির লড়াই চলছে। নানা জায়গায় মৃতদেহের স্তূপ নজরে আসছে। সিরিয়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আলাউইতের সদস্য আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হলেও আলাউইতরা আসাদ পরিবারের অনুগত। বিপরীতে সিরিয়ান সুন্নিরা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সমর্থক।

লন্ডনভিত্তিক পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজার্ভেটরি জানিয়েছে, সিরিয়াজুড়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ায় চেষ্টা করছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অনুগতরা। তাঁদের মধ্যে পূর্বতন সরকারের পদাধিকারী, সমর্থক ও বহু প্রাক্তন সেনা রয়েছেন।

কোটি টাকায় তৈরি রাস্তার ভোল বদল বারো মাসেই

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৯ মার্চ : বাসিন্দাদের আশঙ্কাই সত্যি হল। কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি রাস্তার পিচের চাদর উঠে গেল মাত্র এক বছরের মধ্যে।

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সারদাপল্লি এলাকায় জুবিলি পার্ক থেকে নয় নম্বর স্পার পর্যন্ত এই রাস্তাটি তৈরির সময় থেকেই বাসিন্দারা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলেছিলেন। একসময় ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরে কাজ চালু হয়। এবার পিচের চাদর উঠে যাওয়ায় বাসিন্দারা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরকে। আরআইডিএফের অর্থবরাদ্দে তৈরি হয়েছিল রাস্তাটি। বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, রাস্তা তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার কাজ দেখতে এলাকায় আসেননি। বর্তমানে রাস্তার বেহাল দশায় ফের ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম বলেছেন, 'রাস্তার বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানাব।' তাঁর সংযোজন, 'এখন নিয়মের মধ্যেই থাকে, যে এজেন্সি রাস্তা তৈরি করবে তারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাস্তা ভেঙে গেলে তা মেরামতের দায়িত্ব নেবে। এক্ষেত্রে কোন এজেন্সি কাজ করেছিল সেটাও দেখা হবে।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- সারদাপল্লিতে জুবিলি পার্ক থেকে নয় নম্বর স্পার পর্যন্ত রাস্তা নিয়ে ফের ক্ষোভ
- রাস্তাটি তৈরির সময় নিম্নমানের কাজের অভিযোগ
- ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন
- পরে কাজ শুরু হলেও ইঞ্জিনিয়ার একদিনও দেখতে আসেননি

বহুদিন ধরে এই রাস্তা তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর জন্য আন্দোলনও হয়েছে। শেষমেশ স্থানীয়দের দাবি মান্যতা পায়। ২০২৩ সালে এপ্রিল মাসে কাজের শিলান্যাস করেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা। শিলান্যাসের প্রায় এক বছরের মাথায় যখন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়, তখনই শুরু হয় সমস্যা। অভিযোগ ওঠে, নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। সরব হন বাসিন্দারা।

সেই সময় গ্রামবাসীদের বক্তব্য ছিল, রাস্তায় যে পিচের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে তা এতটাই পাতলা, কিছুদিনের মধ্যে উঠে যাবে। আশঙ্কাই এবার সত্যি হয়ে গিয়েছে।

প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। অথচ এক বছরের মধ্যে উঠে গিয়েছে পিচের চাদর। বহু জায়গায় পাথর বেরিয়ে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল মাঝির কথা, 'এই রাস্তা এখনও বৃষ্টির জল পায়নি। তাতেই এই অবস্থা। আমার মনে হয় বর্ষার পর এই রাস্তা আর থাকবে না।'

রাস্তার অবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ মণ্ডলও। তাঁর বক্তব্য, 'অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হয়েছে। সেই সময় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেও কোনও ইঞ্জিনিয়ার রাস্তার কাজ দেখতে আসেননি।' রাস্তাটা যদি ভেঙে যায়, তাহলে ফের আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বিশ্ব ভাষা মানচিত্রে প্রথম স্থানে বাংলা

কলকাতা, ৯ মার্চ : বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষার জয়জয়কার। বিশ্বের মানচিত্রে কথ্য আঞ্চলিক ভাষার নিরিখে হিন্দিকে ছাপিয়ে গেল বাংলা ভাষা। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাংলাতেই বেশি মানুষ কথা বলেন। তবে ২০২৩ সালে হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি ৯৫ লক্ষ। আর বাংলাভাষী ছিলেন ২৭ কোটি ২৮ লক্ষ। অবস্থানের বিচারে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে হিন্দি ছিল তৃতীয় আর বাংলা ছিল সপ্তম স্থানে। তবে ইউনেস্কো স্বীকৃত নির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এই তথ্য সামনে এসেছে।

গ্লোবাল পপুলেশন র‍্যাংক অনুযায়ী রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে কিছুদিনের মধ্যে। এতদিন রিপোর্টের মূল ভিত ছিল বাংলাদেশ। এবার পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই ও দক্ষিণ ভারতকেও যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ইউরোপ, সোমালিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার নানা প্রদেশে বাংলাভাষী মানুষের বাস। ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্র মিলিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বাংলা কথ্য আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে। তবে ভারতে কথ্য আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে হিন্দি প্রথম স্থানে রয়েছে।

চোখের জলে

প্রথম পাতার পর

বলছিলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে ৪০ ওভারের আগে শেষ হয়ে যাবে।' তবে জয় সহজ ছিল না, কোনও উল্লাস, কোনও সময় উইকেট পড়ার পর নিশ্চুপ থাকতে হয়েছে পূজা-ভাস্বতীদের। আর তাই ভারত জিতে যাওয়ার পর ভেনাস মোড়ের উল্লাস-আনন্দের একপাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় চোখে জল চলে এসেছিল পূজার। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'আসলে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছি।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জয়ে ইমোশনাল হয়ে পড়েছিল গোটা শহরই।

উত্তরের চিকিৎসায় বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি

প্রথম পাতার পর

করে ওদিক পানে ছোটেন প্রাণরক্ষার তাগিদে।

চিন-কিউবার প্রশংসা করলে দেশদ্রোহীর তকমা জুটতে পারে। কিন্তু না বললেই নয়, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় শুধুমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যে সম্ভব, ওরা সেটা দেখিয়েছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যের মূল সমস্যাগুলিকে যদি অনুধাবন না করা যায়, প্রতিষেধক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যের উপাদানগুলিকে যদি জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়োজিত না করা যায়, তাহলে মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ স্তরের হাসপাতালগুলির উপর বেশি চাপ তৈরি হবেই। ভিড় দেখে, সচ্ছল মানুষেরা নাক সিটকে যাবেন বেসরকারি হাসপাতালে। যাঁরা পারবেন না, ভবিতব্য মেনে, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত থাকবেন। ভোট আসবে, ভোট যাবে। আর এই অপেক্ষমাণ মানুষেরা ভেবে যাবেন, "হয়তো একদিন.....".

এই মুহূর্তে এ রাজ্যে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সংখ্যা ৪২। সরকারি মেডিকেল কলেজ ২৬। সংখ্যা দুটো দেখে আনন্দিত হচ্ছেন কি? তার আগে একটু তলিয়ে দেখুন। এই হাসপাতালগুলি থেকে, তথাকথিত 'উন্নততর' হাসপাতালে রোগী রেফারের সংখ্যা, বীতশ্রদ্ধ রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে, স্থানান্তরিত হওয়ার অনুপাতটা কত সে খবর নিন। তাহলেই সরকারি পরিষেবার কঙ্কালসার চেহারাটা ফুটে উঠবে।

এ তো গেল, রাজ্যের চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির দুরবস্থা। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, এটাই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জাতীয় চিত্র। ক্রমতালিকায় আমরা একটু নীচের দিকে, এই যা। কিন্তু এ রাজ্যে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। যা আন্তর্জাতিক স্তরে আজ চর্চার বিষয়। অভয়া কাণ্ডের পর প্রকাশ্যে এসেছে সেই ভয়াল দুর্নীতি আর অব্যবস্থার নগ্ন আখ্যান। উত্তরবঙ্গের মাথা হেঁট করা 'নর্থবেঙ্গল লবি'। হুমকি-সংস্কৃতির নামে, চিকিৎসক ও ছাত্রদের উপর শাসক অনুগত কর্তাব্যক্তিদের আস্ফালনের নানা চিত্র। পাশ-ফেল নির্ধারিত হচ্ছে, শাসকের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে। জ্ঞান ও মেধা সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। আনুগত্যই পাশের চাবিকাঠি। এই স্বল্প কিন্তু অতীব ক্ষমতাশালীদের হাতে ভবিষ্যৎ রোগীদের তত্ত্বাবধানের ভার থাকলে চিকিৎসা পরিষেবা ভবিষ্যতে কোন অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে, ভাবতেও ভয় করে। আর যে সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা কিছু স্বপ্ন, কিছু সদিচ্ছা নিয়ে এই পেশায় এসেছিলেন, তাঁরাও ভাবতে শুরু করেছেন, কিছুই হয়তো পালটাবে না। কাউন্সিল নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রার্থী হলে যদি বদলি হতে হয়, প্রতিবাদী হলে কী অবস্থা হবে সহজেই অনুমেয়। অতএব, যা চলছে চলুক, আমরা শুধু স্রোতে ভেসে থাকি। এই চিত্রকল্প যদি প্রবহমান থাকে, বলতে বাধা নেই, 'নাট্যের কাব্যরূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি।'

এসবের মধ্যে কিছু আলোর দিশা আছে। এক স্বাস্থ্য প্রশাসককে জানি। বিগত দশ বছরে সাতবার বদলি হয়েছেন। অষ্টম বদলির জন্য অপেক্ষমাণ। কারণ, এরা বড় বেয়াড়া। নেতাদের উপেক্ষা, এমনকি প্রতিবাদের সাহস পর্যন্ত দেখায়। মাথা কাটতে পারলেই ভালো হত। নিদেনপক্ষে ছাঁটাই। কিন্তু কী সব গণতন্ত্র, সরকারি নিয়মনীতি আছে। সেসব করা মুশকিল। তাই ঘনঘন বদলি। এমন লোকও আছেন জেলায় জেলায়। সংখ্যায় কম হলেও আছেন। এঁদের দিকে তাকিয়েই তাই আশায় বুক বাঁধি। ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখি হয়তো একদিন জেগে উঠবে, আগামীর ভোরবেলায়।

আনন্দধারা বহিছে...

১) তখন ঝোড়ো ব্যাটিং করছেন রোহিত শর্মা। জাতীয় পতাকা হাতে উচ্ছ্বাস তরুণীদের। বাঘা যতীন পার্কে।
২) ও ৩) রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ শেষে বিরাটদের জয় উদযাপন হাসমি চকে। ফ্যানদের হাতে কোহলির কাটআউট। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

বাঘা যতীন পার্কের পথে ভোগান্তি জনতার

খেলা দেখাতে রাস্তা বন্ধ দুপুর থেকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : বাঘা যতীন পার্কে একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হবে, সেজন্য দুপুর ১২টার পর থেকেই পার্কমুখী সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। যার জেরে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হল সাধারণ মানুষকে। অধিকাংশই পুলিশের সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন। পালটা শুনতে হল, 'আমাদের কিছু করার নেই', 'সাব নে বোলা' ইত্যাদি।

দায়সারা জবাব দিয়ে কার্যত মুখ ফিরিয়ে নেন ব্যারিকেডের ওপারে থাকা পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা। প্রশ্ন উঠছে, পুরনিগম জেনেবুঝে মানুষকে সমস্যায় ফেলল কেন? ভিড় বাড়লে প্রয়োজনমতো পরবর্তীতেও তো যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যেত।

এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া, 'রাস্তা আটকানো হয়নি। ফাইনাল খেলা দেখতে বাঘা যতীন পার্কে জমায়েত হবে, তাই কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে ডাইভারশন করা হয়।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দাবি ছিল, 'প্রথমে আটকানো হলেও পরে রাস্তা খুলে দেওয়া হয়।' তবে এদিন রাত পর্যন্ত সেই পথ বন্ধই ছিল।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল ম্যাচে বাঘা যতীন পার্কে জায়েন্ট স্ক্রিন বসিয়ে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ওই সম্প্রচার দেখতে যাওয়া অনেকেই খেলা শেষে পার্ক থেকে বেরোতে গিয়ে জখম হন। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মাঝে পড়ে কারও জুতো ছিঁড়ে যায়, কারও ভাঙে চশমা। কেউ আবার আঘাত পেয়ে সোজা ছুটেছিলেন হাসপাতালে। আয়োজকদের চরম ব্যর্থতার জেরে দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।

ফের ওই সংস্থাকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ সম্প্রচারের অনুমতি দেয় পুরনিগম। দুপুর আড়াইটা থেকে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ শুরু হওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল। অথচ দুপুর ১২টার পর থেকে পার্কের সামনের রাস্তা, আশপাশের গলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রচুর সংখ্যক পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয় সর্বত্র। হাতি মোড়ের দিক থেকে পুরনিগম ও কোর্ট মোড়ে যাতায়াতকারী প্রতিটা যানবাহনকে ঘুরপথে কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। যাঁদের বাড়ি পার্কের পাশের বিভিন্ন গলিতে, তাঁদেরও নাকি রীতিমতো জবাবদিহি করে ছাড়পত্র পেতে হয় ব্যারিকেড থেকে।

হাতি মোড়ের কাছে মোটরবাইক নিয়ে পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে পড়েন সুভাষপল্লির বাসিন্দা স্বপন দত্ত। বললেন, 'আমি বাঘা যতীন পার্কের পাশের কেকের দোকানে যাব। কিন্তু যেতে দিচ্ছে না। মর্জিমতো পথ বন্ধ করে দিলেই হল। দেখার কেউ নেই।'

ডাবগ্রামের বাসিন্দা অনিল দাস টোটোয় চেপে কোর্ট মোড়ে যাচ্ছিলেন। ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়ানো এক সিভিক ভলান্টিয়ারের কাছে জানতে চান, রাস্তা বন্ধ কেন? অভিযোগ, ওই সিভিক ভলান্টিয়ার নাকি বলেন, 'বন্ধ আছে, যেতে হলে কলেজের সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে যান। আর কিছু বলতে পারব না।'

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। তার মাঝে খেলা দেখানোর ফাঁকে উচ্চগ্রামে সাউন্ড বক্স বাজানোরও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের কথায়, 'এ সময় তো মাইকের ব্যবহার করা যায় না। অথচ জোরে জোরে গান বাজছে। শব্দবাজি ফাটছে। পুলিশ তো এখানেই রয়েছে, অথচ কোনও হেলদোল নেই তাদের মধ্যে।'

হাতি মোড় (ওপরে) ও পুরনিগমের কার্যালয়ের কাছে (নীচে) পথ আটকানো হয়েছে ব্যারিকেড লাগিয়ে। রবিবার শিলিগুড়িতে।

ব্যারিকেডে আটকে জীবন

- দুপুর আড়াইটা থেকে ম্যাচ শুরুর সময় নির্ধারিত ছিল
- ১২টার পরই বাঘা যতীন পার্কের সামনের রাস্তা, আশপাশের গলি দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়
- প্রচুর সংখ্যক পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন ছিল
- হাতি মোড়ের দিক থেকে পুরনিগম ও কোর্ট মোড়ে যাতায়াতকারী যানবাহনকে যেতে হয় ঘুরপথে
- আশপাশের গলির বাসিন্দাদেরও নাকি জবাবদিহি করে ছাড় পেতে হয়েছে

হায়দরপাড়া বাজারে যত্রতত্র পার্কিং, দুর্ভোগ

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : নেই কোনও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতিতে যত্রতত্র পার্কিংয়ের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ পরিস্থিতি হায়দরপাড়া বাজারের আশপাশের অবস্থা। এরমধ্যে সবথেকে বেহাল পরিস্থিতি এপিসি সরণির। পরিস্থিতি এমনই যে সকাল থেকে সেই রাস্তা ধরে চলাচল করতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। এমনকি বাড়ির সামনেও অনেক সময় পার্কিংয়ের জেরে বেরোতে সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের কথায়, পরিস্থিতি এমনই যে, কোনও কোনও সময় দমকল তো দূর, অ্যাম্বুল্যান্স যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও থাকে না।

ব্যবসায়ী সমিতির কার্যনিবাহী কমিটির সদস্য নিমাই পাল বলেন, 'পার্কিং তৈরি করার মতো আমাদের ক্ষমতা নেই। এখন পুরনিগম যদি বাজার নিয়ে নতুনভাবে তৈরি করে নীচে পার্কিং প্লেসের ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাজারে যাঁরা আসছেন, তাঁরাও যদি একটু দেখে বাইক, গাড়ি পার্ক করেন তাহলে ভালো হয়।'

কাউন্সিলার পিংকি সাহা বলছেন, 'বিষয়টি নজরে এসেছে। মেয়রের নজরে এসেছে। এই সমস্যা আশাকরি দ্রুত সমাধান হবে।'

শহরের পুরোনো বাজারগুলোর মধ্যে হায়দরপাড়া মেইন রোড সংলগ্ন হায়দরপাড়া অন্যতম। ১৯৮৩ সাল থেকে চলা এই বাজার একসময় মেইন রোডে শুরু হলেও পরবর্তীতে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে রাস্তার ধারের জমি কিনে বাজার স্থায়ীভাবে বসানো হয়। যদিও সময়ের সঙ্গে ওই বাজারের ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে বাজারে ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৭০০। সেই সঙ্গে আশপাশের এলাকার বসতি বেড়ে যাওয়ায় ওই বাজারের ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়েছে। আর এতেই সমস্যা বেড়েছে পার্কিংয়ের।

এলাকায় যেতেই দেখা গেল বাজার সংলগ্ন এপিসি সরণি, নেতাজি সরণি, প্রীতিলতা সরণি বাইক, পণ্যবাহী গাড়িতে কার্যত অবরুদ্ধ রয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বেহাল পরিস্থিতি এপিসি সরণির। ওই রাস্তা দিয়ে বাজারের মাছ ও সবজি বাজারে ঢোকার সুবিধা থাকায় সবসময় সেই রাস্তাজুড়ে বাইক, পণ্যবাহী গাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি বলেন, 'বাজারে আশা ব্যবসায়ী, ক্রেতারা এমনভাবে বাইক, গাড়ি রেখে চলে যায় যে অনেক সময় আমরা ঢুকতে বের হতে পর্যন্ত পারি না।' প্রায় বাজারে আসা অশোক দাস বলছেন, 'বাইক রাখার কোনও জায়গা নেই, তাই একটু কোথাও জায়গা পেলে সেখানে রাখছি।' সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করছেন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাও।

সাফাইয়ের উদ্যোগ

ইসলামপুর, ৯ মার্চ : পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তায় নিকাশিনালা সাফাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেই। এর ফলে অনেক সময় নালা উপচে জল রাস্তায় চলে আসে।

এ ব্যাপারে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে বলেছেন, 'বর্ষার আগেই এই এলাকা সহ ওয়ার্ডের সমস্ত নিকাশিনালা সাফাই করা হবে। আশা করি আমরা শীঘ্রই কাজে হাত দিতে পারব।' কাউন্সিলার বর্ষার আগে নিকাশিনালা সাফাইয়ের আশ্বাস দিলেও এই মুহূর্তে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় গোবিন্দ দাস বলছিলেন, 'এমনিতেই নিকাশিনালার গভীরতা কম। ফলে অল্প দিনে আবর্জনা জমে যায়। তার ওপর নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় আমাদের ভোগান্তি হয়। আশা করি কাউন্সিলার দ্রুত পদক্ষেপ করবেন।'

নেত্রীর স্মরণসভা

বাগডোগরা, ৯ মার্চ : সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে রবিবার প্রয়াত নেত্রী মনোরমা মুন্সির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। পার্টি অফিসেই এদিন এই আয়োজন করা হয়। গত ১৬ জানুয়ারি ৯৮ বছর বয়সে মনোরমা মুন্সির জীবনাবাসন হয়। জেলার মধ্যে তিনি সবচেয়ে প্রবীণ পার্টি সদস্য ছিলেন। সাতের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আপার বাগডোগরার মুন্সিবাড়ি ছিল জেলার কমরেডদের আশ্রয়স্থল।

এদিন স্মরণসভায় তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, সমন পাঠক, গৌতম ঘোষ সহ অনেকে। এছাড়া দলমত নির্বিশেষে এলাকার প্রচুর মানুষ স্মরণসভায় অংশগ্রহণ করেন।

রঙিন হয়ে ওঠার অপেক্ষায় সাদা জামা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : পুরোনো সেই দিনের কথা, যখন রং খেলতে বেরোনো মানেই মা একটা ছেঁড়াফাটা জামা গলিয়ে দিতেন গলায়। কোনও বাড়িতে আবার আলমারি থেকে বের করা হত আগেরবার রং লেগে বাতিলের খাতায় চলে যাওয়া হাফ হাতা টি-শার্টটি। এখন অবশ্য সেই উৎসবেরও আলাদা স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি হয়েছে। সাদা পাঞ্জাবি, শার্ট থেকে টি-শার্ট রয়েছে ছেলেদের জন্য। মেয়েদের পরনে থাকছে একই রঙের কুর্তি, সালোয়ার কামিজ এবং শাড়ি। অনেকে তো পুজোর মতোই হোলির আগে নতুন জামা কিনছেন।

টি-শার্ট, কুর্তিতে ইংরেজি হরফে লেখা থাকছে, 'হ্যাপি হোলি' কিংবা 'হোলি হ্যায়' গোছের বার্তা। সেসবে ছেয়েছে বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান, ঘোগোমালি সহ শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজার। চাহিদা বেশ ভালো। যুগলরা আসছেন অভিন্ন নকশার টি-শার্ট কিনতে। হোলিতে পরে দুজনে মিলে বেরোবেন। একই চাহিদা দলবেঁধে আসা কিশোর-তরুণদের। বন্ধুরা মিলে সাদা জামা পরে বাইকে চেপে ঘুরবেন সেদিন।

মেয়েদের টি-শার্টের দাম শুরু ১০০ টাকা থেকে। কুর্তি মিলছে ১৫০-২০০ টাকায়। ওড়না বিকোচ্ছে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায়। কুর্তি, পালাজো প্যান্ট এবং ওড়না দিয়ে একটি সেটের মূল্য ২৫০। ছেলেদের সাদা টি-শার্ট বিক্রি হচ্ছে ১০০-তে। পাঞ্জাবির দাম শুরু ২৫০ থেকে। বাচ্চাদের জন্যও হোলি স্পেশাল জামা নিয়ে হাজির বিক্রেতারা। তাদের টি-শার্টের দাম ঘোরাফেরা করে ৬০-৮০ টাকার মধ্যে।

হোলির স্টাইল স্টেটমেন্ট

হোলি উপলক্ষ্যে সাদা রংয়ের টি-শার্ট বিকোচ্ছে বিধান মার্কেটে। - সূত্রধর

রবিবার দোকানে দোকানে ভিড় চোখে পড়ল। মহাবীরস্থানে দেখা হল অস্মিতা আর মৌমিতার সঙ্গে। দুই বোন বাজারে এসেছেন 'হোলির মার্কেটিং' করতে। শুনে অবাক হচ্ছেন? সাধারণত নববর্ষ এবং দুর্গাপুজোর আগে এতদিন 'মার্কেটিং' করে এসেছে বাঙালি। এখন সেই ছক ভেঙে অস্মিতারা রঙের উৎসবের আগেও করছেন। আবির কেনার পর কুর্তি দেখছিলেন দুজন।

কৌতূহল প্রকাশ করতেই মৌমিতা বললেন, 'ছুটির দিন, তাই আজ কিনে নিয়ে যাচ্ছি। বেশ কয়েকবছর হল হোলিতে সাদা কুর্তি পরে বের হই।' এবার কী পরিকল্পনা? জানালেন, প্রথমে পাড়ায় রং খেলবেন কিছুক্ষণ। তারপর অন্য পাড়ায় যাবেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। সবাই সাদা কুর্তি আর শার্ট পরবেন।

দুপুর নাগাদ মায়ের হাত ধরে বিধান মার্কেটে ঘুরছিল সায়ন। বাচ্চাদের জন্য হরেকরকমের জামাকাপড় মিলছে। মা-কে সেদিকে রীতিমতো টানতে টানতে নিয়ে গেল সে। তারপর নিজেই পছন্দ করে একটি জামা তুলে দিল মায়ের হাতে। কেনার পর ব্যাগটি ওর হাতে দিতেই রঙিন হাসি খেলে গেল সায়নের মুখে। ১৫০ টাকা দিয়ে বিধান মার্কেট থেকে ওড়না কিনলেন চৈতালি সাহা। বান্ধবীর জন্যও নিলেন একটা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজেশ। কেনেন টি-শার্ট।

দোকানদারকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, কেমন হচ্ছে লক্ষ্মীলাভ? ক্রেতাদের ভিড় সামলে আশিস সাহা জানালেন, বাজার জমেছে। তিনি আশাবাদী, বিক্রি এবছর ভালো হবে। হাতে সময় আছে আরও। ঘোগোমালির ব্যবসায়ী রঞ্জন সরকারও বললেন, 'আশা করি, সোম-মঙ্গলবার বিকিকিনি আরও বাড়বে।'

উৎসবের আমেজে রঙিন হয়ে ওঠার অপেক্ষায় সাদা জামা। অপেক্ষায় শহরবাসী।

ফের ভূতুড়ে ভোটারের হদিস

শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস একের পর এক অনিয়ম খুঁজে পাচ্ছে। ইতিমধ্যে দলনেত্রীর নির্দেশে রাজ্যের অন্য জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের সবক'টি ওয়ার্ডে ভোটার তালিকা পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক ভূতুড়ে ভোটার মেলার পর এবার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ উঠল।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জাবিপাড়া এলাকার বাসিন্দা ৫৬ বছরের কিরণদেবী খান্ডেলওয়াল শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। ৭০ পার্ট নম্বরের ২৪০ সিরিয়াল নম্বরে নাম থাকা ওই মহিলার এপিক নম্বর ও রাজস্থানের বিকানীরের বাসিন্দা ইন্দরচাঁদ এপিক নম্বর একই। ৫৯ বছরের ইন্দরচাঁদ সেখানকার ৭৫ পার্ট নম্বরের ১২১০ সিরিয়াল নম্বরের ভোটার।

এদিন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মানিক দে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে যখন ভোটার তালিকা পরীক্ষার কাজে বের হন, তখনই বিষয়টি ধরা পড়ে। মানিকের বক্তব্য, 'আমার মনে হয়, এরকম ভূতুড়ে ভোটার আরও অনেক আছে। বিজেপি চক্রান্ত করে এসব ভোটারের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে রেখেছে। নির্বাচন কমিশনের উচিত পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।' তবে অভিযোগ মানতে চাননি বিজেপির স্থানীয় নেতারা।

সম্প্রতি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ভোটার তালিকা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন যে ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা মীরা রায়ের নাম সিকিমের ভোটার তালিকাতেও আছে। রঞ্জন বলেন, 'বিজেপি ভূতুড়ে ভোটার দিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু বাংলায় তাদের এই স্বপ্ন কোনওদিন সফল হবে না।'

চাউমিনের স্বাদে উপেক্ষিত নিয়মবিধি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ মার্চ : শহরের অলিগলিতে গজিয়ে উঠেছে ফাস্ট ফুডের দোকান। চাউমিন, মোমো, কাটলেট থেকে মোগলাই পরোটা- মিলছে মুখরোচক সব খাবার। নানা বয়সি খাদ্যপ্রেমীরা ভিড় জমাচ্ছেন সেখানে। অথচ স্বাস্থ্যবিধি যে লাটে উঠেছে, সেদিকে হুঁশ নেই কারও। অভিযোগ, অধিকাংশ দোকান চলছে বিনা ট্রেড লাইসেন্সে। ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-এর শংসাপত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসকরা।

প্রতীকী : এআই

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিতাভ কুণ্ডু বলছিলেন, 'ফাস্ট ফুড কালচার ক্রমশ বিপজ্জনক দিকে এগোচ্ছে। অম্বল, কোলেস্টেরল, স্থূলতা, ভিটামিনের অভাব এবং লিভারের সমস্যার মতো রোগের অন্যতম কারণ এধরনের খাবার। কিশোর, তরুণরা প্রথম দিকে খারাপ প্রভাব বুঝতে পারে না কিংবা পাত্তা দেয় না। ভবিষ্যতে জটিল শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। লাইসেন্সবিহীন দোকান মানেই বিপদ আরও বেশি। সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় নজর দেওয়া হয় না।' প্রশাসনিক কড়াকড়ির পাশাপাশি মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে, পরামর্শ অমিতাভর।

বহু ফাস্ট ফুড স্টলের যে লাইসেন্স নেই, তা স্বীকার করে নিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। তবে জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে দ্রুত অভিযানে নামার আশ্বাস দিয়েছেন পদাধিকারীরা। গাফিলতির প্রমাণ মিললে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রতিক্রিয়া, 'সমস্যা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফুড সেফটি ইনস্পেকটরের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হবে।' প্রশ্ন উঠছে, খোঁজখবর করতেই চেয়ারম্যান কড়া বার্তা দিচ্ছেন বটে, তাহলে এতদিন কার্যত পুরসভার নাকের ডগায় কীভাবে রমরমিয়ে ব্যবসা করছেন অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা?

নিউটাউন রোডে টার্মিনাসের কাছ থেকে শুরু হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একের পর এক ফাস্ট ফুডের দোকান বসে। সন্ধে নামতেই স্টলগুলোকে ঘিরে ভিড় বাড়তে থাকে। শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের ধারে অস্থায়ী দোকানের অভাব নেই। সরকারি জমি দখল করে ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কারবার জাঁকিয়ে বসেছে ১৭টি ওয়ার্ডেই। বিতর্ক নিয়ে পালটা যুক্তি দিচ্ছেন দোকানদাররা। এক স্টল মালিকের কথায়, 'বেকার বসে থাকার চাইতে ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছি, এতে আপত্তি কোথায়? এভাবে তো কিছু কর্মসংস্থানও তৈরি হয়।'

ধীরে ধীরে গরম পড়তে শুরু করেছে। এইসময় খাওয়াদাওয়া নিয়ে বাড়তি সাবধানতার পরমার্শ দেন চিকিৎসকরা। তার আগে শহরের 'ফুড সেফটি' রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে। এমনকি ফলের রস, লস্যির দোকানগুলোতে নজর রাখার মতো কেউ নেই। নামীদামি হোটেল, রেস্তোরাঁ আর মিষ্টির দোকান চলছে আপন মেজাজে। রবিবার বিকেলে একটি স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে চিকেন পকোড়া খাচ্ছিলেন মৌমিতা সরকার নামে এক স্থানীয়।

-যেটা খাচ্ছেন, সেটা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে তৈরি, খোঁজ নিয়েছেন?

-সবটাই তো সকলের সামনে হয়। আমরা অর্ডার দিলে ওরা পরিবেশন করে। নিয়ম মেনে দোকান চলছে কি না, সেটা তো প্রশাসনের দেখার কথা। বাকি উপরওয়ালা ভরসা।

এ প্রসঙ্গে পুরসভার স্যানিটরি ইনস্পেকটর বাবলু নাথের বক্তব্য, 'অধিকাংশ ফাস্ট ফুড স্টলের ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে।' তাঁর আশ্বাস, খাবারের দোকানে অভিযান চালিয়ে নমুনা সংগ্রহের পর যাচাই করে দেখা হবে মান।

থ্যালাসিমিয়া সচেতনতাই হাতিয়ার

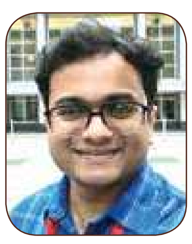

থ্যালাসিমিয়া কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয় বা রক্তের ক্যানসার নয়। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা তো দূর, এই রোগ প্রতিরোধে স্ক্রিনিং নিয়ে তেমন সচেতনতা দেখা যায় না বলেই থ্যালাসিমিয়া এখনও ডালপালা মেলে চলেছে। লিখেছেন নয়াবাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট ক্লিনিকাল হেমাটোলজিস্ট **ডাঃ অনুপম ব্রহ্ম**

থ্যালাসিমিয়া কী

থ্যালাসিমিয়া রক্তের লোহিত কণিকার একরকম জিনগত রোগ, যা বংশানুক্রমে ছড়ায়। লোহিত রক্তকণিকার ভেতর থাকে হিমোগ্লবিন, যা অক্সিজেন পরিবহণ করে শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। এই হিমোগ্লোবিনের ভেতর থাকে একটি 'হিম' অণু, যাকে ধরে রাখে চারটি গ্লোবিন চেন, এর মধ্যে দুটি আলফা চেন, দুটি বিটা চেন।

আমাদের দেশে সাধারণত বিটা-থ্যালাসিমিয়া বেশি দেখা যায়। এই রোগে জিনগত সমস্যার কারণে এই বিটা চেন ঠিকমতো তৈরি হয় না। ফলে হিমোগ্লোবিন তথা লোহিত রক্তকণিকা হয় ভঙ্গুর। এই ভঙ্গুর রক্তকে তৈরি হওয়ার সময় শরীর নিজেই রক্ত তৈরির কারখানা অস্থিমজ্জার ভেতরেই ভেঙে ফেলে, অথবা রক্তের কবরস্থান প্লীহার ভেতরে বেশি বেশি করে ভেঙে ফেলে। ফলে আক্রান্ত শিশুর শরীরে রক্ত কমে যেতে থাকে।

জিনের গুরুত্ব

বিটা গ্লোবিন চেন তৈরি করার জন্য যে জিনগুলি দায়ী, তার অর্ধেক আসে বাবার থেকে, অর্ধেক আসে মায়ের থেকে। থ্যালাসিমিয়ার জেনেটিক্স বেশ জটিল, সোজা ভাষায় বলতে গেলে যদি বাবা বা মায়ের মধ্যে একজনের শরীরে থ্যালাসিমিয়ার বাহক জিন থাকে, তবে শিশুর গ্লোবিন জিন হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হবে অথবা সে থ্যালাসিমিয়ার বাহক হবে। যদি বাবা-মা দুজনের জিনেই সমস্যা থাকে, অর্থাৎ দুজনেই বাহক হলে শিশুর বাহক হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ এবং রোগী হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ।

কী কী সমস্যা হতে পারে

যেহেতু রোগীর শরীরে রক্ত স্থায়ী হয় না, তাই প্রথম অবস্থায় থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুকে ফ্যাকাশে দেখায়। সে হাত-পা ছোড়া, কাঁদা ইত্যাদি সক্রিয়ভাবে করে না, বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না। সাধারণত এই অবস্থায় পরীক্ষা করিয়ে রোগ ধরা পড়ে। এরপর শিশুকে বারেবারে রক্ত দিতে হয়, সে রক্ত নেওয়ার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে-

- শরীরে আয়রন জমতে থাকে। অনেক বছর ধরে লিভার, হার্ট ইত্যাদি অঙ্গে আয়রন জমা হওয়ার ফলে এদের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, ধীরে ধীরে এরা কাজ করা বন্ধ করে।
- হরমোন গ্রন্থিগুলি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হয় না এবং যথেষ্ট পরিমাণে দরকারি হরমোনগুলো তৈরি করতে পারে না। তাই আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় না, যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে সমস্যা হয়।
- বাইরের রক্তের বিরুদ্ধে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফেলে। ফলে রক্ত দিলেই জ্বর আসা, শরীর কাঁপা ইত্যাদি হতে পারে এবং সেই রক্তও স্থায়ী হয় না।
- শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বিকশিত হয় না, ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসবাহিত রোগ বারবার হতে থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমত, ঠিক ঠিক সময়ে রক্ত দেওয়া যাতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নয় থেকে দশ গ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে বজায় থাকে।

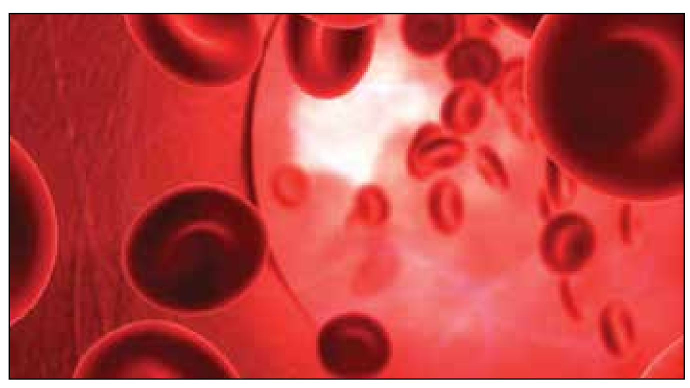

দ্বিতীয়ত, ঠিক সময়ে শরীর থেকে আয়রন বের করে দেওয়ার ওষুধ শুরু করা এবং তা নিয়মিত খেয়ে যাওয়া যাতে শরীরে আয়রন বেশি জমতে না পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, শরীরে জমা আয়রনের মাত্রা বোঝার জন্য ফেরিটিন পরিমাপ করা হয়।

এছাড়া যখন বোঝা যায়, রক্ত ভাঙতে ভাঙতে প্লীহা অতিসক্রিয় হয়ে রক্ত আরও বেশি মাত্রায় ভেঙে দিচ্ছে, তখন শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে প্লীহা বাদ দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিকভাবে থ্যালাসিমিয়ার চিকিৎসা এভাবে করা হলেও এখন এই রোগের আরও নতুন কিছু চিকিৎসা এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- কিছু ওষুধের মাধ্যমে রোগীর শরীরে 'ফিটাল হিমোগ্লোবিন'-এর মাত্রা বাড়িয়ে রাখা, যাতে অঙ্গে-অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন এবং অক্সিজেনের মাত্রা বজায় থাকে। এই পদ্ধতি রোগী এবং পরিবারের পক্ষে খুব সুবিধাজনক, কারণ শুধুমাত্র কিছু ওষুধ নিয়মিত খেয়ে যেতে হয়, রোগী 'ব্লাড ট্রান্সফিউশন' মুক্ত থাকে এবং ওষুধগুলি খুব ব্যয়সাপেক্ষও নয়।
- থ্যালাসিমিয়া সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সম্ভব একমাত্র বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে। তবে এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ, পদ্ধতিটি জটিল এবং প্রতিস্থাপন-পরবর্তী সময়েও কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তবে সফল হলে বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসিমিয়ামুক্ত হয়ে যায়।

প্রতিরোধের উপায়

সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেহেতু থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুর জন্মের একমাত্র কারণ বাহক বাবা-মা, তাই দুজন বাহকের সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। থ্যালাসিমিয়া নির্ণায়ক পরীক্ষার নাম হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি। বিয়ের আগে সকলের এই এইচপিএলসি রক্ত পরীক্ষা করানো উচিত এবং ছেলেমেয়ে দুজনেই বাহক প্রমাণিত হলে তাদের সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। দুজনের মধ্যে একজন বাহক হলে শিশুর বাহক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সে রোগাক্রান্ত হবে না, কাজেই জেনেবুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনও পরিবারে একজন রোগাক্রান্ত বা বাহক প্রমাণিত হলে সেই পরিবারের সকলের এই পরীক্ষা করানো উচিত।

উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুরা ভালো থাকতে পারে এবং তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে। তাই অভিজ্ঞ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অথবা রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ (হেমাটোলজিস্ট)-এর অধীনে নিয়মিত চিকিৎসা এবং ফলোআপ করিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি এই রোগ প্রতিহত করার জন্য স্ক্রিনিং পরীক্ষার ওপর জোর দিয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ফুড ক্রেভিং হলে কী করবেন

খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে সবসময় যে মন আপনার প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে, ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই তেমন নয়। হুটহাট কিছু খেতে ইচ্ছে করলে বা ফুড ক্রেভিং হলে দু-একবার মনের কথা আপনাকে শুনতে হবে। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও সপ্তাহে একটাবার মনের মতো কিছু খাবারের খানিকটা আয়োজন করতেই পারেন, ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রায়ই যদি উচ্চ ক্যালোরিসম্পন্ন সুস্বাদু খাবার খেতে মন চায়, তাহলে ওজন কমানো সত্যিই কষ্টদায়ক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

অনেকে মনে করেন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের অর্থ, খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া কিংবা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা। আদতে ব্যাপারটা এমন নয়। সুস্থ থাকতে আপনাকে সারাদিনে পর্যাপ্ত খাবার খেতে হবে। অবশ্য কী খাচ্ছেন, তার খেয়াল রাখা জরুরি। সাধারণভাবে বলা যায়, রোজকার ভাত ও অন্যান্য শর্করাজাতীয় খাবারের পরিমাণ কমানো এবং ফাস্ট ফুড, বিরিয়ানি বা উচ্চ ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার না খাওয়াই চমৎকার স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন।

যদি আপনি ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তাহলে খিদের কষ্ট করবেন না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু না কিছু খান। সারাদিন আপনি কখন কী খাবেন, সে ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা করে রাখুন।

প্রতি বেলাতেই খানিকটা আমিষ ও ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ভালো। তাহলে সহজে খিদে লাগবে না। নানা রকম ফলমূল, সবজি, শাক, লাল চালের ভাত, লাল আটার রুটি, ওটস, ছাতু প্রভৃতিতে পর্যাপ্ত ফাইবার রয়েছে। সারাদিনে কয়েকবার বাদামও খাবেন। পাশাপাশি বিভিন্ন খাবারের পদকে সুস্বাদু করে তুলুন। শুধু একটা সাধারণ ফল খেতে ভালো না লাগলে স্যালাড হিসেবে খেতে পারেন। বিভিন্নরকম সুপ তৈরি করুন। তবে একই ধরনের খাবারে একঘেয়েমি আসাই স্বাভাবিক। তাছাড়া শুধু একই ধারার খাবার খেলে পুষ্টির ঘাটতি হয়। এই ঘাটতির কারণেও বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার খাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে আপনার।

এছাড়া শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময়ই আমাদের মনে হয় খিদে পেয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর খানিকটা জল কিংবা স্বাস্থ্যকর পানীয় খাওয়া প্রয়োজন। এমন অভ্যাস গড়ে তুললে হুট করে কোনও অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জেগে ওঠার প্রবণতা কমে।

সেইসঙ্গে নিজের সুস্থতার জন্যই ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে মনস্থির করুন, কারও কথার চাপে নয়। পিৎজা, পাস্তা কিংবা বিরিয়ানির মতো খাবার খেতে ইচ্ছা করলেও সপ্তাহের সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করুন, যেদিন আপনি নিজেকে পছন্দের খাবার খাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আবার আজকেই যদি খুব বেশি ইচ্ছে করে খাবারটি খেতে, তাহলে আজ তা খেয়ে নিলেও সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, প্রতিজ্ঞা করুন নিজের কাছেই।

পায়ে ১০ মিনিটের মালিশে উপকার অনেক

আমরা ত্বক ও চুলের যত্নে প্রচুর সময় ব্যয় করি। কিন্তু পদযুগল নিয়ে একেবারেই অসচেতন। অথচ এই পায়ের ওপরেই আমাদের সারা শরীরের ভর এসে পড়ে। সেইসঙ্গে অনবরত হাঁটা, দৌড়ানো এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে পায়ের অবদান কম নয়। কিন্তু আমরা এর যত্ন একেবারেই নিই না। জানেন কী, প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে মাত্র ১০ মিনিট পায়ের তলায় তেল মালিশ করলে অনেক উপকার পেতে পারেন। পায়ে তেল মালিশের ক্ষেত্রে আমন্ড অয়েল, তিল তেল, সর্ষের তেল, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

আয়ুর্বেদ অনুযায়ী পায়ে তেল মালিশের এই পদ্ধতিকে বলে পদ অভ্যাঙ্গ। আমাদের পায়ের তলায় বেশ কতগুলো আকুপ্রেশার পয়েন্ট রয়েছে, যেগুলো মালিশের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়। শুধু পেশির টান বা ব্যথাই নয়, পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি থেকে স্নায়ু সক্রিয় রাখা, অনিদ্রা ও অস্থিসন্ধির ব্যথা দূর করে পায়ে তেল মালিশ। এছাড়া আরও যা উপকার পাবেন-

ক্লান্তি কমায়

সারাদিনের ক্লান্তি থেকে নিমেষে মুক্তি দিতে পারে রাতে শোয়ার আগে পায়ে তেল মালিশ করা। এটা আপনার স্ট্রেস কমাতে অনেকটাই সাহায্য করে।

রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে

পায়ে নির্দিষ্ট পয়েন্টে মালিশ করলে তা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে।

ভালো ঘুম হয়

শোয়ার আগে পায়ে তেল মালিশ রাতে ভালো ঘুমের জন্য দারুণ কার্যকরী।

পিএমএস কমায়

পিএমএস অর্থাৎ প্রি মেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোমের অভিজ্ঞতা প্রায় সব মহিলারই আছে। এক্ষেত্রে বেশ ব্যথা হয় এবং শারীরিক নানারকম পরিবর্তন হয়। সুতরাং, পিএমএস মোকবিলায় পায়ে তেল মালিশ বেশ উপকার দেয়।

ব্যথা-যন্ত্রণা কমায়

নিয়মিত রাতে শুতে যাবার আগে পায়ে তেল মালিশ শরীরের বিভিন্নরকমের ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে খুবই কার্যকরী।

মাইগ্রেনের জন্য ভালো

আপনার যদি মাথাব্যথা ও মাইগ্রেনের সমস্যা থাকে তাহলে রাতে পায়ে তেল মালিশ করে দেখুন, উপকার পাবেন। ওষুধের প্রয়োজন পড়বে না।

গোড়ালির ব্যথা কমায়

অনেকেই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর গোড়ালির ব্যথা বোধ করেন। সেক্ষেত্রে রাতে পায়ে তেল মালিশ করলে এই ব্যথা বেশ কমতে পারে। এছাড়া ফ্ল্যাট ফিটের ব্যথা থেকেও উপশম দেয়।

ডিপ্রেশন মোকাবিলা করে

রাতে পায়ে তেল মালিশ ডিপ্রেশন সামলাতেও সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে সেল্ফ-ম্যাসাজের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

টস ভাগ্যে লারার পাশে রোহিত

কয়েন যুদ্ধে হার চাইছিলেন অশ্বীন!

দুবাই, ৯ মার্চ : খেতাবি যুদ্ধে প্রথম বল পড়ার আগেই জোড়া রেকর্ড!

ভারতীয় দল ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার। তবে খুশির নয়। কিছুটা হতাশার। তার চেয়েও অনেক বেশি চমকে দেওয়া নজির। ২০২৩ ওডিআই ফাইনাল থেকে ওডিআই ম্যাচে টসে হার শুরু হয়েছিল।

দুবাই দ্বৈরথে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে যা অটুট। সবমিলিয়ে টানা ১৫টি ম্যাচে একটানা হার! অঙ্কের নিরিখে তেত্রিশ হাজার বারের মধ্যে এরকম ঘটনার সম্ভাবনা নাকি একবার থাকে। আর সেই অবিশ্বাস্য কাজটাই করে দেখিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়করা!

রোহিত শর্মা এর মধ্যে টানা ১২টি ম্যাচে টসে হেরেছেন। যার সুবাদে স্পর্শ করলেন ব্রায়ান লারার নজির। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯৯-র মে মাস পর্যন্ত টানা এক ডজন ওডিআই ম্যাচে টসে হেরেছিলেন। ক্যারিবিয়ান যুবরাজ লারার যে আক্ষেপে আজ ভাগ বসালেন আজ রোহিত।

> রান তাড়া করা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই আমাদের। ভালো পিচ। পিচ খুব বেশি বদলাবে না। মূল লক্ষ্য প্রথমে বোলিং করে ওদের কম রানে আটকে রাখতে হবে। টস নিয়ে অহেতুক চিন্তা করতে রাজি নই। সাজঘরে আমরা এটাই বলি। দিনের শেষে মূল কথা তুমি বাইশ গজে কতটা ভালো খেললে।
>
> **রোহিত শর্মা**

টানা এক ডজন টস হেরে হতাশ রোহিত শর্মা। ব্যাট হাতে ঝড় তুলে সেই খামতি ঢেকে দেন তিনি। রবিবার।

ওডিআইয়ে অধিনায়কদের টানা টসে হার

টস হারের সংখ্যা	অধিনায়ক	সময়কাল
১২	রোহিত শর্মা	নভেম্বর ২০২৩-মার্চ ২০২৫*
১২	ব্রায়ান লারা	অক্টোবর ১৯৯৮-মে ১৯৯৯
১১	পিটার বোরেন	মার্চ ২০১১-অগাস্ট ২০১৩

নেদারল্যান্ডসের পিটার বোরেনকে (১১টিতে হার) অতিক্রম করে লারার পাশে রোহিত।

রোহিত শেষবার টসে জিতেছিলেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। তারপর টস দুর্ভাগ্য জারি হিটম্যানের। দলগত টানা পনেরো নম্বর টস হারে বাকি তিনটিতে হেরেছেন রোহিতের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলান লোকেশ রাহুল।

টস যুদ্ধে হিটম্যানের 'সুপার ফ্লপ শো' নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মিমসে ছয়লাপ। কারও মতে রোহিতের টস করতেই নামা উচিত নয়। অন্য কাউকে টস করার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। কারও দাবি, টসে হারুক, কিন্তু ম্যাচ হাতছাড়া করলে চলবে না।

বেচারা রোহিত! নিজের ভাগ্য নিয়ে নিজেই হাসছিলেন টসের সময়। পরে যুক্তি দেন, 'রান তাড়া করা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই আমাদের। ভালো পিচ। পিচ খুব বেশি বদলাবে না। মূল লক্ষ্য প্রথমে বোলিং করে ওদের কম রানে আটকে রাখতে হবে। টস নিয়ে অহেতুক চিন্তা করতে রাজি নই। সাজঘরে আমরা এটাই বলি। দিনের শেষে মূল কথা তুমি বাইশ গজে কতটা ভালো খেললে।'

২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের হেডকোচ লালচাঁদ রাজপুতও প্রাক্তন ছাত্রকে সমর্থন করছেন। রাজপুতের মতে, ভারতীয় ব্যাটাররা ভালো খেলছে। বিরাট কোহলি সহ মিডল অর্ডার দারুণ ফর্মে। টসে হার ফ্যাক্টর হবে না।

টসের আগেই রবিচন্দ্রন অশ্বীন মজার সুরে বলেছিলেন, টসে জেতার দরকার নেই। রান তাড়াতে মুনশিয়ানা দেখাচ্ছেন বিরাট কোহলিরা। সেটাই বজায় থাকুক। অশ্বীনের যে দাবি পূরণ কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়ায়!

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ রবিচন্দ্রন অশ্বীন বলেছেন, 'প্রথমে স্কোর করে যেমন প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে সক্ষম ভারত, তেমনই রান তাড়াতেও মুনশিয়ানা দেখিয়েছে। ভারতের টসে জেতার দরকারই নেই। নিউজিল্যান্ডই জিতুক এবং ঠিক করুক ওরা কী করবে।'

শিল্ড জয়ের পর বলছেন গর্বিত মোলিনা

আবেগ-পরিশ্রমের মিশেলেই সাফল্য

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মার্চ : শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াই নয়। এবারের আইএসএলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট গড়ে ফেলেছে নানা রেকর্ড। কিন্তু চাইলেই যে বারবার এটা হবে না, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

হয়তো এই মুহূর্তে পৃথিবীর সুখীতম মানুষ তিনি। কিন্তু পেশাদারি দুনিয়ায় লম্বা সময় কাটিয়ে ফেলার পর জানেন, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় নিজের আবেগ। তাই ম্যাচ শেষে মাঠেই রেখে আসেন যাবতীয় উচ্ছ্বাস। বরং সাংবাদিকদের মাধ্যমে সমর্থকদের বার্তা দিয়ে দেন, 'এবার যা হয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত খুশি। কিন্তু এটাও ঠিক, আমাকে যদি বলেন ঠিক এরকমটাই আগামী মরশুমে চাই। তাহলে বলব, এটা বারবার নাও হতে পারে। আমরা যে আগামী মরশুমেও শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হবই এরকম কোনও মানে নেই।' সম্ভবত এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাও জানিয়ে দেন, আরও এক মরশুমের জন্য তিনি থেকে যাওয়ার বিষয়ে সম্মতি মোহনবাগানকে দিয়েই দিয়েছেন। তাঁর যা চুক্তি ছিল তাতে শিল্ড জিতলে এক বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়বে, একথা ছিলই। শেষপর্যন্ত চুক্তি বাড়াতে দুই পক্ষই সম্মত হয়েছেন বলে গুজব ছিলই। সরাসরি না বললেও মোলিনা তাতেই সম্মতি দিলেন। তিনি কোথায় এগিয়ে অন্যদের থেকে? জবাবটা দিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ। ম্যাচের পর সরাসরি স্বীকার বলেছেন, 'নিজেদের ভুল বোঝাবুঝিতে ওরকম একটা বাজে গোল খেলে এরকম শক্তিশালী দলের বিপক্ষে আর লড়াই করা যায়? আর মোহনবাগান দলটাই এমন যে এরপর আর ওদের রোখা অসম্ভব। তবে এই দলটার এক্স ফ্যাক্টর হলেন ওদের কোচ। মোলিনা এত বড় জায়গায় কাজ করেছে যে এরকম তারকাখচিত দল কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সেটা ওর নখদর্পণে।' গত মরশুমেও প্রায় এই দলটাই জিতেছিল লিগ শিল্ড। সেকথাও মনে করিয়ে দেন মোলিনা, 'পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া কিন্তু মুখের কথা নয়। এই ছেলেরাই গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়। হয়তো সবাই ছিল না। কিন্তু বেশিরভাগই ছিল এবং আমি যতটুকু দেখেছি তাতে গতবারের থেকেও এবার বেশি কঠিন হয়েছে লিগ। তাই এটা বলতেই হবে যে এই ফুটবলাররা প্রমাণ করেছে যে ওদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষমতা আছে।'

মোলিনা মাঠের মধ্যে যদি অসম্ভব কড়া হন তাহলে বাইরে আবার ফুটবলারদের পাশে দাঁড়াতেও দ্বিধা নেই। তাই ম্যাচ শেষে ফুটবলারদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, 'আজ আমি সবথেকে খুশি মানুষ। আমরা দারুণভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। কর্ণধার থেকে ফুটবলার, কোচিং স্টাফ থেকে আমরা কোচ, সাপোর্ট স্টাফ সবাই মিলে শিল্ড জয়ের ভাগীদার। যখন আপনি আবেগ এবং পরিশ্রমকে মিলিয়ে দিতে পারবেন তখন আপনার ভাগ্য খুলবেই। অবশ্যই ভাগ্যের সহায়তা দরকার কিন্তু সেটা এমনিই আসে না।' শনিবার রাতেই ফুটবলারদের দশদিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। কারণ ২ বা ৩ এপ্রিল তাঁর দলের প্রথম সেমিফাইনাইল খেলতে হবে। তাই হাতে লম্বা সময় থাকায় রাতেই বিদেশিরা দেশে ফিরে গেলেন। আর কোচ আপাতত গেলেন স্ত্রী-কে নিয়ে ভিয়েতনাম বেড়াতে। ভারতীয়রাও গত রাত থেকেই কেউ বাড়ির পথ ধরলেন, আবার কেউ কেউ বেড়াতেও গেলেন। তার আগে অবশ্য সাজঘরে চলে প্রবল নাচাগানা। 'জামাল কদু,' গানের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে ধীরাজ সিং মৈরাংথেম, বিশাল কেইথ, অনিরুদ্ধ থাপা, শুভাশিস বসু, মনবীর সিংদের। তবে তাঁদের অনেকেরই অবশ্য ছুটির মেয়াদ খুবই কম। দিন চারেকের ছুটি কাটিয়ে মনবীর-লিস্টন-বিশালদের এবার অবশ্য জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

সাফল্যের দিনে স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ ভাগে হোসে মোলিনা ও শুভাশিস বসু।

দশদিনের ছুটি মোহনবাগানে

নতুন শঙ্কা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে

জয়ের দিনেও হতাশ লিভারপুল কোচ স্লট

লিভারপুল ও নটিংহাম, ৯ মার্চ : লিভারপুল জিতল বটে, কিন্তু গ্যালারিতে বসে আরও একবার দলের অগোছালো পারফরমেন্স দেখতে হল আর্নে স্লটকে। ম্যাচ শেষে অকপটে স্বীকারও করে নিলেন, সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেনি তাঁর দল।

শনিবার রাতে ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে জয়ের পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে গিয়েছে লিভারপুল। যদিও এদিন ম্যাচে অল রেডদের চেনা ছন্দে দেখা যায়নি। প্রথমার্ধে তো নয়ই। দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার জেরে ডাগআউটে ছিলেন না দলের হেডকোচ স্লটও। ম্যাচ শেষে হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। স্পষ্ট বলে দিলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বা ইপিএল জিততে হলে এই ম্যাচগুলো দাপটের সঙ্গে জিততে হবে। যে মানের ফুটবল খেলা উচিত সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রথমার্ধে আমরা তার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারিনি।' পারফরমেন্স আশানুরূপ না হলেও তাঁর দলের ফুটবলারদের মধ্যে আরও ভালো খেলার ক্ষমতা আছে বলেই মনে করেন স্লট।

পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

শনিবার আরেকদিকে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে হেরে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে উঠে আসার সুযোগ হেলায় হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আরও একবার প্রথম চার থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কাও দেখা দিয়েছে সিটি শিবিরে। কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'পরিস্থিতি যা, বাকি দশটা ম্যাচের মধ্যে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ আমাদের জিততে হবে। তাহলেই হয়তো আমরা আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার ছাড়পত্র পাব। এছাড়া কোনও পথ আছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই যা করার আমাদেরই করতে হবে।' সেই সুরে গলা মিলিয়ে রুবেন ডায়াসও বললেন, 'লক্ষ্যটা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার। সেখানে কোনও যদি-কিন্তু নেই। যেভাবে হোক, আমাদের সেরাটা দিতে হবে।'

প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে রবিবার আর্সেনাল-ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচ ড্র হল ১-১ গোলে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। ৭৪ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন আর্সেনালের ডেকলান রাইস। ড্র করায় লিগ শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে আর্সেনালের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়াল ১৫। ২৯ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে ফার্স্ট বয় লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে গানারদের পয়েন্ট ৫৫। প্রিমিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে চেলসি ১-০ গোলে জয় পায় লেস্টার সিটির বিরুদ্ধে। ৬০ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন মার্ক কুকুরেলা।

নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিতে টম ল্যাথামের উইকেট। ফুটছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

নজরে পরিসংখ্যান

৩২৭৬৮/১ টানা ১৫টি টস হারের ঘটনা ৩২ হাজার ৭৬৮ বারে একবার হয়ে থাকে। যা রবিবার রোহিত শর্মার সঙ্গে হয়েছে।

৪ ভারতীয় ফিল্ডাররা রবিবার চারটি ক্যাচ ফেলেছেন। যা ২০০৫ সালের পর ওডিআই নকআউট ম্যাচে ভারতের সর্বাধিক।

৫ চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রাচিন রবীন্দ্রর পাঁচটি ক্যাচ পড়েছে। যা এবারের প্রতিযোগিতায় কোনও ব্যাটারের সর্বাধিক।

৩০ ১১ থেকে ৪০-এর মধ্যে ভারতীয় স্পিনারদের ওভারের সংখ্যা। ২০০২ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে শেষবার ওডিআইয়ে ভারতীয় স্পিনাররা ১১-৪০ ওভারের মধ্যে ৩০ ওভার বোলিং করেছিলেন।

৯১ অর্ধশতরানে পৌঁছাতে ৯১ বল লাগল ড্যারিল মিচেলের। যা ২০১৪ সালের পর থেকে কিউয়ি ব্যাটারদের মধ্যে মন্থরতম ওডিআই অর্ধশতরান।

১০৩/৪ ১১ থেকে ৪০ ওভারের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের স্কোর। ২০১৮ সালে শেষবার কিউয়িরা ওডিআইয়ে ১১-৪০ ওভারে এদিনের চেয়ে কম রান তুলেছিল।

৮১ নিউজিল্যান্ডের ইনিংসে ১৪ থেকে ২৭ ওভারের মধ্যে বাউন্ডারিহীন বলের সংখ্যা।

শিল্ড জিতে পরিবারের সঙ্গে গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও জেসন কামিংস।

জকোভিচের বিদায়, জয়ী আলকারাজ

ক্যালিফোর্নিয়া, ৯ মার্চ : প্রথম ম্যাচেই হার, বিদায়। ইন্ডিয়ান ওয়েলসের শুরুতেই থামলেন পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ। অন্যদিকে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

শনিবার নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান ডি জান্ডস্ক্যালপের কাছে হার মানলেন জকোভিচ। প্রথম সেট হারের পর দ্বিতীয় সেটে দারুণ প্রত্যাবর্তন করেন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু তার পরের সেটে ডাচ প্রতিপক্ষের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলেন না জোকার। ম্যাচের ফল ২-৬, ৬-৩, ১-৬। গতবার ইউএস ওপেনে এই বোটিকের কাছেই পরাস্ত হয়েছিলেন আলকারাজ। এবার হারলেন জকোভিচ। ডাচ প্রতিপক্ষের কাছে হেরে নিজের খেলা নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। বললেন, 'কোনও অজুহাত দিতে চাই না। খারাপ খেলেছি। এটাও ঠিক দিনটা আমার ছিল না।'

দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছেন কার্লোস আলকারাজ। কুইন্টিন হ্যালিসকে স্ট্রেট সেটে হারান স্প্যানিশ টেনিস তারকা। ম্যাচের ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-৪ ও ৬-২। পরের রাউন্ডে আলকারাজ খেলবেন ডেনিস শাপোভালোভের বিরুদ্ধে।

বিদায় নেওয়া নোভাক জকোভিচকে সান্ত্বনা বোটিক জান্ডস্ক্যালপের।

এবার কাপ জয় লক্ষ্য দিমিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : আইএসএল শিল্ড জয় এখন অতীত। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পাখির চোখ এবার আইএসএল কাপ। গতবার শিল্ড জিতলেও কাপ অধরা থেকে গিয়েছিল সবুজ-মেরুনের। এবার সেই ভুল করতে নারাজ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ব্রিগেড।

শনিবার রাতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল বাগান জনতা। তবে ট্রফি নেওয়ার পরে সেভাবে উৎসবে মাততে দেখা যায়নি দিমিদের। বরং দশদিনের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার তাড়া ছিল তাদের। বাড়ি যাওয়ার আগে বাগান জনতার নয়নমণি দিমিত্রিস পেত্রাতোস বলে গেলেন, 'টানা দুইবার লিগ-শিল্ড জেতার অনুভূতিটা আলাদা। আপাতত ছুটি উপভোগ করব। তারপর এসে আইএসএল কাপের প্রস্তুতি শুরু করব। এবার ওটা জিততে চাই।'

দিমির সঙ্গে একসুরে সুর মিলিয়েছেন বাগান ডিফেন্ডার আশিস রাই। তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয়বার শিল্ড জিতে ভালো লাগছে। এখন কয়েকদিনের জন্য ছুটি রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাব। তারপর আমাদের লক্ষ্য আইএসএল কাপ জয়।' শনিবার গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন চোট পান আশিস। তাঁর জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়া অনিশ্চিত। তবে মেডিকাল পরীক্ষার রিপোর্ট এলে চিত্রটা পরিষ্কার হবে। যদিও বাগান ডিফেন্ডার বলেছেন, 'আমার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। তবে এখন আমি ঠিক রয়েছি।'

শনিবার মরশুমে প্রথমবার মোহনবাগানের হয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেয়েছিলেন গোলরক্ষক ধীরাজ সিং মৈরাংথেম। গোটা মরশুমজুড়ে বিশাল কেইথের অনবদ্য পারফরমেন্সের জন্য রিজার্ভে বসেই কাটাতে হয়েছে এই গোলরক্ষককে। তবে তাতেও আত্মবিশ্বাসে কোনও চিড় ধরেনি। বরং তিনি বলেছেন, 'ফুটবলে এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। বিশাল দুর্দান্ত খেলেছে। ওর সঙ্গে আমার দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। তবে আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। শনিবার সেই সুযোগ পেতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি।'

ছুটছে পিএসজি, জিতল রিয়াল

মাদ্রিদ ও প্যারিস, ৯ মার্চ : লা লিগায় রবিবার রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ গোলে জয় পেল রায়ো ভায়োকানোর বিরুদ্ধে। ৩০ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। ৪ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে রায়োর একমাত্র গোলটি আসে পেদ্রো দিয়াজের থেকে। এদিন জিতে রিয়াল ২৭ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে এল। বার্সেলোনা এক ম্যাচ কম খেলে তাদের সমান পয়েন্টে থাকলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় লিগ শীর্ষে রয়েছে।

ফরাসি লিগে ছুটছে প্যারিস সাঁ জাঁ। ৪-১ গোলে তারা হারিয়েছে রেনেঁকে। দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন ওসমানে ডেম্বেলে। বাকি দুই গোল ব্র্যাডলি বার্কোলা ও গঞ্জালো র‍্যামোসের। লিগে ২৫ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। চলতি লিগে তারা একটিও ম্যাচ হারেনি।

মুখ সামলে, সানিকে তোপ ইনজামামের

'বি টিমও হারাবে পাকিস্তানকে'

করাচি, ৯ মার্চ : ভারতের 'বি' টিমও হারাবে। পাকিস্তান দল নিয়ে সুনীল গাভাসকারের কটাক্ষের পালটা জবাব এদিন দিলেন ইনজামাম-উল-হক। 'মুখ সামলে কথা বলুন', তোপ দাগলেন ভারতীয় কিংবদন্তির বিরুদ্ধে।

পাকিস্তান গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিয়েছে। ফাইনালে ভারত-নিউজিল্যান্ড টক্কর। কিন্তু ভারত-পাক মাঠের বাইরের লড়াই থামার লক্ষণ নেই। দুই প্রাক্তন গাভাসকার-ইনজির মৌখিক যুদ্ধ তা ফের উসকে দিল।

ইনজামাম বলেছেন, 'গাভাসকারজি, কিছু মন্তব্য করার আগে পরিসংখ্যানে চোখ বুলোনো প্রয়োজন। আপনি অনেক সিনিয়ার ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। আমরাও সম্মান করি আপনাকে। ভারত ভালো খেলছে। দলের প্রশংসা করতেই পারেন। কিন্তু অন্য দল, দেশকে নিয়ে এরকম আলটপকা মন্তব্যের অধিকার কে দিয়েছে? মুখ সামলে কথা বলুন। এরকম মন্তব্য করবেন না।'

২৩ মার্চ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ঘটনা। ভারত জেতার পর প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে কটাক্ষের সুরে গাভাসকার বলেছিলেন, 'আমার ধারণা ভারতের 'বি' টিমও পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে। 'সি' দলের কথা বলতে পারব না আমি। তবে ভারতীয় 'বি' দলের বিরুদ্ধে খেললেও সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান। ওদের হাল এতটাই খারাপ।'

জিতল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : রবিবার ডেভেলপমেন্ট লিগে গাড়োয়াল হিরোজ এফসি-কে ৪-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। মশাল বাহিনীর হয়ে গোল করেন রাপগে লেপচা, জোসেফ জাস্টিন, আন্দ্রেউস ও কুশ ছেত্রী। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে ওড়িশা এফসি-কে ৩-১ গোলে হারাল লাল-হলুদের মেয়েরা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একাই তিনটি গোল করেন এলসাদাই।

হকি ডার্বি ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মার্চ : কলকাতা হকি লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বড় ম্যাচ ড্র। ম্যাচের ফল ২-২। সবুজ-মেরুনের হয়ে দুটি গোল অর্জুন শর্মা ও নীতীশ নিউপানের। উলটোদিকে লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছেন জাইদ খান ও রাজবীর সিং।

সব অবিশ্বাস্য লাগছে : বিরাট

দুবাই, ৯ মার্চ : ৪৯তম ওভারের শেষ বল। উইল ও'রৌরককে বাউন্ডারি লাইনে ছিটকে দিয়ে দৌড় রবীন্দ্র জাদেজার। বুকে টেনে নিলেন সতীর্থ লোকেশ রাহুলকে। ভারতীয় ডাগআউটে বিরাট কোহলি ঝাঁপিয়ে প্রায় সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের কোলে। ভারতীয় ক্রিকেটের আরও সোনালি রাতের সাক্ষী জয় শা, রজার বিনি থেকে অনুষ্কা শর্মা। গোটা দুবাই স্টেডিয়ামের তখন ভারত-ওয়েভ। ব্যাট-বলের মহাযুদ্ধে আমরাই সেরা-গর্বের হুংকার বুর্জ খালিফার শহরে।

তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে স্টাম্প হাতে ডান্ডিয়া খেলে ফিরছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। দুবাইয়ে।

সারারাত পার্টি করবেন কুলদীপ

ভাঙরা থেকে রোহিত শর্মা-বিরাটের ডান্ডিয়া-বিজয়োৎসবের হাজারো মন ভালো করা চিরকালীন সব ছবির কোলাজ। গত বছর বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে এসেছিল টি২০ বিশ্বকাপের খেতাব। আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যাম্পিয়ন টিমের শিরোপা।

ফাইনাল যুদ্ধে ব্যর্থ হলেও বিরাটের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস, আবেগ নজর কাড়ল। গ্যালারিতে অনুষ্কা, মাঠে বিরাট-স্বপ্নপূরণের ম্যাচে ছেয়ে থাকল 'বীরুষ্কা'। বিরাটের কাছে সবকিছু অবিশ্বাস্য, স্বপ্নের মতো। জানালেন, কঠিন অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ছিল গোটা দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেই তাগিদ, দলগত প্রয়াসের ফল সেরার শিরোপা।

ইয়ং ব্রিগেডকেও কৃতিত্ব দিলেন। বিরাটের কথায়, তরুণ তুর্কিদের সঙ্গে খেলাটা উপভোগ করেছেন প্রতিনিয়ত। দায়িত্বটা যেভাবে সামলাল, ইয়ং ব্রিগেড বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সঠিক দিশাতেই এগোচ্ছে।

ব্যক্তিগত চতুর্থ আইসিসি ট্রফি জেতার খুশি নিয়ে বিরাট বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হতে হলে দলগত প্রয়াস জরুরি। দল হিসেবে এগিয়ে আসা দরকার। অসাধারণ ইনিংস, দুর্দান্ত স্পেলে সবার মধ্যে সেই প্রচেষ্টাই দেখলাম গোটা টুর্নামেন্টজুড়ে। স্বপ্নের জয়, দলগত চেষ্টার সুফল।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মঞ্চে অবসর জল্পনাও উসকে দিলেন কোহলি। বিরাটের কথায়, সারাজীবন খেলা সম্ভব নয়। কিন্তু যেদিন ছাড়বেন, দেখে যেতে চান, দল ভালো জায়গায়, সুরক্ষিত নবপ্রজন্মের হাতে। শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ার, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদবরা সেই আশ্বাস দিচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের প্রচেষ্টাকেও কুর্নিশ জানালেন। মনে করিয়ে দিলেন, বরাবর কিউয়িরা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। আজ হারলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফাইনাল যুদ্ধে হেরে ফিরতে হয়েছিল। আজ বিজয়ী শিবিরে। খুশির দিনে পুরোনো স্মৃতি তুলে ধরে হার্দিক পান্ডিয়া বলেছেন, 'আইসিসি ট্রফি জেতা সবসময় স্পেশাল। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথা মনে পড়ছে। সেদিন ফিনিশ করে ফিরতে পারিনি আমরা। আজ পারলাম। লোকেশ ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলাল। সঠিক সময়ে খোলস ছেড়ে বেরোল।'

মজার সুরে কুলদীপ জানিয়েছেন, ভাগ্যিস, তাঁর ব্যাটিং করার প্রয়োজন হয়নি। লোকেশ-হার্দিকই কাজটা সেরে দিয়েছে। ভক্তদের জয় উৎসর্গ করে বলেন, 'সমস্ত ভক্তকে এই জয় উপহার দিচ্ছি। চার স্পিনার দলে, এটা বলা যতটা সহজ, কিন্তু সবাইকে সঠিকভাবে ব্যবহার ততটাই কঠিন। দরকার ছিল সঠিক পরিকল্পনার। কৃতিত্বটা রোহিতভাইকে দিতেই হবে। আজ রাতে বিশাল পার্টি হবে।'

আরও এক আইসিসি ট্রফিতে উইনিং শট। যা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্র জাদেজা বলেছেন, 'আমার সঙ্গে এটা হয়ে থাকে। কখনও হিরো, কখনও বা জিরো। নতুন ব্যাটারের জন্য উইকেট মোটেই সহজ ছিল না। হার্দিক-লোকেশ দুর্দান্ত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় বিশাল ব্যাপার।'

ম্যাচের অন্যতম নায়ক লোকেশ রাহুল বলেছেন, 'আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। ভালো লাগছে দলকে ফিনিশিং লাইন পার করে দিতে পেরে। পাঁচ ম্যাচের মধ্যে এরকম পরিস্থিতিতে তিনবার ব্যাট করলাম। যেভাবে সমস্ত চাপ সরিয়ে সাফল্য এসেছে, তা তৃপ্তির। একঝাঁক নতুন তারকা তুলে আনার কৃতিত্বটা প্রাপ্য বিসিসিআইয়েরও।'

টিম ইন্ডিয়াকে আন্তরিক অভিনন্দন। প্রথম দল হিসেবে ভারত তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল। ইতিহাস তৈরির জন্য ক্রিকেটার, ম্যানেজমেন্ট এবং সাপোর্ট স্টাফদের সর্বোচ্চ প্রশংসা প্রাপ্য।

– দ্রৌপদী মুর্মু, রাষ্ট্রপতি

অসাধারণ এক ম্যাচে অসাধারণ ফল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘরে আনা দলের জন্য গর্বিত। গোটা প্রতিযোগিতায় দল চমৎকার খেলেছে। অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জন্য গোটা দলকে অভিনন্দন।

– নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

এমন দর্শনীয় এক জয়ের জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন। ছেলেরা শক্তি ও নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছে। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক গর্বের সন্ধ্যা।

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়ন.... ইয়ায়ায়ায়াহহ...

– শচীন তেন্ডুলকার

ব্যাটিং গভীরতার জন্যই আগ্রাসী, বলছেন রোহিত

অবসর জল্পনা জিইয়ে রাখলেন হিটম্যান

দুবাই, ৯ মার্চ : রবীন্দ্র জাদেজার শট বাউন্ডারিতে পৌঁছানোর সঙ্গেই উৎসব শুরু। যে উৎসব দুবাইয়ে চলল গভীর রাত পর্যন্ত।

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর জয়। সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন নম্বর খেতাব। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার ধাক্কার পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ হার। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার প্রয়োজন ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অধিনায়ক রোহিত শর্মার আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে স্বপ্নপূরণ। ম্যাচের সেরাও ভারত অধিনায়ক হিটম্যান।

সতীর্থ বিরাট কোহলির সঙ্গে মাঠেই স্টাম্প নিয়ে ডান্ডিয়া খেলে রোহিত যখন ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিতে এলেন, শরীরীভাষায় অদ্ভুত প্রসন্নতা। সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর অবসর জল্পনা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। রোহিত সব বিতর্কের জবাব দিয়ে সাফল্যের কৃতিত্ব দিলেন সতীর্থদের। জানিয়ে দিলেন, ভারতীয় ক্রিকেট সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর অতি আগ্রাসী ব্যাটিং রহস্যও আজ ফাঁস করেছেন হিটম্যান। দলের ব্যাটিং গভীরতার জন্যই যে তাঁর শুরুর ব্যাটিং আগ্রাসন সম্ভব হয়েছে, ঘোষণা করে দিলেন রোহিত। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'আমাদের দলের ব্যাটিং গভীরতার কারণেই শুরু থেকে এমন আগ্রাসী ব্যাটিং সম্ভব। ভাবুন তো, আট নম্বরে ব্যাট করছে জাড্ডু। ফলে আমি শুরু থেকেই আগ্রাসনের স্বাধীনতা পেয়ে যাচ্ছি।'

স্ত্রী রীতিকা, কন্যা সামাইরা দুবাই ক্রিকেট মাঠের গ্যালারিতেই ছিলেন। খেলার পর নিজের পরিবারের সঙ্গে প্রাণখোলা হাসি হাসতেও দেখা গিয়েছে রোহিতকে। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'দল হিসেবে পুরো প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছি আমরা। সাফল্যে দলের সবারই অবদান রয়েছে। আপনারা আমার যে আগ্রাসী ব্যাটিং নিয়ে এত কথা বলছেন, যদি ভালো করে দেখেন, তাহলে এটা আমার স্বাভাবিক। হ্যাঁ, এই কথা ঠিক যে দলের ব্যাটিং গভীরতার কারণে আমার কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছে।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিনে অবসর জল্পনা জিইয়ে রাখলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। সাংবাদিক সম্মেলনে অবসর প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, 'আমি এখনও ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। ভেবে দেখছি।' ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে টানা দশটি ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠার পরও ট্রফি আসেনি টিম ইন্ডিয়ার ঘরে। এদিন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর বছর দুয়েক আগের স্মৃতিতে ফিরে গিয়েছেন রোহিত। বলেছেন, 'ওডিআই বিশ্বকাপে একই ইনটেন্ট নিয়ে ১০টি ম্যাচ জিতে ফাইনালে নেমেছিলাম। কিন্তু জিততে পারিনি। এবার টানা পাঁচ ম্যাচ একই ইনটেন্ট নিয়ে খেলে চ্যাম্পিয়ন হলাম।'

দলের অধিনায়ক তথা ক্রিকেটার হিসেবে রোহিত ঠিক কী চান, প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা বলে আগে সেটা ঠিক করেছিলেন তিনি। বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও একইভাবে আলোচনা করে আগামীর পরিকল্পনা করেছেন তিনি। রোহিতের কথায়, 'দল হিসেবে আমাদের আগামীর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা কেমন হবে, অতীতে রাহুলভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা

বাইশ গজে বসে ট্রফিতে চুমু রোহিত শর্মার।

করেছি। এখন গোতিভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলেছি। আসলে পরিকল্পনাটা খুব জরুরি।' দুবাই ভারতের ঘরের মাঠ নয়। কিন্তু সেই মাঠেই টানা পাঁচ ম্যাচে জয়। সঙ্গে মরু শহরের নীল গ্যালারির ধারাবাহিকভাবে সমর্থন। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সমর্থন করার জন্য। দুবাই আমাদের ঘরের মাঠ নয়। কিন্তু এখানে যে সমর্থন পেয়েছি, সেটা ঘরের মাঠের মতোই।' সতীর্থ লোকেশ রাহুলকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রোহিত। ঋষভ পন্থ সাজঘরে, অথচ রাহুল সব ম্যাচে খেলেছেন। দলকে ভরসাও দিয়েছেন। রোহিত বলছেন, 'মানসিকভাবে লোকেশ খুব শক্তিশালী। চাপ সামলাতেও জানে। ওর উপস্থিতি দলের ভারসাম্য বাড়িয়েছে। আজ জাড্ডুকে সঙ্গে নিয়ে দারুণভাবে ম্যাচটা শেষ করল।' একইভাবে হার্দিক পান্ডিয়াকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন হেনরি

পাওয়ার প্লে ও ডেথে বোলিং পছন্দ করি বরুণ

দুবাই, ৯ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার কথাই ছিল না তাঁর। প্রাথমিক স্কোয়াডেও ছিলেন না। একেবারে শেষ বেলায় ডাক পান। বাকিটা এখন ইতিহাস।

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটারের তকমা পাওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও বরুণ চক্রবর্তী যেন একটু বেশি গুটিয়ে, আগামীর ভাবনায় ডুবে। শেষ রবিবারে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচেই প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন। দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন পাঁচ উইকেট নিয়ে। পরে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে দুই উইকেটের পর আজ ফাইনালেও বরুণের শিকার সংখ্যা দুই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন ম্যাচে মোট নয় উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে তিনি।

গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের মতো আজও কিউয়ি ব্যাটাররা বরুণের রহস্য স্পিন খেলতে সমস্যায় পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত ২৫১ রানে নিউজিল্যান্ড ইনিংস শেষ হওয়ার পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়ে বরুণ ফাঁস করেছেন তাঁর সাফল্যের রহস্য। বলেছেন, 'আলাদা কোনও রহস্য নেই। নিজের শক্তি অনুযায়ী লাইন লেংথ বজায় রেখে বল করেছি। এভাবেই সাফল্য।' কুলদীপ যাদবের সঙ্গে জুটি জমে গিয়েছে বরুণের। সেই জুটি যে তিনিও উপভোগ করছেন, জানিয়েছেন রহস্য স্পিনার বরুণ। একইসঙ্গে বলেছেন, 'শুরুর পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারে বোলিং করাটা উপভোগ করি আমি। বলতে পারেন, এই চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা অনেকদিনই আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।' দুবাইয়ের মাঠে জাতীয় দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুটি ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে বরুণের। সেই দুই ম্যাচের তুলনায় আজকের পিচটা তাঁর অন্যরকম বলে মনে হয়েছে। যেখানে বল কম টার্ন করেছে। কিন্তু তারপরও কিউয়ি ব্যাটাররা বরুণ রহস্য ভেদ করতে পারেননি।

> শুরুর পাওয়ার প্লে ও ডেথ ওভারে বোলিং করাটা উপভোগ করি আমি। বলতে পারেন, এই চ্যালেঞ্জ নেওয়াটা অনেকদিনই আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।
>
> **বরুণ চক্রবর্তী**

বরুণ যদি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটার হয়ে থাকেন, তাহলে নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার ম্যাট হেনরিকে খুব একটা পিছিয়ে রাখা যাবে না। মোট দশ উইকেট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বাধিক উইকেট শিকারি তিনি। অথচ, কাঁধের চোটের কারণে আজ ফাইনাল ম্যাচটাই খেলা হল না তাঁর। টসের আগে মাঠের ধারে হেনরির ফিটনেস পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষার পরই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। আসলে ক্রিকেট এমনই। জীবন যেমন বদলে দেয়। তেমনই কখনও হতাশায় ডুবিয়েও দেয়।

গ্লেন ফিলিপসকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস বরুণ চক্রবর্তীর। দুবাইয়ে রবিবার।

এক ইনিংসে স্পিনারদের সর্বাধিক ওভার
(চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে)

ওভারের সংখ্যা	ম্যাচ	স্থান	সাল
৩৯.৪	শ্রীলঙ্কা বনাম অস্ট্রেলিয়া	কলম্বো	২০০২
৩৮	ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড	দুবাই	২০২৫
৩৭.৩	ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড	দুবাই	২০২৫
৩৬.৫	শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড	ঢাকা	১৯৯৮

চন্দ্রশেখরকে মনে করাচ্ছে : ইঞ্জিনিয়ার

চেন্নাই, ৯ মার্চ : প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ম্যাজিক জারি। টি২০ হোক বা ওডিআই, বরুণ চক্রবর্তীর যে ম্যাজিকে মজে ক্রিকেটমহল। ফাইনাল দ্বৈরথেও এদিন বরুণকে সামলাতে হিমসিম কিউয়ি ব্যাটাররা। মুগ্ধ ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারও। এতটাই, তুলনা টানছেন কিংবদন্তি ভারতীয় লেগস্পিনার ভাগবত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে!

তাঁর মতে, বরুণ তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে গত শতাব্দীতে সাতের দশকের চন্দ্র-ম্যাজিককে। চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'ভারতের হাতে কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তীর মতো ক্লাস স্পিনার রয়েছে। বরুণ আমাকে চন্দ্রশেখরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

সমব্যথী গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ না পাওয়া ঋষভ পন্থের প্রতিও। জল বওয়া, থিংকট্যাংকের বার্তা মাঠে পৌঁছে দেওয়ার মতো পার্শ্বচরিত্রেই আটকে ভারতীয় 'গেমচেঞ্জার'। প্রিয় ঋষভের জন্য খারাপ লাগলেও লোকেশ রাহুলকে খেলানোর সিদ্ধান্তকে বাস্তবোচিত বলে আখ্যা দিলেন ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার।

প্রাক্তন বলেছেন, 'ঋষভ অত্যন্ত ভালো খেলোয়াড়। ব্যাট হাতে ধ্বংসকারী। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য দলে লোকেশ রাহুলও রয়েছে। ভারতীয় দলের জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির ঢেঁকুর। আর রাহুল জোড়া দায়িত্বে খুব বেশি ভুলচুক করছেও না। বাড়তি ব্যাটার হিসেবে ঋষভকে খেলানো যেত কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে ভারতের হাতে একঝাঁক অলরাউন্ডার। ফলে ঋষভের জন্য জায়গা ছিল না।'

ঋষভের জন্য 'সমব্যথী'

রবি শাস্ত্রীর গলায় ফের বিরাট কোহলি-স্তুতি। বলেছেন, শৃঙ্খলা, ম্যাচ ভাবনা, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরতে পারা বিরাটকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। খুচরো রান নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখা, সর্বক্ষণ স্ট্রাইক রোটেট, প্রয়োজনে বিগহিট-খুব কম ক্রিকেটার যা করতে পারে।

> ঋষভ অত্যন্ত ভালো খেলোয়াড়। ব্যাট হাতে ধ্বংসকারী। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য দলে লোকেশ রাহুলও রয়েছে। ভারতীয় দলের জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির ঢেঁকুর। আর রাহুল জোড়া দায়িত্বে খুব বেশি ভুলচুক করছেও না।
>
> **ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার**

CHAMPIONS ICC TROPHY 2025 • PAKISTAN

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড

ইয়ং এলবিডব্লিউ বো বরুণ	১৫
রাচিন বো কুলদীপ	৩৭
উইলিয়ামসন ক ও বো কুলদীপ	১১
মিচেল ক রোহিত বো সামি	৬৩
ল্যাথাম এলবিডব্লিউ বো জাদেজা	১৪
ফিলিপস বো বরুণ	৩৪
ব্রেসওয়েল অপরাজিত	৫৩
স্যান্টনার রানআউট	৮
স্মিথ অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	**১৬**
মোট (৭ উইকেট, ৫০ ওভার)	**২৫১**

উইকেট পতন : ৫৭/১, ৬৯/২, ৭৫/৩, ১০৮/৪, ১৬৫/৫, ২১১/৬, ২৩৯/৭।

বোলিং : সামি ৯-০-৭৪-১, হার্দিক ৩-০-৩০-০, বরুণ ১০-০-৪৫-২, কুলদীপ ১০-০-৪০-২, অক্ষর ৮-০-২৯-০, জাদেজা ১০-০-৩০-১।

ভারত

রোহিত স্টা ল্যাথাম বো রাচিন	৭৬
শুভমান ক ফিলিপস বো স্যান্টনার	৩১
কোহলি এলবিডব্লিউ বো ব্রেসওয়েল	১
শ্রেয়স ক রাচিন বো স্যান্টনার	৪৮
অক্ষর ক রৌরকে বো ব্রেসওয়েল	২৯
রাহুল অপরাজিত	৩৪
হার্দিক ক ও বো জেমিসন	১৮
জাদেজা অপরাজিত	৯
অতিরিক্ত	**৮**
মোট (৬ উইকেট, ৪৯ ওভার)	**২৫৪**

উইকেট পতন : ১০৫/১, ১০৬/২, ১২২/৩, ১৮৩/৪, ২০৩/৫, ২৪১/৬।

বোলিং : জেমিসন ৫-০-২৪-১, রৌরকে ৭-০-৫৬-০, স্মিথ ২-০-২২-০, স্যান্টনার ১০-০-৪৬-২, রাচিন ১০-১-৪৭-১, ব্রেসওয়েল ১০-১-২৮-২, ফিলিপস ৫-০-৩১-০।

ফল : ভারত জয়ী ৪ উইকেটে।
ম্যাচের সেরা : রোহিত শর্মা।
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা : রাচিন রবীন্দ্র।

টস ভাগ্যে লারার পাশে রোহিত

– খবর এগারোর পাতায়

কী আনন্দ আজ

অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স। মরিয়া এবং নাছোড় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয়। টানা দুই বছর জোড়া আইসিসি ট্রফি জেতার জন্য অভিনন্দন অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে।

– জয় শা

রোহিত এবং রোহিতের দলকে অভিনন্দন। নিশ্চিতভাবে জিজি (গৌতম গম্ভীর) আজ চাপমুক্ত।

– রবিচন্দ্রন অশ্বীন

দাপট। অপ্রতিরোধ্য দৌড়ে ট্রফি জয়। স্কিলের দুরন্ত প্রদর্শনী। যথার্থ অর্থে তোমরা চ্যাম্পিয়ন।

– অনিল কুম্বলে

স্পেশাল জয়ের জন্য অভিনন্দন। আগাগোড়া তোমরা দাপট দেখিয়েছ। বাকিদের থেকে অনেক এগিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা দল ভারতই।

– চেতেশ্বর পূজারা

অসাধারণ জয়ের জন্য অভিনন্দন। তোমরা যেভাবে প্রতিটি ম্যাচে নিখুঁত ক্রিকেট এবং দাপট দেখিয়েছ, দারুণ উপভোগ করেছি।

– ভিভিএস লক্ষ্মণ

ভারতীয় ক্রিকেটের গর্বের দিন। দুর্দান্ত জয়ের জন্য। অভিনন্দন।

– ইউসুফ পাঠান

২০১৩ সালের স্মৃতি উসকে দিল আজকের রাত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফেরানোর জন্য গর্বিত এই দলকে নিয়ে। মজা আ গয়া।

– সুরেশ রায়না

সুখী পরিবার। স্ত্রী রীতিকা ও কন্যা সামাইরার সঙ্গে রোহিত।

মজবুত পার্টনারশিপ। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে হাতে হাত অধিনায়কের।

জয়ী শিলিগুড়ি, আইআইএলএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কলেজ ও আইআইএলএস। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শিলিগুড়ি ৫৩ রানে হারিয়েছে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়কে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৭ রান করে। জয়দীপ পাল অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। সুমিত পাসোয়ান ১২ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে সূর্য সেন ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৬৪ রানে আটকে যায়। সুমিত ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

আইআইএলএস ৮১ রানে জিতেছে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজের বিরুদ্ধে। টসে জিতে আইআইএলএস ১৭ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮২ রান করে। তুর্য সাহা ৫৩ রান করেন। এরপর দার্জিলিং ১৬ ওভারে ১০০ রানে অল আউট হয়। ২৬ রান শুভজিৎ সেন মজুমদারের।

একসঙ্গে ফোটোসেশনে পানু দত্তমজুমদার ও সুকমল বাগচী ট্রফির চার দল।

চ্যাম্পিয়ন আইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মার্চ : ক্রিকেট লাভার অফ শিলিগুড়ির পানু দত্তমজুমদার ও সুকমল বাগচী ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আইএমএ। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে তারা হারিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদকে। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই ট্রফির স্পনসর ছিল শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব। ফাইনালের সেরা আইএমএ-র শাহাদাত ইসলাম। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের সুকান্ত সিংহ রায়। সেরা ব্যাটার সঞ্জীব ঝা। সেরা বোলার ক্রীড়া পরিষদের মনোজ ভার্মা। সেরা উইকেটকিপার তাদেরই ভাস্কর দত্তমজুমদার। দুই বর্ষীয়ান ক্রিকেটার তপন দাস ও পঞ্চানন ভারালিকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা লক্ষণ সাহু - কে 26.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43K 91597 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি সাধারণ মানুষদের জন্য চমৎকার সুযোগ প্রদান করে তাদের জীবনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য কোটিপতি বানানোর মধ্য দিয়ে। আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি এবং এবার আমিও একজন কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।